বাসুকী

নাটক

কাব্যশাস্ত্রী
শ্রীভোলানাথ রায়-প্রণীত

প্রবীণ ঔপন্যাসিক
শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে পরিদর্শিত

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত
প্রথম অভিনয়-রজনী
শনিবার ৩রা পৌষ—১৩৩৮ সাল।

এক টাকা।

উৎসর্গ

কিংবদন্তীতে প্রকাশ—

বাসুকী-মস্তকে বসুমতী ধৃত ;

আজ

তাহার বিপরীত পরিবর্ত্তন—

প্রজ্ঞাচক্ষু "বসুমতীর"

সত্যসেবী

সুশীত অঙ্কে

বাসুকীর

স্থান।

নিবেদন

এই নাটকখানি পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অবলম্বনে রচিত। মূল ঘটনা খুবই সামান্য মাত্র, সে জন্য ইহাকে নাটকাকারে পরিণত করিতে কল্পনার আশ্রয় ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না ; তাহাতে যদি ত্রুটী-বিচ্যুতি কিছু ঘটিয়া থাকে—আমি সে জন্য অপরাধী। তবে অধুনা বঙ্গ সাহিত্যে যৌন-ধর্ম্ম মনোবৃত্তি মূলক নাটকের ক্রমশঃ প্রচার ও প্রসার দেখা গেলেও আমার এ প্রচেষ্টার জন্য যেন কেহ আমাকে অপরাধী করিবেন না, ইহাই আমার বিনীত নিবেদন

পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের পবিত্র সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, তাহার উপরে সেই পাশ্চাত্য রীতি-নীতি অনুসরণে যদি নাটকাদি বারংবার প্রণীত হয়, তাহা কি আমাদের সাহিত্যকেও আবর্জ্জনা-সঙ্কুল করিবে না? আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে তাহার যোগসূত্রই বা কতখানি থাকিবে? হয় ত তাহা টবের ফুল গাছের মত মনোহর,—কিন্তু পৃথিবীর মাটির সঙ্গে যোগ নাই।

রামায়ণ, মহাভারতাদি পুরাণে আমরা নানা কাহিনীর মধ্য দিয়া নানা শিক্ষা পাইয়া থাকি ; সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, রাম, লক্ষ্মণ, ভীষ্ম, হরিশ্চন্দ্র ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি চরিত্র মানবকে অতীন্দ্রিয়ের পথে পরিচালিত করে। সুতরাং অভিনয় ক্ষেত্রে পৌরাণিক নাটকের দাবী এবং উপকারিতা সমধিক। তাহাতে বঙ্গের শুদ্ধান্তঃপুরবাসিনীদের শিক্ষার অনেক কিছু পাওয়া যায়। থিয়েটার, যাত্রা, কথকতা প্রভৃতিতে আমাদের সেই শিক্ষাই দেওয়া হইত ; কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার ফলে এখন সে সকল যেন ক্রমশঃ বিলুপ্তপ্রায় ; সেটা আমাদের পক্ষে ঘোরতর অকল্যাণকর বুঝিয়াই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আমি ইহাতে—সন্তান-বাৎসল্য, ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ, মাতৃপিতৃ-ভক্তি, আশ্রয় দাতার কর্ত্তব্য—ত্যাগধর্ম্ম, নারীর পতিপ্রাণতা মাতৃত্ব, কুলঙ্গনার মর্য্যাদা প্রভৃতি—যাহা কিছু সংসারকে সুখময় করে, পবিত্র করে—হৃদ্য মনে করিয়া তাহার বিকাশ সাধনে সাধ্যানুসারে চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। তবে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি তাহা জানি না ; সুধীবর্গ সে বিচার করিবেন।

এ উদ্যমে আমার উদ্দেশ্য যে উত্তম, তাহাতেই সন্তুষ্ট আছি। এরূপ নাট্য-গ্রন্থ মাতৃস্বরূপিণী পুরমহিলাদিগের পবিত্র করকমলে অসঙ্কোচে দিতে পারা যায় বলিয়া নাটকখানি মুদ্রিত করিলাম।

অবশেষে যাঁহাদের হিতৈষণায় আমার "বাসুকী" অদ্য সর্ব্বত্র সমাদৃত, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিলে কৃতঘ্নতা হয়। সুতরাং—

মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী, নাট্যামোদী, গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র বি-এ মহোদয়ের উদ্যোগে ও আগ্রহে আমার এই নাটক রঙ্গালয়ে অভিনয়ের সুযোগ লাভ করিয়াছে। অনন্তর—

প্রথিত যশা, বঙ্গের অন্যতম রূপদক্ষ নট শিল্পী শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী সুহৃদদ্বরের প্রযোজনার ফলে এই নাটকখানি একটা অপূর্ব্ব রূপ-লীলায়িত ভঙ্গীর সমাবেশে নাট্যামোদী সুধীবর্গের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে। এবং—

লব্ধপ্রতিষ্ঠ, সুপরিচিত নৃত্য শিল্পী শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (গুরুজী কড়ি বাবু) এবং খ্যাতনামা বংশীবাদক শ্রীযুক্ত লালবিহারী ঘোষ এতদুভয়ের মিলিত, একীভূত যত্ন ও প্রচেষ্টায় আমার এই শুভ সংযোগ। তাঁহাদের এই অন্তরঙ্গতা ও আন্তরিকতা চিরস্মরণীয়।

এই ত্রিবেণী সঙ্গমের পবিত্র প্রবাহে পরিচালিত হইয়া "বাসুকী" সুধী দর্শকবৃন্দের সমক্ষে সমুপস্থিত।

আমি তাঁহাদের সকলের নিকটে কৃতজ্ঞ; এবং তাঁহারা আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে চির আবদ্ধ রাখিলেন।

অভিনয় সৌকর্য্যার্থে এই নাটকের অংশ-বিশেষ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিত্যক্ত হইলেও রসপুষ্টির জন্য আমি সমগ্র নাটকখানি প্রকাশিত করিলাম। মুদ্রাঙ্কনের তাড়াতাড়ির জন্য স্থানে স্থানে কয়েকটা মুদ্রাকর-প্রমাদ স্থান পাইয়াছে; পাঠক তাহা নিজেই সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন বোধে, শুদ্ধিপত্র দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম।

শুক্রবার, ১লা মাঘ, ১৩৩৮ সাল
রায়াণ—বর্দ্ধমান

গ্রন্থকার।

কুশীলবগণ

পুরুষগণ

বিধাতা। বিষ্ণু। মহেশ্বর। ইন্দ্র। অগ্নি। সূর্য্য।

বাসুকী	...	...	নাগরাজ।
এলাপত্র	...	...	ঐ মধ্যম ভ্রাতা।
তক্ষক	...	...	ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
বক্র	...	...	তক্ষকের পুত্র।
ডুণ্ডুভ	...	...	নাগভৃত্য।
জনমেজয়	...	...	হস্তিনাপতি।
পৌষ্য	...	...	হস্তিনার সামন্তরাজ জনমেজয়ের অভিভাবক।
কৃপাচার্য্য	...	...	কুরুবংশের অস্ত্রগুরু।
সুবর্ণবর্ম্মা	...	...	কাশীরাজ।
হিরণ্যবাহু	...	...	তক্ষশীলার রাজা।
জরৎকারু	...	...	ঋষি।
আস্তিক	...	...	ঐ পুত্র।
শৃঙ্গী	...	...	ঋষি।
উতঙ্ক	...	...	ব্রাহ্মণ।

সেনাপতি. জল্লাদ, রক্ষী, মন্ত্রিগণ, ঋত্বিকগণ, রাজাগণ, ব্রাহ্মণগণ, ঋষিগণ, নাগগণ, নাগশিশুগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

দুর্গা। সন্ধ্যা। সাবিত্রী।

জরৎকারু	...	...	নাগভগ্নী।
নয়ননীলা	...	...	তক্ষকের স্ত্রী।
কুসুমতন্বী	...	...	ঐ কন্যা।
বপুষ্টমা	...	...	কাশীরাজ কন্যা।
মেঘনা	...	...	কুসুমতন্বীর পরিচারিকা।

উর্ব্বশী, অপ্সরাগণ, সখিগণ ইত্যাদি।

নিয়ে চল— যেথা হোক্—তোমার অভীষ্ট স্থানে ;
ভাসিনু—তৃণ গো আমি—ও মহা স্রোতের টানে।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাশী—উদ্যান

সখিগণ সহ বপুষ্টমা।

সখিগণ।—

গীত

আজ নব-ঘন-বারি পানে শতমুখে চাতকিনী ছোটে পিয়াসে।
আজ উছলিয়া উভ তীর ত্বরিত-গমনা নদী বারিধি আশে।
আজ তারায় চড়িয়া বীণা ডাকে বাদকে
আজ আপনি জ্বলিয়া ধুনি টানে সাধকে,
আজ মধুরতা যত মাগে মধুকর সমাগম
সবার মরম-বাণী—এস এস প্রিয়তম ;
আজ নাবিকে ধরিতে বুকে টলমল তরীখানি জোর বাতাসে,—
আজ আবেশে এলায়ে বেণী ব্যাকুলিতা বসুমতী মাতিতে রাসে।

বপুষ্টমা। তোরা যাই কর্—এ বিয়েয় আমার মোটেই গা লাগ্‌ছে না।

১মা সখী। কেন কেন, গা অমন এলিয়ে পড়্‌লো কেন? বর দেখে পছন্দ হয় নাই না-কি?

বপুষ্টমা। বর—ও চুলোর ছাই যাই হোক্ গে; নিজের দর হলোনা বোন্।

২য়া সখী। ও—স্বয়ংবর হলো না এই দুঃখ?

বপুষ্টমা। তা—নয়? এই রূপ—এই পূর্ণ ষোলবছর—এ কি এই রকম গোপনে গোপনে বিক্রী হবার!

১মা সখী। ওলো—ওলো—কে একজন পুরুষ এইদিকে আস্‌ছে—দেখ্!

বপুষ্টমা। [উদ্‌গ্রীব উৎফুল্লতায়] পুরুষ! বাঃ—

২য়া সখী। ওমা—ওমা! এ ত আমাদের সে বর নয়!

বপুষ্টমা। নাই হলো!

১মা সখী। পালিয়ে এস—পালিয়ে এস রাজকুমারী, এখান হ'তে—পুরুষ! [সত্রাসে সখিগণের প্রস্থান।

বপুষ্টমা—তোরা যা—তোরা যা—খেয়ে ফেল্‌বে এখনই। আরে—মলো, পুরুষ—সে বাঘ না-কি?

ইন্দ্র উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। কুশলে আছ ত রম্ভা?

বপুষ্টমা। [সবিস্ময়ে] রম্ভা! কাকে কি বল্‌ছেন! কে আপনি!

ইন্দ্র। ও—বিস্মৃত হয়েছ। তুমি স্বর্গ-শোভনা—অপ্সরা-শ্রেষ্ঠা রম্ভাবতী; নল-কুবেরের অভিশাপে—বপুষ্টমা মূর্ত্তিতে—মনুষ্য লোকে। তোমার পূর্ব্বস্মৃতি উদ্দীপিত হোক।

বপুষ্টমা। [পূর্ব্বস্মৃতি পাইয়া] দেবরাজ! একি করলেন, দেবরাজ! আমি ত বেশ আনমনে আপনাকে ভুলে ছিলাম—কেন আজ এ স্মৃতির আগুন জেলে দিয়ে আমায় জীবন্তে শ্মশানে নিয়ে এলেন?

ইন্দ্র। আজ তোমার বিবাহ; একে ত কর্ম্মদোষে নর-জন্ম পেয়েছ, আমার ইচ্ছা—আর এ কলিযুগে অকারণ নর-ভোগ্যাটা না হও।

বপুষ্টমা। ভাল করেন নাই, দেবরাজ—অভিশপ্তার প্রতি মমতা ক'রে। আমার অচেতন অবস্থায় অস্ত্রোপচার হচ্ছিল—হচ্ছিল; কি কষ্ট ছিল তাতে? কর্‌লেন কি আমায় জাগিয়ে দিয়ে! এ অনুগ্রহ—না নিগ্রহের ওপর চরম নিগ্রহ! নর-যোনিতে আমায় ঠেলে দিয়েছেন, দেবরাজ! নর-ভোগ্যা না হ'য়ে আর উপায় কি?

ইন্দ্র। উপায় ত তোমারই হাতে; তুমি কুমারী থাক।

বপুষ্টমা। হাসালেন দেবরাজ, দুঃখের উপর। ফুল শুধু বন মাতিয়ে শুকিয়ে যাব বল্লে, ভ্রমরের দল তাকে ছাড়্‌বে কেন?

ইন্দ্র। যদি সে ফুলবনে ঝড় বয়? নির্ভয়, বজ্র তোমার রক্ষাকারী। ঐ বুঝি বিবাহার্থী হিরণ্যবাহু আস্‌ছে সহাস্যে তোমায় লক্ষ্য ক'রে,—আমি অন্তরীক্ষে রইলুম—সাবধান, স্মরণ রেখো—তুমি দেবভোগ্যা।

[প্রস্থান।

হিরণ্যবাহু উপস্থিত হইলেন।

হিরণ্য। বপুষ্টমা! অতিথি।

বপুষ্টমা। ফিরে দেখুন—হাত যোড়া।

হিরণ্য। অতিথি ফেরাতে নাই, আশ্রম অধিষ্ঠাত্রী! অতিথি বিমুখ হ'লে—তার ধন-ভাণ্ডার দস্যুতে লুণ্ঠন করে।

বপুষ্টমা। করুক; লুণ্ঠন আর কার নয়? দস্যুর লুণ্ঠন—লুণ্ঠন: অতিথির শোষণও সেই লুণ্ঠন ই। প্রভেদের মধ্যে, দস্যুর লুণ্ঠন—যথেচ্ছ, অজ্ঞাতসারে, অনিচ্ছায়; অতিথির লুণ্ঠন—শৃঙ্খল, চোখের ওপর, বাধ্য ক'রে। লুণ্ঠন যখন সকল প্রকারে—ও লুণ্ঠিতই হোক—আমি হাতে তুলে কাকেও কিছু দেব না।

হিরণ্য। তা হবে না, বপুষ্টমা! তোমায় হাতে তুলেই দিতে হবে; দস্যু-অপহৃত-সর্ব্বস্বান্ত-অবস্থার তুলনায়—দানে নিঃস্ব হওয়ার আনন্দ অনেক। উভয়েরই আত্মসাৎ উদ্দেশ্য হ'লেও—চন্দ্রকে যখন রাহু গ্রাস করে— সে কাঁপে; তার নীচে যখন চকোর ঘোরে—সে সুধা-ভাণ্ডারের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দানের উল্লাসে হাসে। দান কর চন্দ্রাননী, দানের মধুর গর্ব্বে তোমার ঐ পদ্ম কোরক পাণি। অতিথি—[বপুষ্টমার প্রাণি-প্রার্থনায় হস্ত প্রসারিত করিলেন।]

সবেগে জনমেজয় উপস্থিত হইয়া বপুষ্টমার হাত ধরিলেন।

হিরণ্য। [সচকিতে] কে!

জনমেজয়। দস্যু।

বপুষ্টমা। [উল্লাসে আপন মনে] বাহবা—

হিরণ্য। ছেড়ে দাও—যে হও; বপুষ্টমা আমার বাগ্‌দত্তা পত্নী, সে স্বয়ংবরা নয়।

জনমেজয়। বপুষ্টমা ক্ষত্রিয় রাজকন্যা—তার ওপর বাক দানের কারও অধিকার নাই।

বপুষ্টমা। [পূর্ব্বভাবে] ঠিক ত।

হিরণ্য। তা—না থাক; কিন্তু এটা বোধ হয় দেখ্‌তে পাচ্ছ—ক্ষত্রিয় রাজকন্যার বাক দানও যেখানে সেখানে হয় নাই—হয়েছে ক্ষত্রিয় রাজাকেই?

জনমেজয়। চক্ষে দেখ্‌ছি বটে—কার্য্যে পাই নাই; ক্ষত্রিয় রাজা হও—উদ্ধার কর তোমার বাগ্‌দত্তায়। এস বপুষ্টমা, নির্ভয়; দস্যু হ'লেও আমার পরিচয়—অভিমন্যু-বংশধর। [বপুষ্টমা সহ গমনোদ্যত]

[হিরণ্যবাহুর বাধা দান— তাহাকে পাতিত করিয়া প্রস্থানোদ্যত।

ইন্দ্র উপস্থিত।

ইন্দ্র। থাম; কন্যা পরিত্যাগ কর। এ কন্যা জীবনব্যাপি কুমারী-ব্রত নিয়ে—দেবতার সাধনা কর্‌ছে,—দেবতার রাজা তার রক্ষক।

জনমেজয়। কন্যা জাতি কুমারী ব্রত নিয়ে দেবতার সাধনা করে—মনোমত পতিলাভের জন্য; সেই পতি লাভেই যখন দেবতার প্রতিবাদ—তখন নিশ্চিত—কন্যা, কুমারী রাখ্‌বার জন্য দেবতার সাধনা করে নাই, দেবতারাই কুমারী থাকবার জন্য কন্যার সাধনা কর্‌ছে।

[প্রস্থানোদ্যত]

ইন্দ্র। নিয়ে যেয়ো না, জনমেজয়! তোমায় বার বার নিষেধ কর্‌ছি—তুমি অর্জ্জুনের বংশধর ব'লে।

জনমেজয়। অন্যায় অনুগ্রহ দেখানো হচ্ছে দেবরাজের; যে অর্জ্জুন—পরম গুরু দ্রোণাচার্য্য, পিতামহ ভীষ্মদেবের গতিরোধে বাহু প্রসারণ ক'রে গেছেন—তাঁর বংশধরকে অবশ্য-কর্ত্তব্যে নিষেধ করা—যিনিই হোন—সেটা তাঁর মঙ্গল কামনা নয়, রক্তচক্ষু প্রদর্শন।

[প্রস্থানোদ্যত]

ইন্দ্র। শেষ কথা, জনমেজয়—কন্যা নিয়ে যেয়ো না; ও কন্যা নয়, কন্যার আবরণে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা বজ্রকীট—তোমার হৃৎপিণ্ড খণ্ড খণ্ড কর্‌বে।

জনমেজয়। হৃদয় পেলেই ত? কন্যা যদি বজ্রকীট, জনমেজয়ের হৃদয়ও অন্ধকারাচ্ছন্ন; সে নিবিড়তা ভেদ ক'রে নারীমুখের উকি মারবার সাধ্য নাই।

[বপুষ্টমা সহ প্রস্থান।

ইন্দ্র। নারী-মুখ এখনও দেখ নাই, বালক! তাই ও দর্প; যাও ও দর্প চূর্ণ হবে—ঐ নারীমুখই তোমার পদে পদে সর্ব্বনাশ কর্‌বে। হিরণ্ড-

বাহু! তোমার এই মুখের গ্রাস—তোমার এই আশাভঙ্গ—তুমি কি নীরবে সহ্য করবে?

হিরণ্য। তা না পারি—কিন্তু কন্যার কুমারী-ব্রত রক্ষার সাহায্য ক'রে দেবরাজের তৃপ্তি সাধনের তত্ত্বাবধায়ক হ'তে যাব না। এ আশা-ভঙ্গ আমি নীরবে সহ্য করবো না নিশ্চয়, এর জন্য জনমেজয় আর আমার মধ্যে রক্তের বৈতরণী ছুটবে, যে পার হ'তে পারবে—বপুষ্টমা তার; হয় হস্তিনার, নয় তক্ষশীলার; অমরার নয়। আমাদের রক্ত—যে হয় আমরা পান করবো—অপরের মুখে ধরবো না; আমরা আত্মদ্রোহী হ'তে পারি, দেবরাজ! কিন্তু জাতিদ্রোহী নই।

ইন্দ্র। [উদ্দেশে] জনমেজয়! তোমায় রক্ষা ক'রে শিক্ষা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য; কিন্তু তা বোধ হয়—হয় না, দাঁড়াবার আড়াল পাচ্ছি না, নিজেকেই সম্মুখীন হ'তে হলো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রান্তরস্থ শিবির

কারু দাঁড়াইয়াছিল—বাসুকী উপস্থিত হইলেন।

বাসুকী। ভগ্নি!

কারু। দাদা!

বাসুকী। গৃহে চল।

কারু। কেন দাদা?

বাসুকী। প্রয়োজন নাই আর বৃথা এ ভ্রমণে,
স্বয়ংবর করিব তোমার।

কারু। স্বয়ংবর করিবে আমার!
নাই কি স্মরণ, দাদা!
নাগ বংশ প্রতি
জননী কদ্রুর সেই অভিশাপ বাণী—
"যজ্ঞানলে ভস্ম হবি তোরা!"
নাই কি স্মরণ—তাহার প্রতিবিধানে
পিতামহ ব্রহ্মার আশ্বাস,—
"নাগভগ্নী জরৎকারুরে—
সমর্পিয়া কোন তেজস্বী ব্রাহ্মণ করে
তার গর্ভে ব্রহ্মতেজে জন্মাও নন্দন,
সেই পুত্র হ'তে—হবে মাতুল বংশের রক্ষা;
তা ভিন্ন উপায় নাই!"
সেইজন্য আমি

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর অতীত,
কলির প্রারম্ভ আজ—
চার যুগ ধ'রি রয়েছি অনূঢ়া
প্রতীক্ষিয়া ব্রাহ্মণ সংযোগ !
আর সেই জন্য তুমি
ফিরিতেছ মোরে ল'য়ে—অবিশ্রাম
বন, পল্লী, নগর, প্রান্তর,
সমগ্র জগত—ব্রাহ্মণ সন্ধানে !
আজ একি ভাবান্তর !
ব্রাহ্মণে উৎসর্গ করা
কারুর বিবাহ অন্যের সহিত !
মাতৃ-শাপে কে তরাবে ?
বংশ রক্ষা কিসে হবে দাদা ?

বাসুকী। কাজ নাই দিদি আর এ পাপ রক্ষায় ;
অন্যায় করেছি আমি—
নিজেদের স্বার্থ তরে
তোর জন্ম ব্যর্থ ক'রে
চারি যুগ ধ'রে রেখেছি অনূঢ়া তোরে।
আর না রে, কারু !
বুঝেছি আমার ত্রুটী ;
আমাদের কর্ম্মফল ভুঞ্জিব আমরা
তার জন্য তোরে বলি দিতে যাই কেন ?
হাতে ধরি বোন্, এই অভিমান ছাড়্,
গৃহে চল্—মাল্য দান কর্ যারে হোক।

কারু। মাল্যদানে পরাঙ্মুখ
নহি আমি, নাগরাজ!
অপেক্ষা কেবল একটী কথার—
বংশ রক্ষা চাও কিনা তুমি?

বাসুকী। চাই—কিন্তু বংশ রক্ষা হবেনা কিছুতে।
যে বংশেতে জন্মেছে তক্ষক—তার রক্ষা—
বিধাতার বাক্য তুচ্ছ কথা,
বিধাতা আপনি যদি
আসেন তোমার গর্ভে—তথাপিও নয়।
আমরা কোথায়—কুমারী ভগিনী ল'য়ে
কৃপাপ্রার্থী হ'য়ে,
ব্রাহ্মণের দ্বারে দ্বারে ফিরি চারিযুগ,—
কালও পাপিষ্ঠ সেই,
অপদস্থ করিয়াছে উতঙ্ক ব্রাহ্মণে
কুণ্ডল হরিয়া তাঁর।
কেন করি বৃথা আর ভগ্নি-নির্যাতন!
ব্রহ্মদ্বেষীদের ভগ্নী
ব্রাহ্মণে লবে না কেউ।
তা—না হ'লে বুঝে দেখ ভগ্নী,
চার যুগ ধরি
প্রাণ পাতে করি অন্বেষণ—
ভগ্নিদানে ব্রাহ্মণ মেলে না!

কারু। ভগ্নীর সাধনা পূর্ণ হয় নি এখনো,
তপস্যার বাকী আছে তার—

অভীষ্ট-সাক্ষাৎকার ঘটে নাই তাই।
তা ব'লে কি দাদা,
সাধনায় সিদ্ধি নাই!
কারুর এ উগ্র তপ,
চতুর্যুগ ব্যাপি এই দীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য,
তক্ষকের ক্রটী হেতু
অলীক, নিষ্ফল হবে একেবারে!
কভু না, কভু না।

বাসুকী। ভুলিব না—ভুলিব না আমি
সর্পিনীর মোহ ছলনায়;
অত্যাচার যন্ত্রণায় অভিমান ভরে
নিজ অঙ্গে করিস দংশন তুই
কলঙ্কিত করিতে আমায়।
রক্ষা কর্—রক্ষা কর্ মোরে।

কারু। রক্ষ দাদা! নিজ কুল,
এক ভুলে হবে সর্ব্বনাশ।
দেখ গো মানস চক্ষে
অদূরে সে যজ্ঞানল হু—হু—হু
লহ লহ লেলিহান দীপ্ত শিখা তার—
কী—প্রচণ্ড! কী ভীষণ!
আছে মাত্র একটী ভরসা,
একটী গণ্ডূষ জল,
সে অনল নির্ব্বাণের হেতু;
তাও বুঝি শুষ্ক হ'য়ে যায়!

পায়ে ধরি, দাদা!
ও সঙ্কল্প কর পরিত্যাগ।

বাসুকী। কি করিস্, হতভাগি!
আমাদের সনে তুইও পুড়িবি?
আমাদের তবু ভাল—
তিলেকের যজ্ঞানল দাহ—
তোর যে রে তুষানল,
অবিশ্রান্ত—
রাবণের চিতা!

কারু। ভ্রাতার কল্যাণ কল্পে--
সে অনল চন্দন-প্রলেপ মোর।
ভগিনী কি দাদা—
শুদ্ধ, ভ্রাতাদের শোণিত শোষিতে?
আর তার বিনিময়ে—
বৎসরান্তে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ায়,
বাম-হস্তে শুষ্ক এক ফোঁটা দিতে?
ভগিনী ভ্রাতার কুল উজ্জ্বল কারিণী,
ভগিনী ভ্রাতৃবংশের কল্যাণ কুশলা,
ভগিনীর প্রাণ, মন, শিরার শোণিত,
সমস্রোতে প্রবাহিত ভ্রাতৃ-গতি সনে।
এক জন্ম—কি বল, অগ্রজ!
লক্ষ জন্ম যদ্যপি আমার
এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যে ব্যর্থ হ'য়ে যায়—
আনন্দে কাটাব,

ভ্রাতৃবংশ-রক্ষা-চিন্তা—
ভগ্নী আমি—কভু না ছাড়িব।

বাসুকী। [দৃঢ় হইয়া] চল্ ভগ্নি!
পুন যাব তোরে ল'য়ে ব্রাহ্মণ সন্ধানে ;
অত্যাচার—অবিচার—
যা হবার—আমাদের হোক,
ত্রিভুবন ভগিনী দেখুক।

[কারু সহ গমনোদ্যত]

ঋষি জরৎকারু সহ এলাপত্র উপস্থিত।

এলাপত্র। ব্রাহ্মণ পেয়েছি, দাদা!

বাসুকী। কে আপনি পূজ্যপাদ? পরিচয় মাগি।

জরৎকারু। আমি ঋষি—নাম জরৎকারু—
বাল-ব্রহ্মচারী ;
ছিলাম সন্ন্যাসী স্বায়ং-যত্র।
একদিন দৈবক্রমে—ভ্রমিতে ভ্রমিতে—
দেখিনু পতিত মোর পিতৃলোকগণ
অন্ধকার কূপ মধ্যে, স্বর্গ ভ্রষ্ট হ'য়ে ;
উচ্চ আর্ত্তনাদে করেন বিলাপ।
জিজ্ঞাসিতে কারণ তাহার,
বলিলেন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তাঁরা—
আমারই কর্ম্মদোষে ;
বংশধর হ'য়ে আমি বংশ লোপ করি—
সেই পাপে এই অধোগতি।

দেখিতে নারিনু আর তাঁদের দুর্দ্দশা,
ছাড়িলাম ব্রহ্মচর্য্য ;
করিনু স্বীকার তাঁদের সমক্ষে—
দার পরিগ্রহ করিব অচিরে,
করিব বংশের রক্ষা।
সেই হ'তে ভ্রমি আমি কন্যার লাগিয়া
সমগ্র জগত ;—
কিন্তু মম পণ-যোগ্যা কন্যা,
মিলিল না কোথাও, রাজন্!
আজ এক নির্জ্জন কাননে
তোমার ভ্রাতার সনে সহসা সাক্ষাৎ,
আনিয়াছে আশ্বাস প্রদানি
আছে মম পণ যোগ্যা কন্যা—তব পুরে।

বাসুকী। শুনি, প্রভু! কিবা পণ তব ?

জরৎকারু। প্রথমতঃ—কন্যা হবে আমার স্বনাম্নী।

বাসুকী। আছে ঋষি, আমার ভগিনী।

জরৎকারু। দ্বিতীয়তঃ—
করিব না আমি কন্যার প্রার্থনা
কাহারো সকাশে ;
আপনি ভিক্ষা-স্বরূপ হইবে প্রদত্ত।

বাসুকী। বরিবে উপযাচিকা হ'য়ে
এ কন্যা—তোমারে তপোধন!

জরৎকারু। তারপর তৃতীয় সমস্যা—
কন্যারে দেখিব আমি

সমান অনুরাগিনী—
শান্ত, রৌদ্র, মম সর্ব্ব অবস্থায়,—
এ স্বীকার করিবে কে ?

কারু। কন্যা নিজে।

জরৎকারু। রহিবে সমান তুষ্টা
সর্ব্ব অবস্থায় মোর ?

কারু। রহিব সমান তুষ্টা
সর্ব্ব অবস্থায় তব।

জরৎকারু। ক্রোধে ?

কারু। রহিব সমান তুষ্টা।

জরৎকারু। বিদ্বেষ—ঘৃণায় ?

কারু। রহিব সমান।

জরৎকারু। অবিচারে ?

কারু। অবিচার—অত্যাচার—সকল প্রকারে—
রহিব সমান তুষ্টা,
সমান অনুরাগিণী—
সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্ব অবস্থায় তব।
করিব না কভু কোন অপ্রিয় সাধন,
ঋষি অগ্রে—ব্রাহ্মণ সমক্ষে—
মুক্তকণ্ঠে করিনু স্বীকার।

জরৎকারু। সাবধান বালা !
বিন্দুমাত্র ত্রুটী পেলে
তদ্দণ্ডেই পরিত্যাগ করিব তোমায়।

কারু। তদ্দণ্ডেই পরিত্যাগ করিয়ো আমায়।

সাবধান করিবার কিছু নাই ঋষি!
আমিও জরৎকারু—তোমার স্বনাম্নী,
করিয়াছি দেহক্ষয় উগ্র তপস্যায়—
ঠিক তোমারই মতন ;
তোমারই মতন আমিও ব্রহ্মচারিণী
চারি যুগ কাটাই কুমারি ব্রতে,—
আছে ঋষি—আমাতে সংযম, সহিষ্ণুতা ;
শত অন্বেষণে—
বিন্দুমাত্র ত্রুটী তুমি পাবে না আমাতে।

জরৎকারু। ভাল—শোন শেষ কথা—
লইব না আমি তব ভরণের ভার।

বাসুকী। সে ভার আমার।
ব্রাহ্মণ সমক্ষে করি অঙ্গীকার—
লইলাম আজীবন ভগিনীর ভার।

জরৎকারু। তার গর্ভে সন্তান সম্ভবে যদি?

বাসুকী। ততোধিক সমাদরে করিব ভরণ ;
গ্রহণ করুন ঋষি ভগিনীরে মম।

জরৎকারু। চল নাগরাজ—নাগপুরে ;
করিব পাণি-গ্রহণ তব ভগিনীর—
বেদ-বিধি মতে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

হস্তিনা—রাজসভা

[সিংহাসনে জনমেজয় অধিষ্ঠিত, একপার্শ্বে মন্ত্রিগণ সহ পৌষ্য উপবিষ্ট, অন্য পার্শ্বে উতঙ্ক ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুকাদি ; জনমেজয়ের সন্নিকটে কৃপাচার্য্য—সম্মুখে কাশীরাজ সুবর্ণবর্ম্মা।]

সুবর্ণবর্ম্মা। উপস্থিত আমি কন্যা-সম্প্রদানার্থে যে দান-যৌতুকাদি এনেছি—হস্তিনার তুলনায় তা অতি সামান্য হ'লেও আমায় আত্মীয়-বোধে প্রতিগ্রহ ক'রে কৃতার্থ করা হোক।

জনমেজয়। কাশীরাজের এ প্রীতি প্রদর্শনে আমরা পরম আপ্যায়িত, কিন্তু তাঁর যৌতুক গ্রহণ আর এ সাম্রাজ্যের অনুরূপ নয়, তাঁর কন্যাকেও হস্তিনাপতি গ্রহণ কর্‌তে পারে না।

সুবর্ণ [ক্ষণেক বিস্মিত থাকিয়া] তা'হ'লে আমার কন্যাকে—

জনমেজয়। হস্তিনায় আনা হ'ল কেন ? হস্তিনায় আনা হয়েছে আপনার কন্যাকে বিবাহ উদ্দেশ্যে নয়—আপনাকে শিক্ষা দেবার জন্য। মন্ত্রিগণ! আপনারা সকলেই অবগত আছেন—এখানকার প্রধান অমাত্য, আমার অবিভাবক, আমার পালনকর্ত্তা, পিতৃতুল্য মহারাজ পৌষ্য—আমার জন্য কাশীরাজের কাছে এই কন্যা প্রার্থনা করেছিলেন ; কিন্তু এই কাশীরাজ সুবর্ণবর্ম্মা—এই হস্তিনা-সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হ'য়েও সাম্রাজ্যকে দুর্ব্বল, বালক-চালিত বোধে—তাঁর আত্মীয়তা অম্লানে অগ্রাহ্য ক'রে, হস্তিনার চির-শত্রু তক্ষশীলার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনে—বিদ্রোহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তাঁকে দেখানো হয়েছে—হস্তিনা নিতান্ত বালক-

চালিত নয়, এখানকার অমাত্যের অসম্মানের প্রতিশোধ আছে,—কার্য্য শেষ। রাজনীতি অনুসারে আর তাঁর যৌতুক গ্রহণ অবিধি, তাঁর কন্যাকে, রাজ-বিদ্রোহীর আত্মজাকে—ভারত-সাম্রাজ্য সম্রাজ্ঞী পদে বরণ কর্‌তে পারে না।

সুবর্ণ। আমার যৌতুক গ্রহণ এ সাম্রাজ্যের অবিধি নয়, আমার কন্যা ভারত-সম্রাজ্ঞীর আসনের সর্ব্বতোভাবে যোগ্যা। বর্ত্তমান বিবাহে আমাদের পিতা-পুত্রীর প্রতি যে সন্দেহের কারণ উপস্থিত—সেটা নিতান্ত ভ্রম-প্রমাদ; আমার কন্যা আশৈশব মহারাজ জনমেজয়ের অনুরাগিণী, আমিও ভরত-কুলে কন্যাদানের গৌরব-আগ্রহী;—তবে যে প্রধান মন্ত্রীর প্রার্থনা আমার নিকট প্রত্যাখ্যাত, বিবাহার্থে হিরণ্যবাহু আনীত—তার উদ্দেশ্য—বিদ্রোহ ষড়যন্ত্র নয়,—তার উদ্দেশ্য—মহারাজ জনমেজয়ের বাহু-বল প্রচার।

জনমেজয়। বাহু-বল প্রচার! মন্ত্রিগণ! বাহুবল-প্রচার উদ্দেশ্য হ'লে তিনি এরূপ ভাবে—গোপনে গোপনে কন্যা সম্প্রদানের বন্দোবস্ত না ক'রে, কন্যাকে বীর্য্যশুল্কা স্বয়ংবরা কর্‌তে পার্‌তেন! আপনি কোন যুক্তিবলে আমার এ সন্দেহের নিরাশ কর্‌তে পার্‌বেন না—আপনি অপরাধী। তবে যখন আপনি ঔদ্ধত্য না দেখিয়ে অপরাধ ক্ষালনে আত্মপক্ষ সমর্থন কর্‌ছেন—আপনাকে দণ্ডিত না ক'রে আপনার সঙ্গে আমি আপোষ কর্‌তে পারি এই সর্ত্তে—উপস্থিত আপনার আনীত যৌতুক হস্তিনা-ভাণ্ডারে গচ্ছিত থাক, আপনার কন্যাও ভরত-কুল-লক্ষ্মীদের অন্তঃপুর মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করুক; আপনারা পিতা-পুত্রীতে হস্তিনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, অনুরাগী—কার্য্যতঃ প্রদর্শন ক'রে তার আত্মীয়-শ্রেণী-ভুক্ত হ'ন। আপনাদের একনিষ্ঠ প্রীতির প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-যোগ্য—কারণ কোন কিছু পুনশ্চ উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত মহারাজের কন্যার-

বিবাহ স্থগিত থাক। আপনারা কি এটা অনুমোদন করেন, মন্ত্রিগণ!

জনৈক মন্ত্রী। উত্তম মীমাংসা, উভয় দিক রক্ষা; আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

উতঙ্ক। বিবাহ স্থগিত রইলো বটে, মহারাজ! কিন্তু এই বিবাহ-উপলক্ষ্যে দানার্থী এক দীন ব্রাহ্মণ বিপুল আগ্রহে অপেক্ষা করছিল—তাও ত স্থগিত থাকবে তা হ'লে?

জনমেজয়। কেন, তা থাকবে কেন? দানের আবার উপলক্ষ্য কি? পাত্র পেলেই দান। আপনি অসংকোচে প্রার্থনা করুন।

উতঙ্ক। মহারাজের জয় হোক!

পৌষ্য। [স্বগত] সেই কুণ্ডল-চাওয়া ঠাকুর না! সেই ত বটে! কি ঠাকুর! আবার কি মনে ক'রে?

উতঙ্ক। ভিক্ষা।

পৌষ্য। ব্যবসা মন্দ নয়; সেদিন ত আমার গৃহে গিয়ে গুরু-পত্নীর নাম ক'রে কুণ্ডল যোড়াটা মেরে নিয়ে গেলে আমার মহিষীর কাছ হ'তে। আবার কি ভিক্ষা?

উতঙ্ক। সেই কুণ্ডল অপহরণের প্রতিশোধ।

পৌষ্য। য়্যাঁ! বল কি, ঠাকুর! আমার কুণ্ডল-যোড়াটা মাঝ-মাঠে মারা গেছে! তোমার গুরুপত্নীর কাণে ওঠে নাই?

উতঙ্ক। বহুভাগ্যে, দৈব অনুগ্রহে। দুর্ব্বৃত্ত তক্ষক পথিমধ্যে সে কুণ্ডল অপহরণ ক'রে আমায় অন্যায় ক্লেশ দিয়েছে।

পৌষ্য। যাক্, জিনিষ পেয়েছ ত? মিটে গেছে; আবার কি?

উতঙ্ক। না, মহারাজ! কুণ্ডল পেলেও আমি তিরস্কৃত, অপমানিত—জনৈক-ভায়ায়, তক্ষক কর্ত্তৃক; ভিক্ষা—ব্রাহ্মণ-নির্যাতনের শিক্ষা, তক্ষক-

দমন; আপনার সমপ্রাণ সখা—মহারাজ পরীক্ষিতের অকাল-মৃত্যুর প্রতিশোধ।

জনমেজয়। [চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন]

পৌষ্য। ও—বুঝেছি ঠাকুর, তোমার মতলব খানা। মহারাজ পরীক্ষিতের মৃত্যু আমার প্রাণের মধ্যে ছাই চাপা অহরহ ধোঁয়াচ্ছে—সেই সুযোগ নিয়ে তাতে বাতাস দিয়ে তুমি নিজের কাজ হাসিল ক'রে নিতে চাও। আচ্ছা, ঠাকুর! মহারাজ পরীক্ষিতের অকাল-মৃত্যু উপলক্ষ্য ক'রে আমাকে ত তাতাতে এসেছ—তাঁর তক্ষক-দংশনের মুখ্য কারণটা কি?

উতঙ্ক। ব্রহ্মশাপ—

পৌষ্য। তবে! কাল তোমাদেরই এক বংশধর আমার একটু গলদ পেয়ে, তক্ষক লেলিয়ে আমায় শাসন করেছে—আজ তক্ষক দিয়েছে তাড়া, তার জ্বালায় সারা হ'য়ে তুমি এসেছ আমায় লেলাতে, তার ওপর! বলিহারি—ভারী মজা! যাও এখান হ'তে। তক্ষক তোমার অপমান করেছে—ঠিক করেছে; তাকে শাসন কর্‌তে যাব কি—তার শাসনের আশা প্রাণের মধ্যে যা পোষণ কর্‌তাম—মুছে দিলাম—যাও।

উতঙ্ক। [ইতস্ততঃ করিতেছিলেন]

জনমেজয়। দাঁড়ান, ব্রাহ্মণ! আপনাদের এ প্রসঙ্গ যদিও আমি ধারণা কর্‌তে পার্‌ছি না—তবু যতটুকু বুঝ্‌ছি—আপনাকে ঠিক প্রত্যাখ্যান করা অমাত্যবরের উদ্দেশ্য নয়। শুনি—আপনার প্রার্থনা, আর একবার?

উতঙ্ক। তক্ষক-শাসন; আপনার জন্মদাতা পিতা মহারাজ পরীক্ষিতের অকাল-মৃত্যুর প্রতিশোধ।

জনমেজয়। [সবিস্ময়ে] মহারাজ পরীক্ষিতের মৃত্যুর প্রতিশোধে—তক্ষক-শাসন

উতঙ্ক। আপনি তখন শিশু ছিলেন মহারাজ, জানেন না—আপনার পিতার মৃত্যুর কারণ। দুর্ব্বৃত্ত তক্ষক ছদ্মবেশে ফলের মধ্য দিয়ে কীট রূপে উপস্থিত হ'য়ে মহারাজ পরীক্ষিতের ব্রহ্মতালুতে নির্ম্মম দংশন ক'রে, তাঁকে অকালে ইহধাম হ'তে অপসারিত করেছে। আপনার অমাত্যদের জিজ্ঞাসা করুন।

জনমেজয় ব্রাহ্মণ! আপনি দান নিতে আসেন নাই—ঋণ দিতে এসেছেন। অমাত্যগণ! গোপন রেখেছেন? আমি শুন্‌তে ইচ্ছা করি—আমার পিতার দেহ ত্যাগের বিবরণ—

পৌষ্য। সে এক বর্ণনাতীত বিষাদ-কাহিনী, মহারাজ! ধার্ম্মিক-প্রবর পরীক্ষিত একদিন মৃগয়া-শ্রান্ত, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হ'য়ে মহামুনি শমীকের আশ্রমে উপস্থিত হন; ঋষি তখন সমাধিস্থ ছিলেন;—কোন প্রকার অভ্যর্থনা—এমন কি বাক্যালাপ পর্য্যন্ত না করায়, ক্ষুৎ-পিপাসার তাড়নায় অন্ধ হ'য়ে, ভণ্ড জ্ঞানে মুনির গলদেশে এক মৃত-সর্প সংযোজিত ক'রে মহারাজ রাজধানী প্রত্যাগত হন; তদ্দর্শনে সেই শমীক মুনির মহাক্রোধী শিশু-পুত্র শৃঙ্গী অগ্নিময় বাক্যে অভিসম্পাত দেন—যে আমার পিতার গলে মৃত-সর্প প্রদান করেছে, সপ্তাহ মধ্যে তক্ষক দংশনে তার মৃত্যু। ওঃ—মহারাজ—

জনমেজয়। তারপর—তারপর?

উতঙ্ক। আমি বল্‌ছি—তারপর; মহারাজ এই বৃত্তান্ত অবগত হ'য়ে জীবন রক্ষার আশায় সুরক্ষিত গৃহ নির্ম্মাণ ক'রে সপ্তাহ উত্তীর্ণ কর্‌বার জন্য তন্মধ্যে অবস্থান কর্‌ছিলেন; শেষ দিন সূর্য্যাস্তকালে তাঁর আহার্য্য এক ফলের মধ্য দিয়ে তক্ষক সূক্ষ্ম কীট রূপে উপস্থিত হ'য়ে নিজ মূর্ত্তি ধ'রে ভীষণ দংশনে মহারাজকে সংহার করে।

জনমেজয়। অমাত্যবর! আপনারা দেখেছেন সম্ভব স্বচক্ষে?

পৌষ্য। দেখেছি, মহারাজ! প্রতীকার-বিহীন দীন-নেত্রে।

জনমেজয়। [ক্রুদ্ধকণ্ঠে] তক্ষক! তক্ষক! [চমকিয়া] ও—অ অবিচার; আপনি অন্য ভিক্ষা করুন, ব্রাহ্মণ! ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজার মৃত্যুর কারণ—ব্রহ্মশাপ; এর মধ্যে তক্ষকের দোষ ধর্‌বার কোন সূত্র পাই না।

উতঙ্ক। আছে, মহারাজ!

জনমেজয়। [সাগ্রহে] আছে? বলুন, ব্রাহ্মণ! যদি যোগ্য কারণ প্রদর্শণ কর্‌তে পারেন—শুধু তক্ষক শাসন নয়, তক্ষক-বংশ শাসনের দান আমি আপনাকে দেব।

উতঙ্ক। মহারাজ! কশ্যপ নামক এক মণিমন্ত্র-বিৎ ব্রাহ্মণ এই অভি-শাপ বৃত্তান্ত অবগত হ'য়ে, মহারাজের জীবন রক্ষায় হস্তিনা আস্‌ছিলেন; পথি মধ্যে বিপ্রবেশী তক্ষকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ; ক্রূরমতি তক্ষক, কশ্যপ ব্রাহ্মণের বিষহর-মন্ত্রের অদ্ভুত শক্তি প্রত্যক্ষ পরীক্ষা ক'রে, নিজের তেজ খর্ব্ব হবার আশঙ্কায়, তাঁকে প্রভুত সম্পদ উৎকোচ দিয়ে অর্দ্ধ পথ হ'তে প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌তে বাধ্য করে। এটা কি তাকে ধরবার যোগ্য সূত্র নয়?

জনমেজয়। নিশ্চয়; এ ঘটনায়—মহারাজ পরীক্ষিতের মৃত্যুর প্রকৃত দায়ী সেই-ই। ব্রহ্মশাপ হয়েছিল, সে দংশন ক'রে চ'লে যেতে পার্‌তো; তারপর পরীক্ষিত মহারাজ কশ্যপের মন্ত্রশক্তিতে জীবন পেতেন—পেতেন, তাতে তার কি ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল? তার এ চতুরতায় এই বোঝায়—এ তার নিজের দুর্নামের ভয়; যদি তক্ষক-দষ্ট কশ্যপ-শক্তিতে পুনর্জীবন পায়, জগত ঘোষণা কর্‌বে—তক্ষক-বিষের কোন সামর্থ্য নাই। সূত্র বটে, ব্রাহ্মণ! অমাত্যগণ! এ ব্রাহ্মণ প্রার্থনানুরূপ দানের যোগ্য?

জনৈক মন্ত্রী। যোগ্য, মহারাজ! তক্ষকের সে উদ্ধত নিষ্ঠুরতার প্রতীকার আবশ্যক।

জনমেজয়। কাশীরাজ সুবর্ণবর্ম্মা! আপনি কুরু-কুলে কন্যা দিতে চান?

সুবর্ণবর্ম্মা। চাই।

জনমেজয়। আপনার প্রীতি প্রদর্শনের যোগ্য কার্য্যকাল উপস্থিত; এই তক্ষক-শাসনে যদি আপনি আমার অকপট সাহায্য কর্‌তে পারেন, আমি আপনার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হই। স্বীকার?

সুবর্ণ। স্বীকার।

জনমেজয়। এই মুহূর্ত্তে আপনি আপনার সমগ্র কাশী-সৈন্য নিয়ে নাগপুরী অগ্রসর হোন। প্রথমতঃ আপনি স্বয়ং হস্তিনার দূত স্বরূপ নাগরাজ বাসুকীর সভায় উপস্থিত হ'য়ে তাঁকে আমার আদেশ জানাবেন, সপ্তাহমধ্যে আমি এই তক্ষককে চাই; যদি পাই—কথা নাই; আর যদি বাসুকী বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে, অপেক্ষা নাই—তন্মুহূর্ত্তে নাগপুরী দুরতিক্রম্য সৈন্য-প্রাকারে ঘেরাও কর্‌বেন, একটী পিপীলিকারও পালাবার পথ না থাকে; আমি আগুন নিয়ে পশ্চাতে যাচ্ছি।

[গমনোদ্যোত]

কৃপাচার্য্য। [বাধা দিয়া] দাঁড়ান; মহারাজ, পৌষ্য! তুমি বিশেষ জানো—মহারাজের অন্য সকল শিক্ষা সমাপ্ত হ'লেও এখনও ইন্দ্র-প্রতিযোগিতা শিক্ষা হয় নাই; কাল তাঁর বিবাহ প্রস্তাবে নিতান্ত সময় ছিল না ব'লে অসম্মতি সত্বেও আমি তোমার ইচ্ছায় সায় দিয়েছি; আজ আবার একি! এই অভিযান অনুমোদন কর! মহারাজ! আপনিও বিশেষ বিদিত—ইন্দ্র আপনার ঘোরতর প্রতিবাদী; আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি, এই ক্ষেত্রে তিনি পূর্ণ শক্তিতে অবতীর্ণ হবেন। আপনি যেথায় যাবেন যান, আমি আপনার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হই—ঐ ইন্দ্র-প্রতিযোগিতাটী আমার কাছে শিক্ষা ক'রে যান।

জনমেজয়। ধারণা কর্‌তে পার্‌ব না, আচার্য্যদেব! মস্তিষ্ক ধূমায়িত

তক্ষকেরে বিষে ; হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ—পিতৃ-তর্পণে, সর্প-শোণিত-উদ্দেশে ; এ অবস্থায় শিক্ষা দেবেন কি প্রকারে ?

কৃপাচার্য্য। তা হ'লে আমার এক অনুরোধ রক্ষা করতে হবে, মহারাজ ! আমার সংসার-আশ্রমের নির্দ্দিষ্ট কাল শেষ হ'য়ে এসেছে, আমি তপস্যায় যাব— অবসর চাই।

জনমেজয়। এই কথা ! দিলাম।

কৃপাচার্য্য। জয়স্তু। একটা কথা জেনে যাই—যখন ইন্দ্র সম্মুখীন হবেন, কি করবেন ?

জনমেজয়। তখন তার প্রতিযোগিতাও শিক্ষা ক'রে নেব।

কৃপাচার্য্য। কার কাছে ? আমায় আর পাবেন কোথায় ?

জনমেজয়। অন্তরে। গুরুদেব ! দারুনির্ম্মিত দ্রোণাচার্য্যে যদি একলব্য সিদ্ধ হ'তে পারে, জনমেজয়ের রাজ্যে কাষ্ঠের অভাব হবে না, আমি কাষ্ঠের কৃপাচার্য্য গ'ড়ে নিমেষে ইন্দ্র-প্রতিযোগিতা শিখে নেব।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির মণ্ডপ

ক্রোধোন্মত্ত ঋষি জরুৎকারু, সম্মুখে কম্পিতা কারু।

জরৎকারু। সর্পিনি! স্বেচ্ছাচারিণি।
নিদ্রাভঙ্গ করিস্ আমার!
এত অহঙ্কার!

কারু। সম্বর, সম্বর রোষ,
শান্ত হও, প্রভু!
শোন নিবেদন সেবিকার—

জরৎকারু। স্বৈরিণী সর্পিনী তুই;
শান্তিভঙ্গ করিস্ স্বামীর
নহিস্ সেবিকা;
না শুনিব কোন কথা—পেয়েছিরে তোরে,
করেছিস্ নিয়ম লঙ্ঘন!
নাই কি স্মরণ—রে নাগিনী!
প্রতিজ্ঞা আমার?

কারু। আছে প্রভু! নহে ভুলিবার,
বিন্দুমাত্র ক্রটী পেলে
তদ্দণ্ডেই পরিত্যাগ করিবে আমায়।

জরৎকারু। কি শপথ করেছিলি তুই?

কারু। ক্রটী তুমি পাবেনা আমাতে,
রহিব সমান তুষ্টা—

সর্ব্ব অবস্থায় তব ;
করিব না কভু কোন অপ্রিয় সাধন।

জরৎকারু। কি প্রিয় সাধিলি দুষ্টা, বঞ্চিয়া বিশ্রামে—
জাগাইয়া মোরে অতৃপ্ত নিদ্রায় ?
এই বুঝি পতি-সেবা ? এই তুই সতী ?
এই তোর সত্য রক্ষা ?
পরিত্যাগ করিব রে তোরে।

কারু। বলিয়ো না প্রভু হেন নিদারুণ বাণী,
করিয়ো না জন্ম ব্যর্থ মোর ;
পায়ে ধরি—পায়ে ধরি প্রভু !

[জরৎকারুর পদ প্রান্তে পতন]

জরৎকারু। ছুঁস্ না—ছুঁস্ না মোরে
পাতিব্রত্য-লঙ্ঘনকারিণী ভুজঙ্গিনী !
ঋষিবাক্য অচল অটল—
পরিত্যাগ করিব রে তোরে।

কারু। অবিচার করিয়ো না প্রভু !
ঋষিবাক্য—অব্যর্থ, শাণিত,
কিন্তু ঋষি ধর্ম্ম—
সে যে প্রভু, নবনীত সুশান্ত কোমল ;
তার পাশে সাজে না যে দণ্ড বিনা দোষে।

জরৎকারু। বিনা দোষে।

কারু। শোন প্রভু নিদ্রাভঙ্গ করি কি কারণ—

জরৎকারু। শুনিব কি ! বুঝিয়াছি অন্তরে অন্তরে ;
উরু উপাধানে তোর রাখিয়া মস্তক

নিদ্রিত ছিলাম আমি—
হ'য়েছিল ভার বোধ,
হ'য়েছিল অসহ্য নিশ্চয়।

কারু। না প্রভু! তা নয়—

জরৎকারু। চুপ! বিদিত রে সবিশেষ আমি—
অসতীরা অতি প্রত্যুৎপন্নমতি,
জানে ভ্রষ্টা যুক্তি-যুক্ত বহু ভাষা
গুপ্ত পাপে আবরণ দিতে;
কি বোঝাবি মোরে?
পরিত্যাগ করিব রে তোরে;
এই চলিলাম আমি।

[গমনোদ্যত]

কারু। [বাধা দিয়া]
যেয়ো না, যেয়ো না প্রভু কাকুতি দাসীর,
হয়ো না নিদয় হেন;
চতুর্যুগ-ব্যাপি এই দীর্ঘ তপ মোর
ভাঙ্গিয়ো না সিদ্ধির প্রাক্কালে!
বংশ-নাশ-ভয়-ত্রস্ত অগ্রজ আমার
দিয়াছেন যে উদ্দেশ্যে মোরে তব করে,
এখনো হয় নি তাঁর সে আশা পূরণ;
পাই নি অভাগী আমি
ঋষি-অনুগ্রহ অদ্যাপিও।
তোমারও এ কর্ত্তব্য নহে, তপোধন
অপুত্রক পত্নী পরিত্যাগ।

জানি তুমি বিমুক্ত সন্ন্যাসী
বদ্ধ ছিলে মম পাশে সেবা বাধ্য হ'য়ে,
উঠিয়াছে প্রাণে পুনঃ পূর্ব্বের বিরাগ
শুনিবে না কথা—করিবে নিশ্চয় ত্যাগ—
কর—দুঃখ নাই,
মাত্র এক প্রার্থনা শ্রীপদে—
দিয়ে যাও পুত্র-দান মোরে।

জরৎকারু। নাহি দিব এ অমূল্য দান অসতীরে;
সরে যা রে, দ্বি-জিহ্বা সর্পিণী!
চলিলাম আমি।

[গমনোদ্যত]

কারু। কোথা যাবে, স্বামী!

[সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া]

তা হ'লে দেখাতে হলো—
অসতী কি মহা-সতী আমি।
যাবে কোথা ?
যাইবার পথ কোথা পাবে ?
রোধিয়া গমন-পথ চিরতরে তব,
এই রহিলাম আমি।

জরৎকারু। কি অসম-সাহসিনী!
রোধিবি আমার গতি, তুই ?

কারু। হাঁ, রোধিব তোমার গতি আমি।
তুমিও জরৎকারু, আমিও জরৎকারু
সম নাম, সম তপস্যায়,

সম শক্তি ধরি তব সনে ;
পরিচয় নাও, দাঁড়াও—প্রত্যক্ষ কর,—
পালন করিয়া থাকি—
যদি আমি এই ব্রহ্মচর্য্য
যথার্থ সাত্ত্বিক ভাবে,
ক'রে থাকি যদি স্বামী সেবা
শ্বেত-কাকী ব্রত ল'য়ে আত্মবলি দিয়ে ;
যদি হই সতী আমি অনন্য মানসা ;—
তোমার গমন পথ—
না—না—স্বামী ! শান্ত হও,
বিনা দোষে পরিত্যাগ ধর্ম্ম-বিগর্হিত ;
সুবিচার কর, ত্রুটি পাও— যাও ;
চ'লে যাও ছেড়ে চিরতরে মোরে ;—
করিয়াছি নিদ্রাভঙ্গ—
এ নহে প্রশস্ত ছিদ্র পলাবার ;
কি কারণে করিয়াছি নিদ্রাভঙ্গ,
আগে কর সে বিচার।

জরৎকারু। আচ্ছা— আচ্ছা—বিচারই করি ;
সে দিক দিয়েই তুই কোথা যাস্ দেখি।
কেন নিদ্রাভঙ্গ করিলি আমার—শুনি ?

কারু। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-লোপ ভয়ে।
ছিলে তুমি নিশ্চিন্তে নিদ্রিত
মম উরুদেশে রাখিয়া মস্তক,—
নহে ভার বোধে স্বামী—

দেখিলাম দিনমণি অস্তাচল পথে,
আসে সন্ধ্যা—ধূসর-বসনা—
এলায়ে অলক-দাম ঘনায়ে সংসারে ;
তথাপি নিদ্রিত তুমি ;
ভাবিলাম তব উগ্রমূর্ত্তি—জাগস্তের,
তবু নারিলাম ;
হইল স্মরণ শাস্ত্র-বাণী —
ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-লোপে অনন্ত নিরয় ;
যা হয় আমার হোক—পতিধর্ম্ম থাক,
করিলাম নিদ্রাভঙ্গ সন্ধ্যালোপ হেতু ;—
নাশিলাম স্বামী-শান্তি—স্বামীরই কারণ।

জরৎকারু। মিথ্যা কথা ; নিদ্রাগত আমি,—
এত স্পর্দ্ধা—
আমারে উপেক্ষা করি
আসে সন্ধ্যা ধরাতলে !
আর লঙ্ঘিয়া আমায়
সূর্য্য অস্তাচলে যায় !
সূর্য্য—

সূর্য্য আবির্ভূত।

সূর্য্য। কেন দ্বিজ ! কি হেতু এ সরোষ আহ্বান ?

জরৎকারু। কহিবে না মিথ্যা, অংশুমান্ !
সুসুপ্ত ছিলাম আমি—
আর তুমি সর্ব্বদ্রষ্টা
দেখিয়াও তাহা, অস্তাচলে যেতেছিলে ?

সূর্য্য। কি করিব দ্বিজ, আমি যে নিয়মাধীন !
সন্ধ্যা সমাগমে—
আর মোর স্থান নাই হেথা ;
বাধ্য আমি ত্যজিতে অবনী।
অপরাধ ধ'রো না আমার,
হতেছিনু আমি অস্তাচলগামী—
সন্ধ্যার ইঙ্গিতে।

[অন্তর্দ্ধান]

জরৎকারু। সন্ধ্যা—

সন্ধ্যা আবির্ভূতা।

সন্ধ্যা। আমিও নিয়মাধীনা, ঋষি জরৎকারু !
বাধ্যতায় নিত্য আসি যাই ;
আমারও এ বিষয়ে কোন দোষ নাই—
ধরায় আসিতেছিনু বিধাতা নিয়মে।

[অন্তর্দ্ধান]

জরৎকারু। কোথায় বিধাতা—

বিধাতা আবির্ভূত।

বিধাতা। সম্মুখেই।

জরৎকারু। এ নীতি তোমার ?
ব্রাহ্মণ নিদ্রিত সন্ধ্যা-বন্দনা বিহীন,
অথচ সমাপ্ত দিবা।
সূর্য্য ডোবে, সন্ধ্যা নামে স্ফীত বক্ষে !

বিধাতা। এ নীতির নিয়ামক সত্য বটে আমি,
কিন্তু—ঋষি, অন্যের ইচ্ছায়।

জরৎকারু। কাহার ইচ্ছায় ?

বিধাতা। অদ্যাপিও হয় নাই নির্ণয় তাহার।
কাহার ইচ্ছায় আমি স্বয়ম্ভু বিধাতা
সৃজি এই বিশ্ব চরাচর,
সৃষ্টি করি সূর্য্য, সন্ধ্যা,
নীতি, গণ্ডী, নিয়ম, শৃঙ্খলা,
সেই পদ্মকোষে জন্ম হ'তে—অদ্যতক
এই দীর্ঘ জীবনের
অবিচ্ছিন্ন অনন্ত ধ্যানেও পাই নি সন্ধান।
তবে ধরিয়াছি মাত্র এইটুকু—
আছে একজন কেউ এর মূলে ;
নহি কর্ত্তা—
কার্য্য আমি, সদা কারণের অনুগামী।
হে ঋষি, জরৎকারু ! তোমার উত্তর—
আমি ইচ্ছাচিত্র—কোন অরূপের,
কোন অব্যক্তের, কোন অবাঙ্‌মনোগোচরীভূতের।

জরৎকারু। [নীরব]

কারু। সুবিচার কর প্রভু !
জাগায়েছি সন্ধ্যালোপ ভয়ে—
ধর্ম্ম-পত্নী তব নিরপরাধিনী।

বিধাতা। নিরপরাধিনী—জরৎকারু।
তবু যদি ধর অপরাধ,

ভয়-প্রযুক্তার প্রতি—এ কঠিন দণ্ড বিধি নয় ;
কর যদি পরিত্যাগ তারে—
যথার্থ সত্য সে—সাক্ষ্য আমি
গর্ভাধান করে যাও তার,
পিতৃগণে তব করহ নিস্তার।

[অন্তর্দ্ধান

জরৎকারু। [কারুর নাভিতে হস্ত দিয়া মন্ত্র পাঠ করতঃ]
অস্তি—অস্তি—অস্তি।
যাও নাগবালা! আশা পূর্ণ ;
সিদ্ধতপা তুমি।
রহিল গর্ভেতে তব বেদজ্ঞ কুমার
করিবে নিস্তার—তোমার ভ্রাতার বংশ।
[ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে]
পিতৃগণ! মুক্ত আমি তোমাদের ঋণে।

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হস্তিনা-অন্তঃপুর

[বপুষ্টমা অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় শয়ান ছিল, মুক্ত গবাক্ষ-পথে দেখা যাইতেছিল --আকাশ হইতে অপ্সরাগণ নামিয়া আসিতেছিল।]

অপ্সরাগণ।—

গীত।

ঘোরা বিভাবরী অবনী তলে।
পরাণ দ্রুতগামী পদ না চলে।
কই ওরে যূথছারা পথহারা কোথা রে
কোন্ কুহেলিকাময় মোহভরা আঁধারে,
মুক্ত আশার দ্বার, দেখা রে বয়ান তোর
হাসির প্রদীপে উজলে।

বপুষ্টমা। [চমকিয়া উঠিল] সর্ব্বনাশ! এরা আবার কি মনে ক'রে! আমি কোথায় স্মৃতির প্রদীপ নিঃশেষ করবার চেষ্টায় মর্ম্মের ভিতর ঝড় তুলছি, শিখার মুখে রক্ত ঢালছি--এরা দশজনে দশ-দিক হ'তে, তাতে তেল সল্‌তে যোগাতে চায়! আমি করি কি! যাই কোথা! [অপ্সরাগণ নিকটস্থ হইলে কৃত্রিম অভ্যর্থনায়] আয়—আয়।

গীতকণ্ঠে উর্ব্বশী-মেনকাদি অপ্সরাগণ উপস্থিত।

অপ্সরাগণ।—

গীত।

বিনোদিনী! আছিস লো কেমন?
রাজকুমারী—পাচন-ধারী রাখালে মজায়ে মন।
সোনার বরণ করলি কালী কালার কুহকে
ছি ছি কি বলবে লো লোকে—
শুধু চোখের দেখায় দফা রফা, পাস নি তবু আস্বাদন।
বাড়াস না পা বিধুমুখী আর এ পিছলে
পড়বি ট'লে মরবি লো জ্ব'লে,
তোর শ্যাম যাবে মথুরায় চ'লে
দেখবি আঁধার বৃন্দাবন।

বপুষ্টমা। মরণ নাই তোদের! এখানে আবার কি করতে?

উর্ব্বশী। ভয় নাই, বিরহিনী! আমরা তোমার সঙ্গে মরতে আসি নি; তোমার ধ্যান-ভঙ্গ করতে এসেছি।

বপুষ্টমা। ধ্যান! কেন, আমি কিসের ধ্যানে আছি?

উর্ব্বশী। চাতুরী হচ্ছে কাদের সঙ্গে? নন্দন-কাননের মুক্ত-কুরঙ্গিনী, এ পোড়া-মাটীর কাঁটার গাছে কাপড় জড়াচ্ছিস কেন? যাই বল বোন্, এ তোমার অপ্সরা-কুলে কলঙ্ক দেওয়া হচ্ছে; জনমেজয় তোমায় মোটেই আমোল দেয় না, অথচ তুমি তার জন্য ফটিকজল ক'রে পথ পানে চেয়ে আছ।

বপুষ্টমা। অভিশাপ! অভিশাপ! কি করবো বোন, অভিশাপ ত ভোগ করতেই হবে!

উর্ব্বশী। মিছে কথা; অভিশাপ ত অপ্সরা জন্মে আছেই; অভি-

শাপ আর হয় নাই কার? তা ব'লে তোর মত কে এ রকম—সে অভিশাপ খণ্ডনের চেষ্টা না ক'রে, তাকে বর ব'লে আদরে জড়িয়ে ধর্‌তে গেছে ?

বপুষ্টমা। ধরেছিস ভাই! বলি তবে আমার মনের কথা খুলে, দেখ—স্বাধীনা, স্বেচ্ছাচারিণী, অপ্সরা-জীবনের যা তৃপ্তি-সুখ, তা ত আমার বেশ জানা আছে; যার না মনস্তুষ্টি হবে—তার মুখেই অভিশাপ। যাক্—সেই অভিশাপ যখন আমায় সে দেহ পাল্টে, নূতন দেহ দিয়ে এই কুলাঙ্গনার অন্তঃপুরে এনে ফেলেছে—সত্য সে অভিশাপ নয়—সে আমার পক্ষে বর; আমি দেখ্‌তে চাই—এখানকার এই পরাধীনা এক-পতি কুলাঙ্গনার তৃপ্তি সুখ কি রকম।

উর্ব্বশী। এই মরেছে! ওলো ও দেখাই আছে; এ লক্ষ-শবের সিদ্ধ-চিতা, দিনান্তে একটা মড়ায় তৃপ্ত হয় না—আমার জানা। ন্যাকামি রেখে দে, আজ তোর জোর ডাক—আমাদের সঙ্গে চ'।

বপুষ্টমা। কোথায়?

উর্ব্বশী। স্বর্গে; তোকে শাপ দিয়ে যে ও দিকে কর্ত্তাদের উল্টো-বিপত্তি হয়েছে; তোর অভাবে দেবতা-মহলে দুর্ভিক্ষের হাহাকার প'ড়ে গেছে। সব মুখেই হা রম্ভা—যো রম্ভা! আজ তোর নৃত্য দেখ্‌বার জন্য তারা সব আসর জাঁকিয়ে হা পিত্তোস ক'রে ব'সে আছে—আমাদের নিতে পাঠিয়েছে; চ' বেশী দেরি হ'বে না, পরে আবার আমরাই এখানে রেখে যাব এখন।

বপুষ্টমা। তা ত যাবি—কিন্তু আমি যাই কি ক'রে? আমার কি আর সে অপ্সরার কাম-চারিণী শক্তি আছে, যে ইচ্ছামত যেখানে সেখানে উড়ে যাব? দেহ পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে সে শক্তিও যে আমার লুপ্ত।

ইন্দ্র উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। তোমার সে লুপ্ত-শক্তি অর্দ্ধবিকাশিত হোক, রম্ভা! অভিশাপের মধ্যেও আমি তোমায় বর দিচ্ছি—তুমি রজনী মধ্যে নিজ-মূর্ত্তি ধ'রে, তোমার সেই অপ্সরাদেহের কামচারিণী শক্তি প্রাপ্ত হ'য়ে যথেচ্ছ বিচরণ-সক্ষমা হও।

বপুষ্টমা। কি করলেন, দেবরাজ! করলেন কি এ আবার! একে ত পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়ে দিয়ে আমার অন্তর-ক্ষেত্রে এক-পতি নারী-ধর্ম্ম আর অপ্সরার বার-বিলাসের তুমুল দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছেন, তাতেও তত ক্ষতি নাই; আমি আমায় বন্দিনী, পরাধীনা, ইচ্ছা-গমনে-অশক্তা ভেবে, স্থান, কাল, পাত্রের একত্র সংযোগ অভাবে, পাপ বারবিলাস লালসার লোভ কোন প্রকারে সংযত ক'রে আসছিলাম; করলেন কি। আমার সকল গণ্ডী কেটে দিলেন! আমি এ ভাঙ্গোনে বাঁধ দি কি ক'রে! আমি দেবতাচরণে এমন কি অপরাধ করেছি, দেবরাজ! যে অভিশপ্তা হয়েও নিস্কৃতি নাই?

ইন্দ্র। অভিমান ক'রো না, রম্ভা! তুমি দেবকুলের পরম আদরের; তা না হ'লে অভিশাপ ভোগের মধ্যেও এ অনুগ্রহ লাভ আর কার ভাগ্যে ঘটেছে? চল, চারু-নিতম্বিনী! সমস্ত দেবতা-মণ্ডলী তোমার নৃত্যকলা দর্শনে সমোৎসুক।

বপুষ্টমা। মার্জ্জনা করবেন, দেবরাজ! ও অনুগ্রহ গ্রহণে দাসী অক্ষম।

ইন্দ্র। অক্ষম! দেব-অনুগ্রহ গ্রহণে! অভিশপ্তা!

বপুষ্টমা। বিচার ক'রে দেখুন, দেবরাজ! আপনাদের অভিশাপ আমায় এনে ফেলেছে কোথায়! কুলাঙ্গনার গর্ভে পাঠিয়ে, কুলাঙ্গনার দেহ দিয়ে, এই কুলাঙ্গনার পবিত্র অন্তঃপুরে। আজ যদি আমি অভিসারিকা হ'য়ে যথেচ্ছ গুপ্ত-গমনে এর একনিষ্ঠতা, এর অগাধ বিশ্বাস নষ্ট করি—আপনাদের অভিশাপে আমার কিছু আসে যায় নাই,—ছিলাম বেশ্যা—

হয়েছি কুলকন্যা; কিন্তু এই কুলাঙ্গনার ধর্ম্ম-লঙ্ঘন অপরাধে কুলাঙ্গনাদের অভিশাপ আমায় কোন্ দুস্তর নরককুণ্ডে নিয়ে গিয়ে ফেল্‌বে—উঃ—না, দেবরাজ! আমি এ অন্তঃপুরের অমর্য্যাদা ক'রে স্বর্গে যেতে সাহস করি না।

ইন্দ্র। কুলাঙ্গনারও দেব-প্রসন্নতালাভে স্বর্গে গিয়ে নৃত্যকলা দেখানোর বিধি আছে—তাতে ত তুমি অপ্সরা; তুমি যদি স্বেচ্ছায় দেব-মনোরঞ্জনে পরাঙ্মুখ হও, তোমার প্রতি বল প্রয়োগে আমায় বাধ্য হ'তে হবে; যাবে কি না?

বপুষ্টমা। পার্‌বো না, দেবরাজ! অমি স্বেচ্ছায় এ অন্তঃপুরের গণ্ডী পার হ'য়ে এক পা কোথাও যেতে পার্‌বো না।

ইন্দ্র। উত্তম—   [ধারণোদ্যত]

বপুষ্টমা। করেন কি, দেবরাজ! আমার ছায়া স্পর্শ কর্‌বেন না; আমি এখন কুলাঙ্গনা, আর এ কুলাঙ্গনার পবিত্র অন্তঃপুর।

ইন্দ্র। কুলাঙ্গনা-সম্ভোগের অধিকারও আমাদের আছে; তোমার কুলাঙ্গনা-শ্রেষ্ঠা কুন্তীদেবী এই অন্তঃপুরেই আমাদের আহ্বান ক'রে গেছে; এস—[ধারণোদ্যত]

বপুষ্টমা। [উচ্চৈঃস্বরে] রক্ষা কর—রক্ষা কর, কে কোথায়! হস্তিনার অন্তঃপুর-ধর্ম্ম যায়।

অর্দ্ধসন্ন্যাস অবস্থায় ধনুর্ব্বাণ হস্তে কৃপাচার্য্য উপস্থিত।

কৃপা। কে? কে হস্তিনার অন্তঃপুর-ধর্ম্ম নষ্ট করে? দেবরাজ! সর্ব্বনাশ! করেছেন কি!

ইন্দ্র। কৃপাচার্য্য! স'রে যাও।

কৃপা। সরেই ত যাচ্ছিলাম, দেবরাজ! এই দেখুন—বস্ত্র পরিবর্ত্তন করেছি, অঙ্গরাখাটী ফেলতে যা বিলম্ব ছিল, কর্‌লেন কি! আর একটি

নিমেষ ধৈর্য্য ধর্‌তে পার্‌লেন না! এ অবস্থায় আমি ত সরে যেতে পারি না আর।

ইন্দ্র। সেকি কৃপাচার্য্য! সন্ন্যাস নিয়েও আবার সম্মান আসক্তি!

কৃপা। সন্ন্যাস আর সবটা নিতে পেলাম কই দেবরাজ? গৈরিক বস্ত্রই পরেছি, গায়ের বর্ম্ম খোলবার অবসর দিলেন কই? গায়ে বর্ম্ম থাকতে হস্তিনার অন্তঃপুর-ধর্ম্মের অবমাননা কেমন ক'রে দেখি?

ইন্দ্র। কৃপাচার্য্য! শোন তবে এর রহস্য;—তোমরা যাকে বপুষ্টমা ব'লে তোমাদের অন্তঃপুরে আবদ্ধা রেখেছ, সে বপুষ্টমা নয়, অপ্সরা-শ্রেষ্ঠা রম্ভা; দেব-শাপে. মানবী-দেহে তোমাদের এই মর্ত্তভূমে। তাতে দেবতারই সম্পূর্ণ অধিকার। বাষ্প—অন্তরীক্ষের, উর্দ্ধদিকেই তার গতি।

কৃপা। না দেবরাজ! রম্ভা হ'লেও সে এখন বপুষ্টমাই: সম্পূর্ণ এখানকার অধিকারে। বাষ্প যতক্ষণ বাষ্পাকারে আকাশে থাকে—ততক্ষণই সে বায়ু-পরিচালিত, বায়ুর অধিকৃত; যখন সে বৃষ্টিধারা রূপে পৃথিবীতে নামে—তখন আর তাতে বায়ুর কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, সে তখন সম্পূর্ণ জলাশয়ের অধিকারে।

ইন্দ্র। আচ্ছা, কৃপাচার্য্য! আমি তোমার সঙ্গে বিবাদ গৌরব মনে করি না; দিয়ে চল্লাম এ বাষ্প বিগলিত জলধারায়—উপস্থিত তোমার জলাশয়েরই অধিকার, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তপন-তাপে একে পুনরায় বাষ্পাকারে তুলে নিতে না পারি। তবে সাবধান, এ জলে যেন কেউ গণ্ডুষটী পর্য্যন্ত কর্‌বার প্রয়াস না করে। এস অপ্সরাগণ—[গমনোদ্যত]

কৃপা। তা হবে না, দেবরাজ! আমি যখন বর্ম্ম খুলতেই পাই নাই—রাজ-অন্ন গ্রহণের চিহ্ন দেহে বর্ত্তমান, আপনাকে শুধু ছেড়ে দিতে পারি না—আমার কৃতজ্ঞতার অপলাপ হয়; আপনাকে এ অনধিকার প্রবেশের দণ্ড নিয়ে যেতে হবে।

ইন্দ্র। [মৃদুহাস্যে] আমায় কি দণ্ড দেবে তুমি, কৃপাচার্য্য!

কৃপা। অন্য কিছু নয়; আপনি নিজে অক্ষত-শরীরে নির্ব্বিবাদে যেথা ইচ্ছা যেতে পারেন, কিন্তু অপ্সরাদের আর পাবেন না; আমি এই শর-প্রয়োগে তাদের স্বর্গপথ রোধ ক'রে এই খানেই আবদ্ধ করলাম। [শর প্রয়োগ] আপনি আপনার একটি মাত্র অপ্সরায় নরভোগ্যা হবার অভিমানে, এত ছল এত কৌশলের অবতারণা করছেন—আমি আপনার সমস্ত অপ্সরায় আমার অন্নদাতা মহারাজের উপভোগ্যা করাব—এই দণ্ড।

ইন্দ্র। তোমার দণ্ড উপেক্ষার ক্ষমতা সত্ত্বেও আমি আদরে বরণ করলাম, কৃপাচার্য্য! এ দণ্ড ত আমার নয়, এ দণ্ড তোমারই নিজের; এক অপ্সরার একটি মায়ার স্বরে তোমায় অর্দ্ধ-সন্ন্যাস অবস্থায় উঠেআসতে হয়েছে, পুনরায় এই শত মায়াবিনীর শত আবর্ত্ত। কৃপাচার্য্য! তুমি অপ্সরাদের স্বর্গপথ রোধ কর নাই—নিজের সন্ন্যাস, নিজের মুক্তি পথে নিজ হস্তে কণ্টক দিলে।

[প্রস্থান।

কৃপা। [চমকিত হইয়া] তাই ত বটে! কর্ম্মত্যাগ করতে ব'সে এ ত বেশ কাজ বাড়িয়ে ফেল্লাম। ফিরুন দেবরাজ! আপনার অপ্সরাদের নিয়ে যান; আপনার যা ইচ্ছা করুন। কার অন্তঃপুর? কে আমি? আমি ত আর কৃপাচার্য্য নই—আমি এখন কৃপা ভিখারী। [অনুসরণোদ্যোত]

বপুষ্টমা। [বাধা দিয়া] কোথা যাও, বাবা! আমায় রক্ষা কর।

কৃপা। চুপ! এক চীৎকারে আমার সর্ব্বনাশ করেছিস, আর না। তোর রক্ষার জন্য আমি নিজে মরবো নাকি? হবে না; বস্ত্র পরিবর্ত্তন করেছি এই অঙ্গরাখাও ছাড়লাম—[উন্মোচনোদ্যত]

বপুষ্টমা। পায়ে ধরি, বাবা! তোমা ভিন্ন আমার রক্ষাকর্ত্তা আর এ সংসারে কেউ নাই।

কৃপা। তা ব'লে তুই কি বল্‌তে চাস—আমি এই গৈরিক নিয়ে, তোর রক্ষার জন্য অস্ত্র ধ'রে এই রকম চিরদিন সংসারে বসে থাক্‌বো ?

বপুষ্টমা। চিরদিন বলি না, বাবা! মাত্র আমার বিবাহটী পর্য্যন্ত।

কৃপা। তার পর ?

বপুষ্টমা। তারপর আর তোমায় আটকাবো না; তোমাদের এখানে পাতিব্রত্য ব'লে যদি কোন পদার্থ থাকে, আর তার শক্তি—পুরাণে যা শুনি—সে সব যদি সত্য হয়, আমার রক্ষা আমি নিজে কর্‌বো।

কৃপা। না—এ হলো ভাল! ধৃত গৈরিকও ছাড়্‌তে পারি না, গায়ের বর্ম্মও খুল্‌তে দেয় না; এ এক রকম সং ত মন্দ সাজলুম না! মা মহামায়া! কৃপাচার্য্যের কৃপা-নির্ঝরিনী কতদূরে ?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নাগপুরী

নাগশিশুগণ সহ এলাপত্র।

এলাপত্র। আরে রে—অবোধগণ! কি দেখিস আর,
অবসান এ বংশের সংসার খেলার।
করেছেন প্রত্যাখ্যান সুবর্ণবর্ম্মারে—
তক্ষক প্রদানে—নাগরাজ;
চতুর্দ্দিকে হস্তিনার সৈন্য সংস্থাপিত,
বিধ্বস্ত হইবে পুরী রাত্রি প্রভাতেই।

আয় রে দুলালগণ ! বক্ষে আয় মোর—
ল'য়ে যাই শেষের মেলানি,
ক'রে যাই বিদায় চুম্বন। [আলিঙ্গনোদ্যত]

তক্ষকের মণিবন্ধ ধরিয়া বাসুকী উপস্থিত।

বাসুকী। হেথা তুমি, এলাপত্র !
আমি কোথা—অস্ত্রাগার, দুর্গদ্বার,
উদ্বিগ্ন-ভ্রমণে করি অন্বেষণ—
হেথা তুমি ! শিশুগণ মাঝে !
স্নেহের চরণ প্রান্তে—সজল নয়ন !
করিয়াছি নিয়োজিত সৈন্য সংস্থাপনে
আমি যে তোমায় !
কর্ত্তব্যেরে দলি পায়—
মরিয়াছ মূঢ়, আত্মজ মায়ায় !

এলাপত্র। দাদা—

বাসুকী। থাম, থাম,
এসোনা রে আর মোহিতে আমায়।
যাও ভ্রাত, কাঁদিতে হবে না আর
করিলাম আমি সে মত পরিবর্ত্তণ ;
ব'লে এস সুবর্ণবর্ম্মারে—
প্রত্যাখ্যান করেছি যে তারে,
করেছি অন্যায়—অনুতপ্ত আমি,
তক্ষকেরে করিব প্রদান—
অবরোধ ঘুচান মোদের।

এলাপত্র। [চমকিত হইয়া]
অগো! কি করেছি আমি—

বাসুকী। ব'লে এস—নাগ মোরা অতি মূর্খ জাতি,
বুঝি নাই আগে—
ভ্রাতৃপ্রীতি হ'তে
বহু উচ্চে পুত্র বাৎসল্যের স্থান,
তাই তারে করি প্রত্যাখ্যান।
করিয়াছি স্থির—রক্ষ পুত্রগণে,
তক্ষকেরে করিব প্রদান।

এলাপত্র। অন্যায় করেছি, দাদা!
দিয়ো না গঞ্জনা;
যাক পুত্র—থাকুক ভ্রাতার প্রাণ।

বাসুকী। ব'লে এস, কাপুরুষ!
হস্ত গলে বদ্ধ, দন্তে তৃণ
অবিলম্বে পাইবে তক্ষকে।
যদি সে সুবর্ণবর্ম্মা ভ্রূকুঞ্চিত করে
নাগের ভ্রাতৃত্ব দেখে, নীতি শাস্ত্র চেয়ে,—
ব'লো তারে—বাল্মীকির রামায়ণ
শুধু নয় শ্রীরাম লক্ষ্মণে ল'য়ে;
আছে তাতে বালি ও সুগ্রীব,
তাতেই চিত্রিত দশানন বিভীষণ;
আমরা পন্নগ জাতি
নহি প্রীত নরের অনুকরণে;
আমাদের গুরু—কপি,

আমাদের আদর্শ—কর্ব্বুর,
আমাদের লক্ষ্য—তারা, মন্দোদরী।
তক্ষক প্রদানে
আমাদের কোন দুঃখ নাই।

এলাপত্র। ক্ষমা চাই কৃতাপরাধের ;
পায়ে ধরি, দাদা !
অনুমতি দাও সেনা সন্নিবেশে।

বাসুকী। শিশুগণ !
অপরাধী মোরা তোমাদের পাশে ;
আনিনু সংসার বাসে আদরে ডাকিয়া
কিন্তু ওরে—পারিনু না পিতৃত্ব দেখাতে।
ঘোর অবিচারী—মহা প্রবঞ্চক মোরা।
কি করিব শিশুগণ! ভ্রাতা সহোদর—
নিরুপায়—নিরুপায়—
সহস্র ধিক্কার দাও পিতৃত্বে মোদের।

নাগশিশু। সহস্র প্রণাম করি
পিতৃত্বে সবার তোমাদের।

বাসুকী। কি কর—কি কর—পুত্রগণ !
পুত্রঘাতী পিতাদের উদ্দেশে প্রণাম !

নাগশিশু। শুধু তাই নয়—
তার সঙ্গে আছে এক বিনীত প্রার্থনা—
জন্মে জন্মে—জন্মি যেন
এইরূপ মূর্ত্তিমান্ তাদের ঔরসে।

বাসুকী। পারিবে ? পারিবে পুত্রগণ,

সাহায্য করিতে আমাদের
এই মহাব্রতে ?
সাহায্য সহজ নয়—
অগ্নিকুণ্ডে দিতে হবে প্রাণ
অম্লানে, সহাস্যে।

শিশুগণ। অবশ্য পারিব ;
নাগবংশধর মোরা।

বাসুকী। এলাপত্র ! বদন চুম্বন কর প্রত্যেকের
যতখানি স্নেহ হৃদয়ে সঞ্চিত তব
সব ঢেলে দিয়ে একান্ত নিঃশেষে ;
আশীর্ব্বাদ কর—মর,থাক—
অমর অক্ষয় হ'য়ে কীর্ত্তির নন্দনে।

নয়ননীলা উপস্থিত।

নীলা। নাগেন্দ্র চরণে আমার এক নিবেদন—

বাসুকী। বল মা, অসংকোচে।

নীলা। আমার স্বামীকে রাজা জনমেজয়ের হাতে বিনা প্রতিবাদে সমর্পণ করুন।

বক্র উপস্থিত।

বক্র। সর্পিনী—

নীলা। সত্য, পুত্র ! আমি তা অস্বীকার করি না ; সর্পের স্ত্রী আমি কি দেবী হব ! তবে আমি যে আজ সর্পিনী, স্বামী-দ্রোহিনী, সে শুদ্ধ তোমায় বাঁচাবার জন্য—সন্তানের মঙ্গল কামনায়।

বক্র। সন্তান কি অমঙ্গল আশঙ্কায় তোর পায়ে মাথা ঠুকছে ?

নীলা। না ঠুকলেও—মায়ের কামনা ;—মা জান না পুত্র—যাও।

বক্র। খুব জানি—নাগ জাতি আমরা আবার মা জানি না! আমরা যে পুত্রঘাতিনী কদ্রুকে চোখের ওপর দেখ্‌ছি।

নীলা। দেখ্‌তে পাও নাই, পুত্র! কোপ-নেত্রে চেয়ে আছ—কদ্রুর সর্ব্বাঙ্গ দেখ্‌তে পাও নাই ; তার অধরোষ্ঠের স্ফুরণই দেখ্‌ছো, তার অশ্রু-নিপীড়িত চোখ পানে লক্ষ্য পড়ে নাই ; স্থির হও, দৃষ্টি শান্ত কর, ফের, দেখ—সেই কদ্রু-চরিত্রের উপসংহার, আমি—ভিন্নমূর্ত্তিতে। নাগরাজ! আমার স্বামীকে ছেড়ে দেন ; আমার সর্ব্বস্ব যাক্—আমার শিশুদের বাঁচান।

বক্র। শতধিক তোর শিশু-বাৎসল্যে, সর্পিণী! স্বামী বলি দিয়ে মাতৃত্বের অভিনয় ?

তক্ষক। অস্বাভাবিক নয়, পুত্র! প্রকৃতিস্থ হও। নীলা! তুমি আমায় শত্রু-হস্তে দিতে চাও ?

নীলা। সন্তানের মঙ্গলের জন্য ; অপরাধ নিয়োনা, স্বামী! মুখে যে যাই বলুক্, এ এই মাতৃজাতির ধর্ম্ম।

তক্ষক। দাদা! আমায় ত্যাগ কর।

বাসুকী। কেন ? তুই কি আমায় সন্দেহ করিস্—আমি তোর রক্ষাকল্পে জীবন-সঙ্কল্প নই ?

তক্ষক। নিঃসন্দেহ ; কিন্তু আমি আমার রক্ষা চাই না, দাদা! এই নাগবংশের সকল বিপদের মূল কারণ আমি।

বাসুকী। তক্ষক!

তক্ষক। আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি—আমার এই রক্ষা-কল্পে মাতৃশাপের মহা অনল জ্বল্‌বে,—নাগবংশ ছারখারে যাবে।

বাসুকী। যাক্—নাগবংশ, জ্বলুক্—মাতৃশাপানল; আমি তোকে দেব না, তক্ষক! বংশের বিনিময়ে বাসুকী ভ্রাতৃত্ব বলি দিতে পারবে না।

তক্ষক। দাদা—

বাসুকী। অবাধ্য হোস্ না, এতদিন যে হয়েছিস—সহ্য হয়েছে; আর হবে না। এলাপত্র! সৈন্য সজ্জা কর—তুমি সেনাপতি।

তক্ষক। ও ভারটা তবে আমাকেই দেওয়া হোক্, দাদা! আমি প্রার্থী।

বাসুকী। [তক্ষককে ধরিয়া] না, তোকে এখন রমণক পর্ব্বতের গুপ্ত গুহায় রেখে যাব। শিশুগণ! তোমরাও সঙ্গে থাক্‌বে; তোমরা আমার ভ্রাতার রক্ষী। সাবধান! তোমরা যদি বাসুকীর বংশধর হও—যেন শুন্‌তে না হয়—তোমাদের একজন জীবিত থাক্‌তে তক্ষক ধৃত। এস এলাপত্র! [নীলার প্রতি] তোমার নিবেদনে আমি সম্মত হ'তে পারলুম না, মা! ত্রুটি ধ'রো না; তোমার মাতৃত্ব রক্ষা কর্‌তে হ'লে—আমার যে ভ্রাতৃত্ব যায়।

[এলাপত্র, তক্ষক ও শিশুগণসহ প্রস্থান]

নীলা। পুত্র! পুত্র! [বক্রের হাত ধরিয়া ফিরাইল]

বক্র। চুপ চুপ—আমি তোর পুত্র নাই; আমি বাসুকী-সোদর তক্ষকের আত্মজ।

[হাত ছিনাইয়া চলিয়া গেল

নীলা। কে বড়? স্বামী না পুত্র! স্বামী—স্ত্রীজাতির সুখ, সজ্জা, শান্তি, সম্ভোগ, ইহকাল—পরকাল; আর পুত্র—সকল প্রকারে মাতৃজাতির আত্মক্ষয়ের অবতরণিকা,—তবু কে বড় এ দুয়ের? স্বামীতে নিজের স্বার্থ, পুত্রে কেবল উৎসর্গ; কোন্ শোক কি রকম! কাঁতে ঘা কিসে! স্বামী শোকে না পুত্র শোকে!

[চিন্তিতভাবে প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

নাগপুরী—তোরণদ্বার

উভয় পার্শ্বে সৈন্যশ্রেণী ; মধ্যস্থলে জনমেজয়,
সুবর্ণবর্ম্মা ও পৌষ্য।

জনমেজয়। তক্ষককে দিলে না নাগরাজ ?

সুবর্ণ। না, মহারাজ !

জনমেজয়। কি বল্‌লেন ?

সুবর্ণ। ভ্রাতৃত্ব দেখালেন।

জনমেজয়। তাঁকে বেশ বুঝিয়ে বলেছেন—তাঁর এ অপরিণামদর্শী ভ্রাতৃত্বে নাগবংশে প্রদীপ জাল্‌তে জনপ্রাণী থাক্‌বে না ?

সুবর্ণ। আমিও সে দিক্ দিয়ে কোন ত্রুটী রাখি নাই, মহারাজ !

জনমেজয়। নাগপুরী ঘেরাও ? পালাবার পথ নাই কারও ?

সুবর্ণ। কারও না।

জনমেজয়। কে আস্‌ছে এদিকে দেখুন ?

সুবর্ণ। উনিই নাগরাজ বাসুকী, সঙ্গে কনিষ্ঠ এলাপত্র।

এলাপত্র সহ বাসুকী উপস্থিত।

বাসুকী। মহারাজ জনমেজয় ! বীরকুল-শ্রেষ্ঠ পার্থ-বংশধর ! ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য পরীক্ষিত-নন্দন ! আপনার পবিত্র জন্মে—নাগরাজ বাসুকীর কোটী নমস্কার।

জনমেজয়। শুধু স্তবে সন্তুষ্ট হ'তে পার্‌ব না, নাগরাজ ! পূজা-উপচার চাই।

বাসুকী। এনেছি তাও ; বাসুকীর মুকুট, বাসুকীর মুষ্টিবদ্ধ তরবারি, পাণ্ডব কুলের কল্যাণে—নাগরাজ বাসুকীর জন্ম-জন্মান্তর। গ্রহণ করুন, আমি নতজানু।

জনমেজয়। ভুল করেছেন, নাগরাজ! তুলসী, শ্বেত-চন্দন এনেছেন—এ যে শক্তি পূজা ; এতে চাই—রক্ত-চন্দন, রক্ত-জবা, এতে চাই—বলি ; এ পূজার প্রধান উপচার—তক্ষক, নিয়ে আসুন।

বাসুকী। ভিক্ষা—তক্ষকের মার্জ্জনা।

জনমেজয়। পাবেন না ; পিতার মরণাশৌচে জনমেজয়ের ভিক্ষা-দানের হস্ত মুষ্টিবদ্ধ।

বাসুকী। বিনিময় নেন—বাসুকীর জীবন।

জনমেজয়। এ বোধন তক্ষকের নামেই সঙ্কল্পিত, রাজা! বিনিময় চল্‌বে না।

এলাপত্র। [বাসুকীর হাত ধরিয়া] দাদা! ওঠ, আর না ; যথেষ্ট হয়েছে। পাণ্ডব কুলের গুণ বর্ণনা তোমার মুখে ধর্‌ত না, আজ তা প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি ; তার উচ্চতা—আর্ত্ত, শরণাগত রক্ষায় নয়, তার উচ্চতা—শুদ্ধ প্রতিহিংসায়।

জনমেজয়। মস্তকে দংশন ক'রে বংশের ঔদার্য্য বিচার কর্‌তে বসেছ, অনার্য্য! সে ধৈর্য্য এক ভৃগু-পদাঘাত প্রসঙ্গ ছাড়া কোথাও পাই না। নাগরাজ বাসুকী! তর্ক নাই, বিচার নাই, নীতি নাই, মার্জ্জনা নাই ; আমি তক্ষককে চাই—দেবেন—না যুদ্ধ কর্‌বেন?

বাসুকী। এ প্রশ্ন পাণ্ডুকুল-তিলকের মুখে শোভা পায় না ; তিনি তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষগণের ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ্য বিশেষ ভাবেই অবগত আছেন। তক্ষকও যাই করুক—আমার সেই ভাই ; ত্রুটী নেবেন না ; আমি ভ্রাতৃবলি দিতে পার্‌ব না—আত্মবলি দেব।

জনমেজয়। যান, স্বপক্ষে যোগদান করুন। আপনার ভ্রাতৃ-বাৎসল্য প্রশংসার, নাগেন্দ্র! কিন্তু কি কর্‌ব, উপায় নাই; তাহ'লে আমি আমার পিতার পুত্র-বাৎসল্যে বঞ্চিত হব।

বাসুকী। অভিবাদন করি; এস এলাপত্র!

[এলাপত্র সহ প্রস্থান

জনমেজয়। চলুন, আমরা পুরী প্রবেশ করি।

সুবর্ণ। [সৈন্যগণ প্রতি] তোমরা ঠিক থাক।

[জনমেজয়, পৌষ্য ও সুবর্ণবর্ম্মা পুরী প্রবেশ করিলেন।]

পুরী মধ্য হইতে ডুণ্ডুভ ছুটিয়া বাহির হইল।

ডুণ্ডুভ। ওরে বাপ্ রে—তলোয়ার, বর্শা, তীর ধনুক, শেল শূল, মুষল মুদ্গার কি সব হেতেরের রকমারি রে বাবা! ভাবা গিয়েছিল—পরীক্ষিতের পো-ত কাল্‌কের ছেলে—কি কর্‌বে আমাদের; তা সে নিজে দুধের গোপাল হ'লে কি হবে—তার হেতেরগুলি যে সব চোখা চোখা! ও বাবা! আমাদের প্রভুরা যে চম্পট দেবার যোগাড় করে! হায়—হায়—হায়—আমি দাঁড়াই কোথা! আটঘাট আটকানো—যাই কোন দিকে! [এদিক ওদিক করিতে লাগিল]

[পৌষ্য, পুরী মধ্য হইতে ফিরিয়া আসিলেন]

পৌষ্য। থাম।

ডুণ্ডুভ। ওরে বাপ্ রে—মার্‌লে রে—আমায় একলা পেয়ে কীচক-বধ কর্‌লে রে—

পৌষ্য। ভয় নাই, তোমার এক সুসংবাদ আছে; তুমিই ত ডুণ্ডুভ?

ডুণ্ডুভ। আজ্ঞে—আমি চক্র ধরি না, আমার বিষ নাই; দোহাই—

পৌষ্য। তোমার বিবাহ হয় নাই?

ডুণ্ডুভ। আজ্ঞে, এই হব হব হচ্ছে ; রক্ষে করুন, আজকের মত।

পৌষ্য। দেখ, আমি তোমার বিবাহ দিতে পারি, আমার হাতে কন্যা আছে—স্বরূপা, ষোড়শী।

ডুণ্ডুভ। এ্যাঁ! বলেন কি মশাই! কীচক-বধ ত ছিল ভাল, আপনি যে একেবারে আমার উরু-ভঙ্গ ক'রে দিলেন!

পৌষ্য। তবে তোমায় একটা কাজ করতে হবে আমার।

ডুণ্ডুভ। কি বলুন? আপনি মহাশয় ব্যক্তি—আমি আপনার পদ-রেণু।

পৌষ্য। এরা তক্ষককে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে—যদি সন্ধান দিতে পার—

ডুণ্ডুভ। [মস্তক কণ্ডুয়ন করতঃ] ও বাবা! এ বিয়ের পণ ত মন্দ নয়—পালাই কি ক'রে!

পৌষ্য। কি ভাব্ছো? বিবাহ করবে না?

ডুণ্ডুভ। আজ্ঞে, কর্‌ব বই কি ; যাচা মেয়ে ছাড়ে? তা আমায় একটু অবসর দেন—আমি নান্দীমুখটা সেরে আসি। [প্রস্থানোদ্যম।

পৌষ্য। [অস্ত্র খুলিয়া] সাবধান—তা হ'লে কুশণ্ডিকা সার্‌ব এইখানে।

ডুণ্ডুভ। ওরে বাপ রে—কি বিয়ের জাঁক রে—কি ক'নের চাউনি রে—

নয়ননীলা উপস্থিত।

নীলা। তুমি তক্ষককে চাও? আমি দিচ্ছি, একে ছেড়ে দাও—যাও তুমি।

[ডুণ্ডুভ পলাইল।

পৌষ্য। তুমি কে ?

নীলা। আমি তক্ষকের স্ত্রী।

পৌষ্য। [স্বগত] এ্যা—বলে কি এ! তুমি তক্ষককে ধরিয়ে দেবে ?

নীলা। দেব ; তোমরা আমার কাছে প্রতিশ্রুত হ'তে পার—আমি তক্ষককে দেব, তোমরা আর তক্ষকের বংশে হাত দেবে না ?

পৌষ্য। তুমি তক্ষককে ধরিয়ে দিতে পারবে ?

নীলা। খুব পারবো।

পৌষ্য। তুমি তার বিবাহিতা স্ত্রী ?

নীলা। সেই জন্যই পারবো, অন্য কিছু হ'লে পারতুম না। স্ত্রী গ্রহণ করে লোকে কি জন্য ? বংশ রক্ষারই জন্য ; সেই বংশ রক্ষাই যদি না হ'লো আমার দ্বারা, আমাতে আবার স্ত্রীত্ব কি ? আমি তক্ষকের স্ত্রী—তক্ষকের বংশ রক্ষায় আমি আমার সুখ, সম্ভোগ, ইহকাল অম্লানবদনে কালের মুখে ধরে দেব ; তুমি স্বীকার কর—তার বংশে হাত দেবে না ?

পৌষ্য। স্বীকার।

নীলা। স্বীকার ?

পৌষ্য। স্বীকার।

নীলা। এস আমার সঙ্গে। [গমনোদ্যত]

বক্র উপস্থিত হইয়া পৌষ্যকে বাধা দিল।

বক্র। কোথা যাবে দস্যু ?

পৌষ্য। কে তুই ?

নীলা। তক্ষক-বংশধর, প্রতিশ্রুতির অপলাপ ক'রো না ; সৈনিকদের বল—একে আটকাক্।

সুবর্ণবর্ম্মা উপস্থিত।

সুবর্ণ। কি ব্যাপার! কিসের গোলযোগ এখানে?

পৌষ্য। কাশীরাজ! তক্ষকের সন্ধান হয়েছে, আমি যাচ্ছি, তুমি এই শিশুকে আটকাও, সাবধান—শিশুর অনিষ্ট না হয়, আমি অভয় দিয়েছি।

সুবর্ণ। যাও তুমি; সাবধান, শিশু! [বক্রের গতিরোধ করিলেন]

এলাপত্র উপস্থিত।

এলাপত্র। নির্ভয়, বক্র! আমি তোমার সাহায্যে এসেছি।

বক্র। আমার সাহায্যের আবশ্যক নাই! [পৌষ্যের প্রতি তর্জ্জনী-সঙ্কেতে] শত্রুর গতিরোধ করুন—পিতায় বন্দী কর্‌তে যাচ্ছে।

এলাপত্র। [পৌষ্যের সন্মুখীন হইয়া] তুমি বন্দী—যাবে কোথা?

সিংহগর্জ্জনে জনমেজয় উপস্থিত।

জনমেজয়। কে বন্দী করে! স্পর্দ্ধা কার? [এলাপত্রের গতিরোধ]

পৌষ্য। [নীলার প্রতি] এই অবসর—চল, চল, আমার সে স্বীকারোক্তির একটী অক্ষর উল্টো হবে না; অধিকন্তু তোমার বংশধরকে আমি রাজছত্র দেব। চল— [গমনোদ্যত]

পুরী মধ্য হইতে উতঙ্ক বাহির হইয়া আসিল।

উতঙ্ক। কোথা যান, মহারাজ? আর এদিকে গিয়ে কোন ফল নাই, তক্ষক নাগপুরী হ'তে পলায়ন করেছে।

জনমেজয়। পলায়ন করেছে!

উতঙ্ক। হাঁ, মহারাজ! তাকে রমণক পর্ব্বতের গুপ্ত গুহায় লুকিয়ে

রেখেছিল, আমি বহুকষ্টে তার সন্ধান করেছিলাম; সংবাদ দিতে আস্‌বো—অমনি বাসুকী রণে ভঙ্গ দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে তক্ষককে নিয়ে চক্ষুর নিমেষে নাগপুরী পার।

জনমেজয়। এঃ কোন্ মুখে গেল দেখ্‌লেন?

উতঙ্ক। উত্তর মুখে।

জনমেজয়। অগ্রসর হোন্, ব্রাহ্মণ! আপনি আমার পথ-প্রদর্শক। কাশীরাজ! অমাত্যবর! তা হ'লে আর আমরা এখানে কেন? যেখানে তক্ষক সেইখানেই আমরা। আকাশ, পাতাল, অগ্নিগর্ভ, যমালয়—বিচার নাই—চাই তক্ষক।

[উতঙ্ক সহ অগ্রসর হইলেন]

[পশ্চাৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে সুবর্ণবর্ম্মা ও পৌষ্য চলিয়া গেলেন

এলাপত্র। বক্র! নাগরাজ আমায় রাজ্যরক্ষার ভার দিয়ে গেছেন, এস আমি তোমার সাহায্য চাই।

[প্রস্থান।

বক্র। সর্পিনী!

নীলা। কি?

বক্র। এতদূর!

নীলা। এ আর কতদূর পুত্র? এই ত সবেমাত্র এ পথে পদার্পণ;—এখনও এখানে নদী-কল্লোল শোনা যাচ্ছে, বৃক্ষচ্ছায়া পাওয়া যাচ্ছে, আলোক-রশ্মি অনুভব হচ্ছে—এর মধ্যে চম্‌কে উঠ্‌ছো? আমার গন্তব্য—জলশূন্য, ছায়াহীন, অন্ধকারাচ্ছন্ন অভিনব বীভৎসতায়; আর সে একমাত্র তোমারই জন্য। বুক বাঁধো।

[প্রস্থান।

বক্র। [স্তম্ভিত হইয়া রহিল]

কুসুমতন্বী উপস্থিত।

তন্বী। দাদা! দাদা! এ চ'লে গেল?

বক্র। কে?

তন্বী। বাবাকে ধর্‌তে এসেছিল যে?

বক্র। জনমেজয়? চ'লে যায় নাই বোন্‌, পিতার অনুসরণ করেছে।

তন্বী। আমিও এর পিছু নেব?

বক্র। কি কর্‌বি?

তন্বী। দংশন কর্‌বো।

বক্র। পার্‌বি?

তন্বী। বল ত দেখি—নাগকন্যা ত আমি।

বক্র। তাতেও অগৌরব নাই আমাদের; এই নাগের বংশেরই উলপী একদিন এ ভরত বংশের শিরোমণি অর্জ্জুনকে বরমালা দিয়ে গেছে; আয় ভগ্নী! [illegible] দেব কি, আমি তোর সাহায্য কর্‌বো—তুই-ই বর্ত্তমানে আমার পিতৃরক্ষার প্রশস্ত উপায়।

[প্রস্থান।

তন্বী।—

গীত।

হাম দংশব আজু তারে।
মেরি কৈশোর দশনকি ক্ষুর ধারে।
হাম উগারব আশীবিষ হাসির চমকে
প্রবাহব কালকুট কটির ঠমকে,
হাম ঢালব হলাহল শিরায় শিরায় তার—
বঙ্কিম আঁখি ঠারে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

তক্ষশীলা-প্রাসাদ

হিরণ্যবাহু চিন্তিত অন্তরে পরিক্রমণ করিতেছিলেন।

হিরণ্য। কোন্ সূত্রে ধরি জনমেজয়ে?
কিসে করি নিবারণ এ গাত্র-দাহন!
কোথা তুল্য প্রতিশোধ সে অপমানের!
চিন্তার মন্দিরে আমি নিদ্রাজয়ী,
প্রায়োপবেশন-ব্রতে ব্রতী তপস্যায়;
কি উপায়?
কোন্ ভিত্তিমূলে করি বিবাদ সূচনা
তক্ষশীলা হস্তিনায়?
কোন্ দিকে পাই তার প্রশস্ত কারণ?

শশব্যস্তে তক্ষকসহ বাসুকী উপস্থিত।

বাসুকী। রাজা! তুমি রাজা? আমি নাগরাজ বাসুকী, সঙ্গে আমার সহোদর তক্ষক; আমি কোন উদ্দেশ্যে তোমার কাছে এসেছি। প্রথমতঃ আমি জান্‌তে চাই—তুমি রাজা কি না?

হিরণ্য। তুমি কি মনে কর আমায়?

বাসুকী। তোমায় আমি চিনি না, তবে তোমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ আমার পরিচিত; তাঁদের আমি রাজা ব'লে জান্‌তাম। তাঁদের সেই আসনে তুমি—এই মাত্র সাহস তোমার সম্বন্ধে।

হিরণ্য। তাঁরা যে তোমার কাছে রাজা ব'লে পরিচিত—সে কি পরিচয়ে?

বাসুকী। হস্তিনার প্রবল-শক্তি-প্লাবিত সমগ্র ভূভাগের মধ্যে একমাত্র তাঁরা তাঁদের তক্ষশীলা-সিংহাসনের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে গেছেন, এই পরিচয়ে।

হিরণ্য। নাগরাজ! আমি রাজা; আমারও তাঁদের রক্ষিত স্বাতন্ত্র্য চির-প্রতিষ্ঠায় প্রাণপণ। বল, তোমার আগমনের উদ্দেশ্য?

বাসুকী। মহারাজ জনমেজয়—ওকি! বিচলিত হ'চ্ছ কেন? শোন আগে; তাঁর পিতৃ-বৈরতা স্মরণে এই তক্ষক হননে নাগপুরী আক্রমণ ক'রেছিলেন, আমি তাঁর যুদ্ধে পরাজিত, ভ্রাতৃ-প্রাণ রক্ষায় তক্ষকসহ পলায়িত; বহু ব্যর্থ-ভ্রমণের পর তক্ষশীলায়, তোমার সকাশে উপস্থিত।

হিরণ্য। [উল্লাসে]

পেয়েছি—পেয়েছি সূত্র;
পেয়েছি প্রশস্ত রাজোচিত পন্থা
জনমেজয় সহ বিবাদের।
কি চাও নাগেন্দ্র, আমার আশ্রয়?

বাসুকী। আশ্রয়।

হিরণ্য। [অধীর-আনন্দে নির্ব্বাক্]

বাসুকী। তা কি বল্‌তে চাও? জনমেজয় আমার অনতিদূরে—বিচারের সময় নাই।

হিরণ্য। বিচার আবার কি? আশ্রয় দিলাম। এ বিচার আমি বহু পূর্ব্ব হ'তে ক'রে রেখেছি; এই রকম একটা আশ্রয় প্রার্থনাই আমি খুঁজছিলাম।

বাসুকী। ও, তা হ'লে হ'লো না; আসি রাজা—[গমনোদ্যত]

হিরণ্য। সে কি! যাবে কোথা? আশ্রয় দিলাম!

বাসুকী। থাক্ রাজা—বিদায়—[গমনোদ্যত]

হিরণ্য। আশ্রয় দিলাম।

বাসুকী। শুধু আশ্রয় দিলে কি হবে, রাজা! তুমি ত রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না।

হিরণ্য। কেন ?

বাসুকী। এর মধ্যে তোমার নিজের স্বার্থ রয়েছে দেখ্‌ছি যে! তুমি এই আশ্রয় দান সূত্রে তোমার পোষণ-করা পূর্ব্বের কোন গুপ্ত প্রতিহিংসা সাধন কর্‌তে চাও। তা হয় না রাজা—আশ্রিত রক্ষা ত্যাগের ভূমিকা; আশ্রিত রক্ষা কর্‌তে পারে একমাত্র সে—আশ্রিত রক্ষাই রাজধর্ম্ম—এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত যে।

হিরণ্য। আমায় মার্জ্জনা কর, নাগরাজ! আমার ভুল হ'য়েছিল; আমি তোমার কাছে এই মহামন্ত্র গ্রহণ কর্‌লাম—আশ্রিত রক্ষাই রাজধর্ম্ম।

সেনাপতি উপস্থিত।

সেনাপতি। মহারাজ! হস্তিনা-সৈন্য পুরদ্বারে; কাশীরাজ সুবর্ণবর্ম্মা তার অগ্রণী, মহারাজ পৌষ্য তার পৃষ্ঠপোষক। তক্ষশীলা-সৈন্যও সুসজ্জিত।

হিরণ্য। সুযোগ্য তুমি; আগে এদিগে আমার যোজন-সরোবরের নিম্নস্থ গুপ্ত গৃহে রক্ষা কর—এরা আমার আশ্রিত; তারপর তুমি পৌষ্য মহারাজের সম্মুখে—আমি সুবর্ণবর্ম্মার, যাও তোমরা।

[প্রস্থান।

বাসুকী। আয় তক্ষক!

তক্ষক। দাদা—

বাসুকী। ভয় কি? বাসুকীর নিশ্বাসের শেষ প্রবাহটা থাক্‌তে তোর গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগ্‌তে দেবে না—আয়।

তক্ষক। আমি আমার জীবনের ভয় কর্‌ছি না দাদা! আমার জীবন-রক্ষায় তোমার এ দুর্গতি?

বাসুকী। দুর্গতির কি দেখ্‌লি তক্ষক? তোর রক্ষায় যদি আমায় জগতের সকল কদর্য্যতায় এক সঙ্গে ঝাঁপ দিতে হয়—ভাব্‌বো সে আমার মোক্ষগতি—তুই আমার ভাই।

তক্ষক। দাদা! আমি কি তোমার সেই ভাই?

বাসুকী। যে ভাই-ই হ' তুই কনিষ্ঠ, আমি জ্যেষ্ঠ, তোর যা পাপানুষ্ঠান—সে সব আজ আমার কৃত, তার যা দণ্ড—সে প্রাপ্যও আমার।

তক্ষক। দাদা!

বাসুকী। ভাই! [বক্ষে ধরিয়া সেনাপতির প্রতি] চল। [গমনোদ্যত]

এলাপত্র উপস্থিত।

এলাপত্র। দাদা!

বাসুকী। এলাপত্র! কোন্ পথে এলে হেথা!
পুরদ্বারে হস্তিনা বাহিনী!

এলাপত্র। গুপ্ত পথে।

বাসুকী। কি সংবাদ?

এলাপত্র। ভাগিনেয় হয়েছে ভূমিষ্ঠ।
অপরূপ রূপ—স্বভাব ব্রাহ্মণ,
সহজাত যজ্ঞসূত্র গলে
করে দণ্ড কমণ্ডলু
জাতমাত্রে কণ্ঠে বেদধ্বনি;
অধরে শান্তির হাস্য,

নয়ন ইঙ্গিতে—
নাগবংশ রক্ষী আমি—মাভৈঃ মাভৈঃ।

বাসুকী। এলাপত্র! কি দিব রে তোরে
এ শুভ বার্ত্তার পুরস্কার—
আয় বদন চুম্বন করি।
যাও—ভাই! যত শীঘ্র পার
তক্ষশীলা কর পরিত্যাগ।
করাইয়ো সংস্কার শিশুর
ব্রাহ্মণ আচারে—যোগ্য ব্রাহ্মণের দ্বারা;
দিয়ো দান অকাতরে যাচক ভিক্ষুকে,
নাগ কোষাগার রাখিয়ো উন্মুক্ত সদা
ভাগিনেয় জন্ম-মহোৎসবে।
আর এক কথা—
অস্তি শব্দে গর্ভাধান ক'রে গেছে ঋষি
নাম তার রাখিয়ো আস্তিক।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

পর্ব্বতনিম্নস্থ শিবির

জনমেজয়, পৌষ্য ও সুবর্ণবর্ম্মা।

জনমেজয়। কাশীরাজ! আমি সন্তুষ্ট—আপনার আধুনিক ব্যবহারে; আপনি হস্তিনার সখ্যতার বিশ্বাসযোগ্য—তার প্রমাণ পেয়েছি। হিরণ্যবাহু বন্দী?

সুবর্ণবর্ম্মা। হাঁ, মহারাজ!

জনমেজয়। তক্ষশীলা-সৈন্য?

সুবর্ণবর্ম্মা। ছত্রভঙ্গ।

জনমেজয়। হিরণ্যবাহুকে এইখানে আন্‌বার আদেশ দিন কাশীরাজ!

সুবর্ণবর্ম্মা। কে আছ?

জনৈক সৈনিক উপস্থিত।

রাজা হিরণ্যবাহুকে নিয়ে এস।

[সৈনিক চলিয়া গেল]

জনমেজয়। [স্বগত] যে তক্ষশীলা হস্তিনার বিরুদ্ধে বংশ-পরম্পরায় স্বাধীনতা রক্ষা ক'রে আসছে—সে আজ এই মুহূর্ত্তের যুদ্ধে—

হিরণ্যবাহুকে লইয়া সৈনিক উপস্থিত।

কি হিরণ্যবাহু! তক্ষক কোথায়?

হিরণ্য। আমার সম্বন্ধে তোমার জিজ্ঞাস্য থাকে জনমেজয়, বল; তক্ষক সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ক'রো না, উত্তর পাবে না—সে আমার আশ্রিত।

জনমেজয়। সে ত তোমার আশ্রিত—তুমি? তোমার আশ্রয় কে? আশ্রিত রক্ষা কর্‌তে যে আশ্রয়দাতা যায়।

হিরণ্য। যাবে; তবু সে থাক্‌তে তার আশ্রিতের ছায়া স্পর্শ কর্‌তে কাকেও দেবে না।

জনমেজয়। এ স্পর্দ্ধা তোমার সাজে না, হিরণ্যবাহু! নিজের অ প্রতি লক্ষ্য কর, তক্ষককে দাও।

হিরণ্য। কিসের ভয় দেখাও, জনমেজয়! আমি মর্‌তে জানি।

জনমেজয়। [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] আচ্ছা—তুমি কি চাও? আমি তোমায় বপুষ্টমা দিচ্ছি—তক্ষককে দাও।

হিরণ্য। শচী দিলেও নয়।

জনমেজয়। কাশীরাজ সুবর্ণবর্ম্মা! আপনার প্রীতির বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আমি পেয়েছি বটে, কিন্তু শুধু প্রমাণের উপর তত বড় একটা গুরু-অভিযোগের নিষ্পত্তি হ'তে পারে না; আমি তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন চাই;—আর সে নিদর্শন—এই হিরণ্যবাহুর শির,—একে হত্যা করুন।

সুবর্ণ। [নীরব]

জনমেজয়। কি ভাব্‌ছেন?

সুবর্ণ। মহারাজ! আমার কন্যা অনূঢ়াই থাক্।

জনমেজয়। হুঁ—

সুবর্ণ। যুদ্ধে যদি আমার হাতে এর মৃত্যু হ'তো, মহারাজ! আমার কলঙ্ক ছিল না; একে আমি বন্দী ক'রে এনেছি; হ'তে পারে বন্দীরও জীবনদণ্ড রাজ-বিচারে;—কিন্তু সে কার্য্য তখন আর বন্দীকর্ত্তা সেনাপতির নয়, সে কার্য্য তখন জহ্লাদের; আমি কন্যার জন্য আর যাই করি—জহ্লাদ হ'তে পার্‌বো না।

জনমেজয়। কন্যার জন্য শুধু নয়, কাশীরাজ! প্রধানতঃ আপনার নিজেরই জন্য—নিজের ত্রুটী ক্ষালনের জন্য।

সুবর্ণ। না, মহারাজ! আমি যা ক'রে আস্‌ছি—সব কন্যার জন্যই ; নিজের জন্য এতটুকু না। আমার আপনি কি কর্‌তে পারেন? রাজ্য কেড়ে নিতে পারেন, প্রাণনাশ কর্‌তে পারেন, তার বেশী ত না? তার জন্য সুবর্ণবর্ম্মা আপনার এ কঠোর শাসন কখনই অনুমোদন কর্‌ত না।

জনমেজয়। তা'হ'লে, কাশীরাজ সুবর্ণবর্ম্মা! আমি উপস্থিত ক্ষেত্রে এই বিচার কর্‌ছি—আপনার কন্যা-বাৎসল্যের পুরস্কারে, আপনার কন্যাকে অনুরাগিণী বুঝ্‌লে—আমি গ্রহণ কর্‌ব, আর রাজশক্তি অবজ্ঞা অপরাধে আপনার প্রাণদণ্ড ; জল্লাদ—

জল্লাদ উপস্থিত।

এদের নিয়ে যাও—দুজনকেই ; এক যূপে—এক খড়্গে—

পৌষ্য। আমার আবেদন আছে—মহারাজ!

জনমেজয়। এরা সেই যুক্ত ষড়যন্ত্রী, অমাত্যবর!

পৌষ্য। হ'লেও—আমরা পূর্ব্বতন হস্তিনার অধীশ্বরদিকে ষড়যন্ত্রী শাসন কর্‌তেই দেখে আস্‌ছি, ষড়যন্ত্রী নিধন কর্‌তে দেখি নাই।

জনমেজয়। এ ষড়যন্ত্রী যে শাসন মান্‌তে চায় না?

পৌষ্য। বল্‌বেন না, মহারাজ! আপনার কলঙ্ক ; ওতে এই বোঝায় —তা'হ'লে আপনার শাসনে ত্রুটী আছে নিশ্চয়।

জনমেজয়। [নীরব হইলেন]

পৌষ্য। কাশীরাজ সুবর্ণবর্ম্মা! তুমি হস্তিনার বিশ্বস্ত। রাজা হিরণ্যবাহু! তুমি আর তক্ষশীলা প্রবেশ ক'রো না, রাজাদেশে তুমি নির্ব্বাসিত।

হিরণ্য। [জনমেজয়ের মুখপানে চাহিল]

জনমেজয়। কথাটা আমার মুখ হ'তে শুনতে চাও? বুঝ্তে পার্‌ছ না—উনি এই পিতৃহীন জনমেজয়ের ভিন্ন-মূর্ত্তি পরীক্ষিত।

হিরণ্য। উত্তম।

[প্রস্থান।

পৌষ্য। হিরণ্যবাহুকে হত্যা ক'রে আর আপনার কি লাভ মহারাজ! আপনার ত তক্ষককে নিয়ে কথা? এ পুরী ঘেরাও যখন—যাবে কোথা? এখনই সন্ধান কর্‌ছি।

উতঙ্ক উপস্থিত।

উতঙ্ক। সন্ধান হয়েছে, মহারাজ! সন্ধান হয়েছে।

সকলে। কোথায়? কোথায়?

উতঙ্ক। যোজন-সরোবরের নিম্নস্থ গুপ্তগৃহে; সে আর বাসুকী।

সকলে। ঠিক?

উতঙ্ক। আমি স্বচক্ষে দেখে আস্‌ছি, মহারাজ! আর বিলম্ব কর্‌বেন না; বাসুকী তাকে নিয়ে পালাবার উপক্রম কর্‌ছে।

সকলে। চল—চল— [গমনোদ্যত]

নয়নলীলা উপস্থিত।

নীলা। থাম; আমার সে কথা স্মরণ আছে ত?

পৌষ্য। আছে বই কি।

নীলা। ঠিক ক'রে বল? সন্ধান হয়েছে ব'লেই মনে ক'রো না—ধরাও পড়েছে; ধর্‌বার কৌশল আমার কাছে।

পৌষ্য। বল—আমি তোমার সন্তানদের গায়ে হাত দেব না; তাদের বু ক ক'রে রাখ্‌ব।

নীলা। ঠিক ?

পৌষ্য। তুমি তার প্রতিভূ চাও ?

নীলা। দরকার নাই—তোমরা সবাই শুনে রইলে। দেখ, এই গুপ্ত গৃহের তিনটে পথ আছে, ব্রাহ্মণ মাত্র একটার আবিষ্কার করেছে : [পৌষ্যের প্রতি] তুমি ব্রাহ্মণের সঙ্গে সেই পথে যাও, তাঁদের সম্মুখীন হও। [সুবর্ণবর্ম্মার প্রতি] তুমি আমার সঙ্গে এস, একটা রন্ধ্র দেখাব—আট্‌কে থাক্‌বে ; আর মহারাজ ! আপনি এই শিবিরেই থাকুন।

জনমেজয়। শিবিরে ! কি জন্য ?

নীলা। [গুহা প্রতি তর্জ্জনী নির্দ্দেশে] ওটা কি জানেন

জনমেজয়। পার্ব্বত্য গুহা।

নীলা। শুধু তাই নয়—যোজন সরোবর হতে নির্গত হবার তৃতীয় পথ। আপনি নিজে এই মুখ আট্‌কে থাকুন ; সাবধান ! এইদিকে নির্গমনেরই বিশেষ সম্ভব ! তাই আপনাকে রেখে চল্লুন ; এস তুমি।

[সুবর্ণবর্ম্মা সহ প্রস্থান, উতঙ্ক সহ পৌষ্যের অন্যদিকে প্রস্থান, জনমেজয় পরীক্ষার জন্য গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন।]

চন্দনের ছদ্মবেশে ডুণ্ডুভ ও তন্বী সহ বক্র উপস্থিত।

বক্র। ডুণ্ডুভ ! ঠিক ?

ডুণ্ডুভ। কি বলেন কুমার ! আমি যখন রাজার চাকর চন্দন-সিংকে সাবাড় ক'রে—তার বেশ ধ'রে এখানে উঠ্‌তে পেরেছি, সব্বার চোখে ধূলো দিয়ে আপনাদিকে রাজার শিবিরে নিয়ে আস্‌তে পেরেছি—তখন আর আমার কিছুতে বেঠিক হয় ! [বস্ত্রাভ্যন্তরহইতে সুরাপাত্র বাহির করিয়া] এই দেখুন !

তন্বী। কি ও ?

ডুণ্ডুভ। সুরা—

তন্বী। ও কি হবে?

ডুণ্ডুভ। জনমেজয়কে খাওয়াব।

তন্বী। কেন?

বক্র। তোর দংশনের পথ সুগম কর্‌তে।

তন্বী। বুঝ্‌লুম না!

ডুণ্ডুভ। এ আর বুঝ্‌লে না? সুরার সঙ্গে রমণী।

তন্বী। ও—কিছু দরকার নাই অত করবার; ও হ'তেও মাদক আমার মধ্যে আছে; তোমরা যাও।

বক্র। পার্‌বি ত?

তন্বী। খুব পার্‌বো; যাও তোমরা;—আমার দাঁতে ধার আছে।

বক্র। আচ্ছা, এস ডুণ্ডুভ।

[ডুণ্ডুভ সহ প্রস্থান।

[তন্বীর অন্তরালে অবস্থান ও জনমেজয়ের প্রত্যাবর্ত্তন।]

জনমেজয়। এদিকে আর যেতে হবে না; এখানে তার যম বস্‌লো।

গুহামুখে শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া একদৃষ্টিতে গুহা প্রতি লক্ষ্য করিয়া রহিলেন—এই সময়ে কুসুমতন্বী ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার বামপার্শ্বে বসিল। জনমেজয় প্রথমতঃ বিস্মিত হইয়া তন্বীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, ক্রমশঃ তাঁহার মুখে মুগ্ধ ভাব ফুটিতে লাগিল—তন্বী এই সুযোগে তাহার রমণীসুলভ বিদ্যুচ্চকিত কটাক্ষে তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিল।]

জনমেজয়। [চমকিত হইয়া] কি কর্‌লে? একি কর্‌লে!

তন্বী। দংশন কর্‌লাম, মহারাজ!

জনমেজয়। দংশন কর্‌লে! কে তুমি?

তন্বী। আমি নাগকন্যা।

জনমেজয়। [বিচলিত হইয়া] নাগকন্যা! কোন্ নাগের কন্যা ?

তন্বী। তক্ষক নাগের।

জনমেজয়। তক্ষক নাগের! [উঠিয়া পড়িলেন] তুমি রক্ষিবেষ্টিত এ শিবির মধ্যে প্রবেশ কর্‌লে কি ক'রে ?

তন্বী। যার পিতা ফলের মধ্য দিয়ে কীট হ'য়ে লৌহদুর্গের ভিতর প্রবেশ ক'রে, মহারাজ পরীক্ষিতকে দংশন ক'রে আস্‌তে পারে—সে আর আপনাকে দংশন কর্‌তে—এই সামান্য শিবিরে প্রবেশ কর্‌তে পারে না ?

জনমেজয়। মায়াবিনী! না—না—না, সমুদ্র লবণাক্ত হ'লে কি হবে—তার প্রসূত রত্ন যে আদরের! অমূল্য রত্ন একথণ্ড বটে! এ রত্ন রাজমুকুটের যোগ্য। [মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিলেন]

অদূরে চন্দনবেশী ডুণ্ডুভ সহ বক্র উপস্থিত।

বক্র। ডুণ্ডুভ! এই অবসর; আমি এই রন্ধ্র দিয়ে গিয়েই এই পথেই তাদের বের করে দিচ্ছি—তুমি এইখানেই থেকো। [গুহামধ্যে প্রবেশ]

ডুণ্ডুভ। পড়েছ বাবা—আটাকাটীতে ;—তক্ষক ধর্‌বে তুমি! [অন্তরালে অবস্থান]

তন্বী :—

গীত।

এ বিষের ক্রিয়া বঁধু বিষের ক্রিয়া।
আধ-চাওয়া আঁখি-যুগ—মাতাল হিয়া।

সমুদ্র মন্থনে তুলেছিল শঙ্কর
সে বিষ এ নয় বঁধু—তা হ'তে ভয়ঙ্কর,
এ বিষ যৌবনের মোহন আবিষ্কার
স্বভাব-সাগর মথিয়া।

[গীতমধ্যে তক্ষক সহ বসুকী রন্ধ্র হইতে নির্গত হইলেন, ডুণ্ডুভ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

জনমেজয়। [তন্বীর হাত ধরিয়া সাদরে] তোমার নাম কি— তক্ষককন্যা ?

তন্বী। [জনমেজয়ের বুকে ঢলিয়া পড়িয়া] কুসুমতন্বী, মহারাজ !

[সশব্যস্তে নীলা আসিতেছিল, আসিয়াই কন্যাকে জনমেজয়ের বাহুলগ্না দেখিয়া অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিতেছিল—পরে ইতস্ততঃ করিয়া চক্ষে হস্ত দিয়া জনমেজয় সমীপে আসিল]

নীলা। তক্ষক পালায়—মহারাজ ! কর্‌ছেন কি ! তক্ষক পালায়।

জনমেজয়। [চমকিত হইয়া তন্বীকে ছাড়িয়া] এঁ্যা—তক্ষক ! কই ! কোথায় ?

নীলা। আর কোথায় ! আপনার এই পথ দিয়েই যে চলে গেল ! এখনও পারেন ত দেখুন—এইমাত্র যাচ্ছে।

জনমেজয়। তক্ষক ! তক্ষক !

[অসি নিষ্কাষণ পূর্ব্বক প্রস্থান।

বক্র রন্ধ্র মধ্য হইতে নির্গত হইল।

বক্র। [নীলার প্রতি] পাপিনী ! এখানেও তুই ?

নীলা। দেখ্‌তে এলাম পুত্র—তোমার পিতৃরক্ষার প্রণালীটা ! বাঃ পিতার রক্ষা—ভগ্নীকে অভিসারে পাঠিয়ে !

বক্র। অভিসার! আমার ভগ্নী কি বিবাহিতা? অভিসার নয় সর্পিনী—এ আমার ভগ্নিদান ; আত্মত্রাণে ভগ্নিদান—এ বিধি আছে, স্বয়ং নাগরাজ তার দৃষ্টান্ত ; তিনি দিয়েছেন।

নীলা। দিয়েছেন ; সে কি এই উপায়ে!

বক্র। উপায় যাই হোক, উদ্দেশ্য সেই কিনা? যে—যে উপায়ে পারুক।

নীলা। তারপর? জনমেজয়ের সঙ্গে যদি ওর সংযোগ না হয়—দাঁড়াবে কোথায়?

তন্বী। শূন্যে ; সে ভয় আমায় দেখিয়ো না মা—যাও ; সে বুক না বেঁধে আমি নামি নাই ; সংযোগ না হয়—না-ই হবে! পিসী যদি চার-যুগ অনূঢ়া থাকতে পারে—তার ভাইঝি আর একটা জন্ম এমনি কাটিয়ে দিতে পারবে না?

মুক্ত অসিহস্তে জনমেজয় ছুটিয়া আসিতেছিলেন—
তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পৌষ্য।

জনমেজয়। [তন্বীর প্রতি] হত্যা করবো তোকে, কুহকিনী! তুই ই এ সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্রকারিনী ; আমায় মন্ত্র-মুগ্ধ লক্ষ্য-ভ্রষ্ট ক'রে আমার লৌহ-নিগড় ছিঁড়ে দিয়েছিস্। মায়াবিনী!—[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

নীলা। [তন্বীকে বুকে ধরিয়া] কথা কি তোমাদের? আমার সন্তানদের গায়ে হাত দিতে পাবে না।

জনমেজয়। তুমি তক্ষককে ধরিয়ে দিতে পারলে কই?

নীলা। আমি দিয়েছিলুম ঠিক—তুমি পারলে না ; তুমি যদি অন্ধ হও—সে দোষ আমার?

পৌষ্য। না তক্ষক-প্রিয়া! তুমি নির্দ্দোষ, তোমার সন্তানদের

নির্ব্বিবাদে নিয়ে যাও। আসুন মহারাজ! আমরা তক্ষকের অনুসরণ করি; কোথা যাবে? [জনমেজয় সহ প্রস্থানোদ্যত]

বক্র। [বাধা দিয়া জনমেজয় প্রতি] আগে আমার ভগ্নীকে ত গ্রহণ করা হোক্; আপনি তাকে স্পর্শ করেছেন—বিমুগ্ধ ভাবে; নীতি-অনুসারে আপনি তাকে গ্রহণ ক'র্‌তে বাধ্য।

জনমেজয়। না—না আমি বাধ্য নই; আমি ত তার ছায়া স্পর্শ ক'র্‌তে যাই নাই; সেই-ই স্বকার্য্য সাধনে আমায় মায়ামুগ্ধ ক'রে তার অঙ্গ স্পর্শ কর্‌তে বাধ্য করিয়েছে।

বক্র। কি অন্যায় হয়েছে তাতে তার? আপনার ন্যায় সুরূপ, শক্তিমান, তরুণ সম্রাটকে স্বামী পাবার কামনা, তার জন্য কৌশলের অবতারণা করে না—কোন্ রাজকুমারী? আপনি কেন মুগ্ধ হন—তাকে প্রশ্রয় দেন? এখন তাকে পরিত্যাগ—এ বিচার রাজোচিত নয়, এ বিচার সাধারণ পুরুষের; কেন না তার গত্যন্তর আছে, শত-রমণী-স্পর্শেও সে ভ্রষ্ট হয় না; কিন্তু এর গতি?

জনমেজয়। [চিন্তিত হইলেন]

নীলা। সাবধান, মহারাজ! একবার একটী মূহূর্ত্তের মোহে কর্ত্তব্য হারিয়েছ—এ সেই মোহের সাগর।

পৌষ্য। নিয়ে চলুন, মহারাজ! নাগকন্যাকে; স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। কিসের ভয়? নাগকন্যার যড়যন্ত্রে! কি কর্‌তে পারে সে আপনার? আপনি রাজা—রাজনীতিবিদ; সহস্র ষড়যন্ত্রকে গাঢ়-আলিঙ্গনে বুকে জড়িয়ে নিয়ে তার মধ্য দিয়ে নিজের সঙ্কল্প সাধন ক'রে যেতে হ'বে অপনাকে। ভগ্নি দান কর, বক্র!

বক্র। তন্বীর হাত ধরিয়া] গ্রহণ করুন সম্রাট্!

নীলা। [তন্বীর অন্য হস্ত ধরিয়া] ছেড়ে দাও আমার কন্যা।

তন্বী। কে তোমার কন্যা? [হাত ছিনাইয়া লইল]

নীলা। তুই!

তন্বী। মিছে কথা।

নীলা। তন্বী—

তন্বী। প্রমাণ কর, চোখ রাঙিয়ে মা হবে না কি?

নীলা। আমি তোর মা নই?

তন্বী। লোকে বলে বটে, আমি তা স্বীকার করি না; তোমার সঙ্গে আমার কোন বিষয়ে কোন সাদৃশ্য নাই;—তুমি আমার মা নও, আমি তক্ষক-আত্মজা।

বক্র। গ্রহণ করুন সম্রাট্!

নীলা। পুত্র—

বক্র। কে তোমার পুত্র? আমি তন্বীর ভ্রাতা, আমার ও ঐ কথা।

পৌষ্য। কেন বিচলিত হ'চ্ছ, তক্ষক প্রিয়া! আমি তোমার সন্তানদের বুকে রাখ্‌তে প্রতিশ্রুত আছি! ভগ্নিদান কর, বক্র!

বক্র। গ্রহণ করুন সম্রাট্—আমার ভগ্নি-দান।

জনমেজয়। আচ্ছা দাও। [তন্বীকে গ্রহণ।]

নীলা। এরা মর্‌বে—এরা মর্‌বে, এদের বাঁচাবার কোন উপায় নাই; আমার মাথা খোঁড়া বৃথা, কদ্রুমাতার অভিশাপ এদের মাথায় চিক্কুর হান্‌ছে।

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হস্তিনা—অন্তঃপুর

বপুষ্টমা ও অপ্সরাগণ

অপ্সরাগণ।—

গীত।

আসার আশে—তার আসার আশে।
ধনি, রাখিবি গুছায়ে আর কতই প্রঃব দিয়ে
মালতী মালায় বাঁধা কেশ-পাশে।
নিভে আসে সজনী লো সুরভিত দীপাবলি
শোনা যায় অস্ফুট পাখিকুল কলকলি;
পূরব আকাশে হাসে উষা
সলাজে মলিন ফুল-ভূষা,
সুখ নিশাভোর
কই মনচোর—
ও লো পড়েছে বঁধুয়া তোর চন্দ্রা-ফাঁসে।

কৃপাচার্য্য উপস্থিত হইলেন।

কৃপা। ওরে, তোদিকে আট্‌কে ত আমি ভারী বিপদে পড়েছি দেখ্‌ছি! দিন-রাত্রি কানের গোড়ায় ধেই ধেই ধেই, চোখের ওপর হো-হো-হো - জ্বালাতন! যা বল্‌ছি—এই দণ্ডে ফুলের মালা বরণ ডালা সব গুছিয়ে নিয়ে আয়।

বপুষ্টমা। কেন বাবা ?

কৃপা। তোকে আজ বিয়ে সেরে নিতে হবে।

বপুষ্টমা। সে কি !

কৃপা। সে কি নয় ; তুমি বেটী যে আমার মাথায় তাল মেরে, বিয়ের নাম, গন্ধ, চেষ্টা, প্রয়াস কিছুই নাই—কেবল ব'সে ব'সে এইগুলোর সঙ্গে আমোদ ক'রে দিন কাটাও করবে, আর আমি এই আধা-গেরুয়া আধা-আংরাখা—হর-হরি মিলনের সং সেজে হেতের ধ'রে তোমায় আগ্‌লে বসে থাক্‌বো ;—করে প্রজাপতির দয়ায় তোমার বিয়ে হবে—তবে আমার পরিত্রাণ,—হবে না সে সব ; তখন আমি এতটা বুঝ্‌তে পারি নাই ; আর আমি থাক্‌বো না, আজকের মধ্যে তোকে বিয়ে সেরে নিতেই হবে।

উর্ব্বশী। তা'ত নেবে ঠাকুর ম'শায়, তবে বর কোথা ?

পা। তোরা যোগাড় করে নিয়ে আয়, ঐ ফুলের মালা বরণডালার সঙ্গে ; যেথা পাস—যাকে পাস্।

বপুষ্টমা। সেকি বাবা ! এতদিন রক্ষা ক'রে এসে—আজ আমায় যাকে তাকে দিয়ে যাবে কি ক'রে—তোমার সেই অন্নদাতা মহারাজের বিনা সম্মতিতে !

পৌষ্য, সুবর্ণবর্ম্মা ও তন্বী সহ জনমেজয় উপস্থিত।

জনমেজয়। অন্নদাতার অকপট সম্মতি—আপনি স্বচ্ছন্দে দান করুন, আচার্য্যদেব ! যাকে ইচ্ছা। আমি সেই গচ্ছিত দান, যৌতুকাদি সরবরাহের বন্দোবস্ত করি। [গমনোদ্যত]

বপুষ্টমা। আমায় ত অন্যে কেউ গ্রহণ করতে পার্‌বে না, মহারাজ—এক আপনি ভিন্ন।

জনমেজয়। কেন ?

বপুষ্টমা। বিবাহ বন্ধন সংসারের শ্রেষ্ঠ বন্ধন—পবিত্র, মধুর, অকপট; আমি আমার প্রাণের মধ্যে কপটতা রেখে আত্ম-গোপন ক'রে কাকেও সে বন্ধনে বন্দী কর্‌তে যাব না; আমি আত্ম-প্রকাশ কর্‌বো।

জনমেজয়। আত্ম-প্রকাশ! কে তুমি?

বপুষ্টমা। আমি রম্ভাবতী নাম্নী স্বর্গের অপ্সরা; নলকুবেরের অভি-শাপে মর্ত্তভূমে মানবীরূপে—শাপান্ত-প্রতীক্ষায়; সংসারে কে এমন নির্ব্বিকার—আমায় অসঙ্কোচে গ্রহণ কর্‌তে পারে?

জনমেজয়। তা'হলে আমিই বা কি প্রকারে পারি?

বপুষ্টমা। আপনার প্রত্যাখ্যানের পথ নাই।

জনমেজয়। কেন?

পৌষ্য। সত্য, মহারাজ! আপনার গত্যন্তর নাই; আপনি অপ্সরা-বরা উর্ব্বশী-বংশধর; পুরূরবা উর্ব্বশীর প্রেমমিলনে আপনাদের এই চন্দ্রবংশের আদি উৎপত্তি—প্রথম প্রতিষ্ঠা; ন্যায় অন্যায়ের বিচার আপনার চল্‌বে না, আপনার বংশের এ পূর্ব্বাপর রীতি; আপনি অসঙ্কোচে গ্রহণ করুন।

কৃপাচার্য্য। আর যায় কোথা! বল, স্বস্তি—স্বস্তি—স্বস্তি।

[জনমেজয়কে বপুষ্টমা দান]

সুবর্ণ! এখন একটা সমস্যা?

কৃপা। কি?

সুবর্ণ। প্রথমা মহিষী হবেন কে?

পৌষ্য। তোমার কন্যাই।

বক্র আসিয়া অন্তরাল হইতে দেখিতেছিল, উপস্থিত হইল।

বক্র। কেন? আমার ভগ্নীকে আগে গ্রহণ করা হয়েছে!

পৌষ্য। হ'লেও—কাশীরাজকন্যা আগে এ অন্তঃপুরে এসেছে।

তন্বী। থাক্ দাদা! ও নিয়ে আর গণ্ডগোল কর্‌তে হবেনা ; কৌশল্যা ছিল দশরথের প্রথমা পাটরানী—তাতে কি? কৈকেয়ী ছিল সর্ব্বেসর্ব্বা।

কৃপা। তুমি সর্ব্বেসর্ব্বা হও—আশীর্ব্বাদ করছি ; তবে দে'খো মা কৈকেয়ী—যেন আমার দশরথটীকে বজায় রেখো।

পৌষ্ঠ। [সুবর্ণবর্ম্মার প্রতি] এস বৈবাহিক, বহু ঝড়ঝাপ্টা, হাঁক ডাক চলে গেছে—এইবার ঠাণ্ডা হ'য়ে মেঘ বাতাসে মেলামেশা যাক্। [আলিঙ্গন পূর্ব্বক বক্রের প্রতি] আর তুমি বৈবাহিক পুত্র! তুমি এ হ'তেও আদরের ; তবে বাবা, দুঃখ ক'রো না—উপস্থিত তোমায় খাতিরটা ঠিক দেখাতে পার্‌লুম না ; তুমি এখন দেশে যাও, তোমার বাবার চতুর্থীর দিন এস—সেই দিন কুটুম্ব হবে।

[সুবর্ণবর্ম্মাসহ প্রস্থান।

বক্র। তন্বী! আমি আসি ; আর তোমার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হবে না ; প্রয়োজন ও নাই—তোমার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত। সম্রাট! নাগরাজ প্রতিনিধির ইচ্ছায় আমার ভগ্নীর বিবাহের যৌতুক এনেছিলাম—নাগরাজ্যের অমূল্য মণি ; গ্রহণ করুন।

[জনমেজয়কে মণি দিয়া অভিবাদন করতঃ প্রস্থান।

কৃপা। [বপুষ্টমার প্রতি] হ'য়েছে ত তোর?

বপুষ্টমা। হাঁ বাবা!

কৃপা। এইবার আমি আস্‌তে পারি?

বপুষ্টমা। প্রণাম করি। [বপুষ্টমা, জনমেজয় ও তন্বীর ভূমিষ্ঠ প্রণাম, প্রণামান্তর তন্বী জনমেজয়কে হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেল]

বপু। বাবা—

কৃপা। চুপ ; আর মায়া বাড়াস না ; এই তোর বিবাহের যৌতুক নে ;

[বর্ম্ম খুলিয়া] এই আমার যোদ্ধ-জীবনের শেষ স্মৃতি,—তোকে দিয়ে চল্লাম—যত্নে রাখিস্—প্রয়োজনে লাগ্‌বে। [গমনোদ্যত]

ইন্দ্র উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। আমার অপ্সরাদের পথ মুক্ত করে যাও, কৃপাচার্য্য! তা না হ'লে তোমারও মুক্তি পথে আমিও বজ্রাঘাত কর্‌বো।

কৃপা। আ—হা—হা—হা—দেবরাজ! আপনি যখনই আস্‌বেন—ঠিক অসময়ে, তাল হারিয়ে! আর ত আমার দ্বারা আপনার অপ্সরাদের পথ মুক্ত হয় না; আমার সে বিদ্যা—স্নেহে প'ড়ে সব [বপুষ্টমাকে লক্ষ্য করিয়া] ঐ মেয়েটাকে দিয়ে দিয়েছি; এখন যা চাইতে হয়,—আমায় নয়—ওর কাছে চান; আমি আর কৃপাচার্য্য নই—কৃপা-ভিখারী। [প্রস্থান

ইন্দ্র। রম্ভা! তুমি এদের মুক্তি দিতে পার?

বপুষ্টমা। পারি, যদি দেবরাজ আমার এক বর দেন।

ইন্দ্র। কি?

বপুষ্টমা। প্রতিশ্রুত?

ইন্দ্র। সাধ্যাতীত যদি না হয়।

বপুষ্টমা। সাধ্যাতীত নয়—ইচ্ছাতীত হ'লেও হ'তে পারে।

ইন্দ্র। সাধ্যাতীত না হ'লে ইচ্ছাকে আমি দমন কর্‌বো।

বপুষ্টমা। আমি আপনার কাছে এই বর চাই—আমি যে দেব-অভিশাপ ভোগ কর্‌ছি—আমার সে অভিশাপটি যেন আর মোচন না হয়। আমি যেন জন্ম মৃত্যু নিয়ে যুগে যুগে এইরূপ মানবী কুলে আসি যাই, শঙ্খ-সিন্দুর-ভুষণা এক-পতি কুলাঙ্গনা স্ত্রী হয়ে পবিত্র অন্তঃপুরে স্থান পাই; রম্ভা নাম যেন অপ্সরার তালিকা হ'তে চির দিনের জন্য মুছে যায়।

ইন্দ্র। [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] আচ্ছা রম্ভা—যদিও দেব সমাজের এ ইচ্ছা নয়, রম্ভাশূন্য স্বর্গভোগ—অন্ধতম পাতাল বাসেরও নীচে ;—তবু তোমার আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তির জন্য নিজের স্বার্থ দমন ক'রে এই বর দিচ্ছি—যদি তুমি এ জন্মটা এইরূপ সতীধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রেখে—কণ্ঠাগত প্রাণ পর্য্যন্ত অনন্যমানসে স্বামী চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করতে পার—তোমার আর অপ্সরা দেহ ধ'রতে হবে না, তুমি এইরূপ এক-পতি স্ত্রী হ'য়েই অন্তঃপুর শোভা বর্দ্ধন করবে ;—আমার অকপট সম্মতি।

বপুষ্টমা। একটু কপটতা রাখলেন, দেবরাজ! সতীধর্ম্ম রক্ষা করা কি দুর্ব্বলা নারীর সাধ্যায়াত্ত—যদি দেবতার অভিপ্রেত না হয়? শুনেছি—দেব-কার্য্যসাধনে শঙ্খচূড় বধার্থে মহাসতী তুলসীকেও সতীত্ব-রত্ন হারাতে হয়েছিল।

ইন্দ্র। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, রম্ভা! দেবকার্য্য-সাধনের বিভীষিকা তোমার সম্বন্ধে কিছু নাই ; তা সত্বেও আমি তোমায় অভয় দিচ্ছি—যতদিন না তোমার নিজের মনে বিকার উপস্থিত হয়—তোমার ছায়াস্পর্শ করতে স্বয়ং চক্রধরও সক্ষম হবেন না। সন্তুষ্ট?

বপুষ্টমা। আসুন, প্রণাম হই। [ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া মন্ত্রদ্বারা অপ্সরাদের পথ মুক্ত করিয়া] যা, তোরা! অমায় ভুলে যা।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শমীক আশ্রম

ইতস্ততঃ সতর্ক দৃষ্টিপাত করিতে করিতে হিরণ্যবাহু পশ্চাতে বাসুকী সহ তক্ষকের প্রবেশ।

হিরণ্য। কোথায় গেলেন শৃঙ্গী ঋষিবর!
কুটীর দেখিনু, শূন্য—
কুসুম বাটিকা—এখানেও নাই!
গেছেন কি স্থানান্তরে!
[একটু চিন্তা করিয়া]
কৌপিন দেখিনু কুটীর ভিতরে;
আছেন ঐ নদীতীরে তা'হলে নিশ্চয়।
এস দেখি নাগরাজ!

বাসুকী। কোথা?

হিরণ্য। নদীতীরে।

বাসুকী। রাজা! আমাদের ত্যাগ কর তুমি।

হিরণ্য। কেন?

বাসুকী। রাজ্য গেছে—আমাদের হেতু।

হিরণ্য। এখন' জীবন আছে;
জীবন যাবৎ হিরণ্যবাহুর
আশ্রিত তোমরা তার।
কেন বিচলিত আজ, নাগরাজ!

এ মন্ত্র যে তোমারই প্রদত্ত—
আশ্রিত পালন—ত্যাগের ভূমিকা।

বাসুকী। ধন্য তুমি, রাজা!
মন্ত্র দান—নহে তত শ্লাঘার বিষয়—
দিতে পারে অনেকেই ;
কিন্তু সেই মন্ত্রের সাধনা
এমন একাগ্র ভাবে—
এ সাধক জগতে বিরল ;
শ্রেষ্ঠ তুমি শিষ্য, গুরু হ'তে।
চল, যেথা নিয়ে যাবে।

[হিরণ্যবাহু সহ তক্ষককে লইয়া প্রস্থান।

উতঙ্ক উপস্থিত হইল।

উতঙ্ক। সর্ব্বনাশ! মন্দ জায়গায় ঢুক্‌লো না ত এবার! ঋষির আশ্রমে! তাও ক্রোধ-ভৈরব ঋষি শৃঙ্গীর! যার অভিশাপ সফল ক'রে তক্ষকের আজ এ দুর্গতি! না—এ মতলব করেছে মন্দ নয়; এখানে একবার আশ্রয় পেলে—আর ধরে কে? কি করি? এঃ আমার সব পণ্ড হয় বুঝি! না, আমায় আগে যেতে হ'লো ঋষির কাছে—ওরা না কথা পাড়তে;—যদি কিছু কর্‌তে পারি! [গমনোদ্যত ও শৃঙ্গীকে আসিতে দেখিয়া] ঋষিই আসে যে! চিন্তিত মত দেখ্‌ছি! আড়ালে দাঁড়াই, বুঝি অবস্থাটা – [অন্তরালে অবস্থান।

শৃঙ্গী উপস্থিত হইলেন।

শৃঙ্গী। ক্রোধাৎ কাম প্রভবতি, কামাৎ মোহ প্রজায়তে
মোহাস্মৃত্যুর্ন সংশয় নাস্তি ক্রোধাৎ পরো রিপু।

ক্রোধ হ'তে শত্রু আর নাই—
নীতিশ্লোকে স্পষ্টাক্ষরে পাই ;
এই ক্রোধে ক্রোধী আমি,
অভিশাপ দিয়েছি একদা
সর্ব্ব গুণবান মহারাজ পরীক্ষিতে ;
ক্রোধে আমি নৃপঘাতী !
কিসে করি এ ক্রোধ দমন ?
সেই হ'তে এত চেষ্টা করি
কোন মতে নিবারিতে নারি।
হইলাম ভগ্ন-পদ
কর্ম্মপথে অশ্রান্ত-ভ্রমণে,
মিটিল না আশা ;
ব্যর্থ সে পুরুষকার,
হইল না চিত্তের নিরোধ—যোগে ;
করিলাম জ্ঞানের বিচার বহু
কোথা শান্তি ?
কার্য্যক্ষেত্রে সেই ক্রোধ ধূ ধূ জ্ব'লে ওঠে !
বাকী এক—কাহার' আশ্রয়।

উতঙ্ক আসিতেছিল।

এস না—এস না—কে তুমি এদিকে ?
চিন্তামগ্ন আমি—দিয়োনা ব্যাঘাত।

উতঙ্ক। আমি ব্রাহ্মণ—নাম উতঙ্ক।

শৃঙ্গী। যাও বলছি ;—উতঙ্ক ব্রাহ্মণ—তা কি ? ব্রাহ্মণ ব'লে তুমি আমার চিন্তায় বাধা দেবে ?

উতঙ্ক। আমার এক নিবেদন—

শৃঙ্গী। আবার কথা কয়—

উতঙ্ক। আপনার তাতে ক্ষতি ছিল না, বরং শ্রেয়—

শৃঙ্গী। যাও বলছি—

উতঙ্ক। ঋষি—

শৃঙ্গী। যাও—

উতঙ্ক। [সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল]

শৃঙ্গী। ও—সহজে যাবে না ; অভিমানান্ধ—

উতঙ্ক। যাচ্ছি ঋষি, এই যাচ্ছি আমি। [স্বগত] যাক্, তবু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল—এখানে আর জায়গা পেতে হবে না ; আমাকেই যখন এমন—দেখা যাক্ তাদের দুর্দ্দশাটা বাইরে হ'তে।

[প্রস্থান।

শৃঙ্গী। [চমকিত হইয়া]

এ কি ! একি ! কি করিনু এ আবার !
এ যে পুনঃ সেই ক্রোধ অযথা কারণে,
যার নিরসন হেতু চিন্তামগ্ন আমি !
কি করি ? কিরূপে নিস্তার পাই ?
হ'লো না কিছুতে কিছু—
কাহার আশ্রয়ে যাই !

বাসুকী, তক্ষকসহ হিরণ্যবাহু আসিয়া প্রণাম করিল।

শৃঙ্গী। আবার চিন্তায় বাধা !
[আত্ম-সংযম করিয়া]
না-না-না-না, হব না ক্রোধান্ধ আর

একবার—এইমাত্র—করেছি অন্যায়।
কে তোমরা ?

হিরণ্য। সর্ব্বস্বান্ত, মৃত্যুর অনুসৃত ; ঋষি-আজ্ঞা পালনের পরিণামে।

শৃঙ্গী। ঋষি-আজ্ঞা পালনের পরিণামে !

হিরণ্য। আপনিই ত ঋষিবর শৃঙ্গী ?

শৃঙ্গী। আমিই।

হিরণ্য। আপনিই ত অভিশাপ দিয়েছিলেন, মহারাজ পরীক্ষিতকে—সপ্তাহ মধ্যে তক্ষক দংশনে মৃত্যু ?

শৃঙ্গী। তুলো না, তুলো না আর সে সব প্রসঙ্গ ; যা হ'য়ে গেছে—গেছে।

হিরণ্য। হ'য়ে যায় নাই ঋষি, এখনও তার জের চল্‌ছে ; এই সেই তক্ষক, আপনার আদেশবাহী, অভিশাপ-সফলকারী ;—রাজা জনমেজয় এখন এর মাথায় পিতৃহত্যার অপরাধ চাপিয়ে প্রতিশোধ নিতে একে ধর্‌তে চায়। ইনি নাগরাজ বাসুকী—তক্ষকের অগ্রজ, ভ্রাতৃপ্রাণ রক্ষায় উদ্‌ভ্রান্ত ; আমি তক্ষশীলার অধীশ্বর নাম হিরণ্যবাহু, আমি এদের আশ্রয় দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত। ঋষিবর ! অনুতপ্ত হবেন পরে, এখন এদের রাখে কে ?

বাসুকী। রক্ষা কর, ঋষি !
অথবা বিলায়ে দাও—যা ইচ্ছা তোমার ;
পড়িলাম আমি এই পদপ্রান্তে তব
শিশুমতি সহোদর সহ। [তক্ষকসহ পদতলে পতন]

তক্ষক। পড়ি নাই আমি ঋষি পদতলে তব
আমার রক্ষার হেতু ;
তোমারে বাঁচাও তুমি।
এ ধরা আমায় নয়—এ ধরা তোমায় ;

আমি ত চালিত তব,
দংশি পরীক্ষিতে তোমার আদেশে ;—
হই যদি শাসিত সে জন্য,
আমার কি ক্ষতি ?
সে শাসন তোমাকেই ;
ঋষি দর্প চূর্ণ হবে প্রকার-অন্তরে
আমার উপর দিয়ে।
রক্ষা কর তোমারে, তাপস !

শৃঙ্গী। [উদ্দেশে] জনমেজয় ! তোমারও নিস্তার নাই তা হ'লে ! আমি সর্ব্বগুণবান পরীক্ষিতকে ধ্বংশ করেছি, জীবনের একটী মাত্র পদস্খলনে ; তুমি ত তার শিশু—শতছিদ্র তোমার মধ্যে—সাবধান ! তোমরা কি চাও ? আশ্রয় ?

সকলে। [সাগ্রহে] আশ্রয় !

শৃঙ্গী। দিলাম ; যাও, আমার অগ্নিহোত্র-গৃহমধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করগে ; নির্ভয় ! যমের সাধ্য নাই—হিংসা ল'য়ে তার দ্বার অতিক্রম করতে।

[সকলের ভূমিষ্ট প্রণাম]

হিরণ্য। এস রাজা ! ভাবিবার কিছু নাই আর,
ঋষির আশ্রয় ;
রক্ষক আপনি পরীক্ষিত-গ্রাসী।

[বাসুকী তক্ষক সহ প্রস্থান।

শৃঙ্গী। [চমকিত হইয়া]
পরীক্ষিত গ্রাসী আমি !
ওহো—কি করিনু এ আবার !
সেই ক্রোধ পরবশে

আয়োজন পুনঃ জন্মেজয়ে গ্রাসিবার!
তক্ষক! তক্ষক! ফের,
হোক মোর দর্প চূর্ণ—
আমার সাধনা নাও,
স্বর্গ নাও, মোক্ষ নাও—যা ইচ্ছা তোমার,
আশ্রয় নিয়ো না—রক্ষা কর মোরে;
নিজে আমি আশ্রয় ভিখারী।   [গমনোদ্যত]
[নেপথ্যে সঙ্গীত ধ্বনি]
সঙ্গীত-লহরী আসে কোথা হ'তে,
ললিত—অশ্রুত-পূর্ব্ব!

জরৎকারুর হস্ত ধরিয়া আস্তিক উপস্থিত।

আস্তিক।—

গীত

ওঁ গমাগমস্থং গমনাদি শূন্যং
চিদ্রূপ-দীপং তিমিরান্ধনাশং
পশ্যামি ত্বং সর্ব্ব জপান্তরস্থং
নমামি হংসং পরমাত্মরূপং।

কারু। এই কি স্বর্গীয় মহর্ষি শমীকের আশ্রম?

শৃঙ্গী। হাঁ মা, এই সেই জিতাত্মা যোগীর পুণ্যাশ্রম, সমাধিভূমি; তোমরা কে? কি চাও?

কারু। আমি ঋষিপত্নী, এটী আমারই গর্ভজাত ঋষি কুমার; আমি চাই—এ আশ্রমের বর্ত্তমান অধিষ্ঠাতা মহামুনি শৃঙ্গীকে।

শৃঙ্গী। শমীকাত্মজের গর্ব্ব করি না মা—তবে আমিই সেই শৃঙ্গী ; কি প্রয়োজন তোমার ?

কারু। আমার স্বামী সন্ন্যাসী ; তাঁর এই শিশু পুত্রের দীক্ষা-শিক্ষার ভার গ্রহণ কর্‌তে হবে তোমায়। কি ভাবছো ?

শৃঙ্গী। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি মা—জগতে এত ঋষির এত আশ্রম থাক্‌তে এ কার্য্যভারের জন্য শমীক-আশ্রমে আস্‌বার কারণ কি ? অন্যে কেউ কি তোমার এভার গ্রহণ করেন নাই ?

কারু। না, শৃঙ্গী ! আমি অন্য কাকেও এ ভার দিতে যাই নাই, আমি একলক্ষ্যে এই খানেই আস্‌ছি ; আমি চিন্তা ক'রে দেখেছি—আমার শিশুর আধারোচিত বীজ আর কোথাও নাই, একমাত্র এই শমীক-আশ্রমে। শমীকাত্মজ ! গ্রহণ কর আমার শিশু পুত্রের দীক্ষা-শিক্ষার ভার।

শৃঙ্গী। তা হ'লে শুধু দীক্ষার ভারটাই দাও মা, শিক্ষার ভার আমি গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বো না।

কারু। কেন ?

শৃঙ্গী। আমি নিজেই এখনও শিক্ষার্থী।

কারু। তুমি শিক্ষার্থী ! কি বিষয় ?

শৃঙ্গী। ক্রোধ-দমন।

কারু। এই কথা ! আচ্ছা, সে শিক্ষা—তুমি সম্মত হ'লে—আমি তোমায় দিতে পারি।

শৃঙ্গী। তুমি !

কারু। বিস্মিত হয়োনা, শৃঙ্গী ! ঋষিপত্নী হ'লেও আমি কোন্ ঋষির পত্নী জান ? ঋষি জরৎকারুর ; আমি সে দুর্জ্জয়-ক্রোধী, উগ্র-ঋষির সেবা ক'রে এই পুত্র রত্ন লাভ ক'রেছি— ক্রোধ দমনের প্রক্রিয়া আমার বিশদ-

ভাবেই আয়ত্ত আছে। আমি তোমায় ক্রোধ-দমন শিক্ষা দেব, তুমি আমার আস্তিকের ভার নাও।

শৃঙ্গী। এস আস্তিক! এস মহাঋষি জরৎকারুনন্দন! আমি তোমার ভার গ্রহণ করি; তোমায় দীক্ষিত করি—এই মুক্তিময় লগ্নে, এই মুক্তিময়ী মা-র সমক্ষে। [আস্তিকের কর্ণে গম্ভীর নির্ঘোষে] ওঁ—ওঁ—ওঁ।

[আস্তিক কাঁপিতে লাগিলেন]

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আবির্ভূত।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।—[সুরে]

বিশ্বে বিশ্বে ধ্বনিত ওঁ।
দৃশ্যে দৃশ্যে চিত্রিত ওঁ॥
স্থাবর, জঙ্গম পূরিত ওঁ।
জলধি উচ্ছ্বাসে গর্জ্জিত ওঁ॥
ভূধর, কন্দর, মরুতে ওঁ।
ক্ষিতি, অপ, তেজ, ব্যোম, মরুতে ওঁ॥
সমান, উদান, ব্যান, প্রাণ, অপানে ওঁ।
দর্শন, বেদাগম, পুরাণে ওঁ॥
শাশ্বত, সত্য, তুরীয় ওঁ।
একমেবাদ্বিতীয় ওঁ॥

[অন্তর্দ্ধান।

আস্তিক। [সুরে]—

নমস্তুভ্যং মহামন্ত্র-দায়িনে শিবরূপিণে।
ব্রহ্মজ্ঞান-প্রকাশায় সংসার-দুঃখতারিণে॥
শিবতত্ত্ব-প্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিনে।
নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়-দায়িনে॥

জ্ঞানানন্দ স্বরূপায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।
ভাবাভাব বিনির্ম্মুক্ত মুক্তিদাত্রে নমোনমঃ ॥

[শৃঙ্গীকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম]

শৃঙ্গী। [আস্তিককে তুলিয়া] তোমার আস্তিকের ভার ত গ্রহণ করলাম, এইবার আমার ভার নাও তুমি ?

কারু। তোমার ভার আমি ঠিক্ নিতে পারবো না, শৃঙ্গী ! তোমার ক্রোধ দমনের ভার দিতে হবে—মহিষমর্দ্দিনী, মহাশক্তি, দশভূজা দুর্গাকে। তুমি পরাজিতের ভগ্ন-হৃদয়ে, আশ্রয় প্রার্থনার কম্পিতকণ্ঠে, আর্ত্তস্বরে বল—দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা।

শৃঙ্গী। [ভক্তিভাবে] দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা।

মহিষাসুর হননোদ্যতা মহাদেবী দুর্গার আবির্ভাব।

কারু। কি দেখ্ছো ?

শৃঙ্গী। জটাজূট সমাযুক্তা অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা,
লোচনত্রয়সংযুক্তা পূর্ণেন্দু-সদৃশাননা,
নানাপ্রহরণ-ধরা দশবাহু সমন্বিতা,
প্রসন্নবদনা দুর্গা সর্ব্বকাম ফলপ্রদা।

কারু। নিম্নে ? পদতলে ?

শৃঙ্গী। রক্তারক্তীকৃত-অঙ্গ রক্ত-বিস্ফুরিতেক্ষণ,
ভল্লাহত ধৃতকেশ সিংহদন্ত বিদারিত,
নাগপাশ দৃঢ়বদ্ধ ভ্রূকুটী-কুটীলানন,
ভীষণ মহিষাসুর পদাঙ্গুষ্ঠ মূলে।

কারু। মহিষাসুর নয় ; মহিষাসুর নয়, শৃঙ্গী ! ওই তোমার ঋষিচিত্তে রাষ্ট্রবিপ্লবকারী সেই অসীম-শক্তি দুর্জ্জয় ক্রোধ—মহিষাসুরের রূপকে।

[দুর্গামূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান]

শৃঙ্গী। ভব বন্ধন পারস্থ তারিণী জননী পরা
জ্ঞানদা মোক্ষদা নিত্যা তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ।

[কারুকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ও সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ কক্ষ

পৌষ্য উতঙ্ক ও সুবর্ণবর্ম্মা।

পৌষ্য। তাই তো ঠাকুর—বল কি তুমি! একেবারে বসিয়ে দিলে যে? ঠিক্ দেখেছো?

উতঙ্ক। হাঁ মহারাজ! আমি স্বচক্ষে দেখে আস্‌ছি—বাসুকী তক্ষককে নিয়ে শৃঙ্গী ঋষির অগ্নিহোত্র গৃহে।

পৌষ্য। তবেই ত! একে অগ্নিশর্ম্মা ঋষি শৃঙ্গী, তার উপর তার অগ্নিহোত্র গৃহ; অগ্নিতে অগ্নিতে ধূল পরিমাণ!

উতঙ্ক। এখন উপায়?

পৌষ্য। আর উপায় কি? এই খানেই এর যবনিকা!

জনমেজয় উপস্থিত হইলেন।

জনমেজয়। কিসের যবনিকা, অমাত্যবর?

পৌষ্য। তক্ষক শাসনের, মহারাজ! সে শৃঙ্গীঋষির অগ্নিহোত্র গৃহে আশ্রয় পেয়েছে।

জনমেজয়। ভালোই হয়েছে সে ত; অনেক দিন হ'তে আমার এই

ঋষি শৃঙ্গীর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা—অবসর হয় নাই, আজ তার চূড়ান্ত সুযোগ মিলেছে।

পৌষ্য। ক্ষান্ত হোন্, মহারাজ! সে ঋষি বড় কোপন-স্বভাব।

জনমেজয়। কোপন স্বভাবে তিনি আমার কি কর্‌তে পারেন? ধ্বংস? মহারাজ পরীক্ষিতের মত তক্ষক দ্বারা? করুন, তাঁর ঋষিত্ব উচ্চ হ'তে উচ্চতর হোক্; তবু আমি রাজা, অপরাধীর দণ্ড বিধানে ঋষিত্ব মান্‌বো না। কাশীরাজ! আপনি প্রয়োজন মত সৈন্য নিয়ে এই মুহূর্ত্তে মহর্ষি শৃঙ্গীর আশ্রম অবরোধ করুন।

সুবর্ণ। অতঃপর আর হস্তিনার এ ভার গ্রহণে আমি অক্ষম, মহারাজ!

জনমেজয়। কেন? ঋষির ভয় কর্‌ছেন? আপনি রাজা—না?

সুবর্ণ। না, মহারাজ! ঋষির ভয়ে আমি অনুমাত্র পশ্চাৎপদ নই; আমি ভীত—আমার নিজের কলঙ্কের ভয়ে; এতদিন তক্ষক দমনে আমি আপনার যা সাহায্য করেছি—করেছি; উপস্থিত আপনি আমাদের উভয়ের কন্যাকেই বিবাহ করেছেন; বর্ত্তমানে আমার সঙ্গে হস্তিনার যে সম্বন্ধ—তক্ষকও ঠিক তাই; কাজেই আর আমার দ্বারা আপনার তক্ষক দমন আমার সম্বন্ধের অনুরূপ কার্য্য নয়; তাতে আমার কলঙ্ক। অন্য যে বিষয়েই হোক্—স্মরণ কর্‌বেন, আমি আপনার পতাকাতলে একত্র হব; এখন আমি স্বদেশ যাত্রার জন্য বিদায় চাই।

জনমেজয়। আস্‌তে পারেন; আপনাকে আমি কলঙ্কিত কর্‌তে চাই না।

সুবর্ণ। বিদায়! তবে আপনাকেও আমি নিষেধ করি, মহারাজ! আর এবিষয়ে ক্ষান্ত হোন্।

[প্রস্থান।

জনমেজয়। ও নিষেধ আমি না মান্‌তেও পারি ; আপনি কন্যাদাতা —আপনার নিষেধ, কিন্তু আমার জন্মদাতা—তাঁর আদেশ। কে আছ ?

পৌষ্য। [শশব্যস্তে] কেন মহারাজ ?

জনমেজয়। সেনাপতিকে চাই।

পৌষ্য। কি জন্য ?

জনমেজয়। শৃঙ্গী ঋষির আশ্রম অবরোধের জন্য।

পৌষ্য। আমি যাব ; এ কার্য্য সেনাপতির সাহসে কুলোবে না, মহারাজ ! রাজা চাই।

জনমেজয়। আপনি যাবেন ? আপনিও গেলে, যদি আমার ধ্বংস হয়—আর প্রতিশোধ নেবার কেউ রইলো না।

পৌষ্য। দরকার নাই, মহারাজ ! আর ভবিষ্যতের জন্য কাজ ফেলে রেখে ; আপনি যান—আপনার সঙ্গে সঙ্গে ও প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা, ভবিষ্যৎ—সব পুড়ে ছাই হোক্।

জনমেজয়। অগ্রসর হোন্ আপনি সসৈন্যে ব্রাহ্মণকে নিয়ে। যান্, ব্রাহ্মণ !

উতঙ্ক। [ইতস্ততঃ করিতেছিলেন]

জনমেজয়। ভাব্‌ছেন কি ? আপনার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

উতঙ্ক। আমার অনিষ্টের জন্য আমি ভাবি নাই, মহারাজ ! আমি ভাব্‌ছি—আপনাদের রক্ষার উপায়।

জনমেজয়। কোন প্রয়োজন নাই ; আমাদের ধ্বংসের জন্য আমরা আপনাকে দায়ী কর্‌বো না।

উতঙ্ক। আপনারা দায়ী না কর্‌লেও আমার বিবেক আমায় দায়ী কর্‌ছে। [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] আচ্ছা—আসুন ; আমিও ব্রাহ্মণ !

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

শমীক আশ্রম

আস্তিক।

আস্তিক।—

গীত

কর্ম্ম-প্রবাহ আ প্রলয়।
কর্ম্ম তরঙ্গে জগতের পরিচয়।
কর্ম্ম বিভেদে—দেবতা, দানব
ক্রিয়া হেতু উপাধি—অমিয়, আসব
কর্ম্মেই বাল্মীকি কর্ম্মে বশিষ্ঠ
কর্ম্ম চিরস্থায়ী অক্ষয় অব্যয়।
জন্ম, মৃত্যু—কর্ম্মফলে
অমর, সিদ্ধ—কর্ম্ম বলে
নমি তোমা কর্ম্ম—নতশিরে
শতমুখে উচ্চে গাহি তব জয়।

শশব্যস্তে উতঙ্ক উপস্থিত

উতঙ্ক। কে তুমি বালক ?

আস্তিক। আমি মহর্ষি শৃঙ্গীর শিষ্য—নাম আস্তিক। আপনি কে ?

উতঙ্ক। আমি ব্রাহ্মণ, নাম উতঙ্ক। ঋষি কোথায়, আস্তিক ?

আস্তিক। কুটিরে।

উতঙ্ক। কুটিরে ত নাই—আমি দেখে আস্‌ছি।

আস্তিক। ও—নদীতীরে গেছেন; কুটিরে আসুন—অবিলম্বেই আস্‌বেন।

উতঙ্ক। তুমি যাও, আস্তিক! আমি নদীতীরেই চল্লাম—আমার অবসর নাই; তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের একবার বিশেষ আবশ্যক।

[আস্তিক চলিয়া গেলেন, উতঙ্ক নদীতীরের দিকে গমনোদ্যত]

জনমেজয় উপস্থিত।

জনমেজয়। সাক্ষাৎ পেয়েছি, ব্রাহ্মণ! আর যাবার আবশ্যক নাই।

উতঙ্ক। কোথায়? কোথায় তিনি?

জনমেজয়। নদীতীরে, সমাধিস্থ অবস্থায়।

উতঙ্ক। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, মহারাজ! আমি অনতি-বিলম্বে আস্‌ছি— [গমনোদ্যত]

জনমেজয়। [বাধা দিয়া] আপনাকে আর যেতে হবে না সেথায়; আপনি তাঁর অগ্নিহোত্র গৃহ কোথায়—আমায় দেখান।

উতঙ্ক। স্থির হোন, মহারাজ! ঋষির ধ্যান ভঙ্গ হ'তে দেন।

জনমেজয়। না—না; ধ্যান ভঙ্গ হ'লে আমার দণ্ড বিধান ঠিক অপরাধানুরূপ হবে না। আমার পিতা ক্ষুৎ-পিপাসায় এই আশ্রমে অন্নজল না পাওয়ায়, তাঁর সমাধিস্থ পিতার গলে মৃত সর্প প্রদান ক'রেছিলেন—সেই অপরাধে, তিনি আমার পিতায় তক্ষক দিয়ে খাইয়েছেন; আমিও আজ তাঁর ঐ সমাধি অবস্থায়, ঐ তক্ষককে হনন ক'রে সেই রূপ ধনু-অগ্রে তাঁর গলে সংযোজিত ক'রে যাব।

উতঙ্ক। রক্ষা করুন, মহারাজ! রক্ষা করুন আমায়; তা হ'লে কিছু-তেই আমি আপনাকে বাঁচাতে পার্‌বো না।

জনমেজয়। আমি বাঁচ্‌তে আসি নাই, ব্রাহ্মণ! যে ঋষি আমার

পিতাকে অবিচারে সংহার করিয়ে, পুনরায় সেই সংহারকারীকে অভিমানে আশ্রয় দেয়—তার পূজা ক'রে জনমেজয় বাঁচ্‌তে চায় না। বলুন—কোন্ দিকে অগ্নিহোত্র গৃহ? আমি দেখি—আমার এ অন্তরাগ্নি হ'তে তার অগ্নিশিখার কিরূপ দাহিকা।

শৃঙ্গী উপস্থিত হইলেন।

শৃঙ্গী। সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হ'য়ে গেছে রাজা, অনুতাপের অশ্রুজলে; আর তার দাহিকা দেখ্‌বে কি? তুমিও তোমার অন্তরাগ্নি নির্ব্বাণ কর।

জনমেজয়। আমার অন্তরাগ্নি! সে ত এখনও অনুতাপ পায় নি! নেভাই কিসে?

শৃঙ্গী। করুণার উৎস প্রবাহে।

জনমেজয়। করুণা! ঋষি শৃঙ্গীর মুখে! যে দিন মহারাজ পরীক্ষিতকে অবিচারে অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল—সে দিন কোথায় ছিল এ করুণা? সে বুঝি তোমার পিতৃ-অপমান? আর এ আমার পিতৃ-হনন? খুব ঋষিত্ব ত? করুণায় এ অনল নিভ্‌বে না ঋষি—অনুতাপ চাই, তোমার মত ঐরূপ পিতৃ-অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে; তক্ষককে নিয়ে এস।

শৃঙ্গী। আমায় নাও—আমায় নাও, রাজা! অপমান, নির্যাতন, হত্যা —যা তোমার ইচ্ছা; তোমার মঙ্গল কামনা কর্‌বো; তক্ষক নিরপরাধ, সে আমারই আদেশবাহী।

জনমেজয়। আদেশ দাতা—আদেশ-বাহী দুই-ই তুল্য অপরাধী; আমি দুজনকেই চাই—এক বিচার স্থলে, এক দণ্ডাজ্ঞায়।

শৃঙ্গী। তোমার দণ্ডাজ্ঞা ত—তক্ষককে হনন ক'রে আমার গলে সংযোজন?

জনমেজয়। না, সে সময় উত্তীর্ণ—তোমার সমাধি ভঙ্গ; এখন

তুমি আদেশ-দাতা—তোমার সমক্ষে তোমার আদেশ-বাহীর শিরচ্ছেদন, আর সেই রক্তে তোমার কমণ্ডলু পূরণ।

শৃঙ্গী। [ধৈর্য্য হারাইয়া] পারবে ?

জনমেজয়। কেন ? তুমি ঋষি ব'লে ? আমিও রাজা। পিতৃ-অপমানের প্রদাহে তোমার বাক্য যদি অব্যর্থ হয়, পিতৃ-হননের প্রতিশোধে আমার বাহুও অটল—

শৃঙ্গী। [সক্রোধে] রাজা—

উতঙ্ক। [সভয়ে] ঋষি—

জনমেজয়। এস, ব্রাহ্মণ! তোমায় আমি আগুনে জল ঢাল্‌তে আনি নাই ; আগুনে বাতাস দাও, দেখাও আমায় অগ্নিহোত্র গৃহ।

[প্রস্থান।

শৃঙ্গী। দস্যু—বলদর্পী— [অভিশাপ দানোদ্যত]

উতঙ্ক। [পদতলে পড়িয়া] কর কি—কর কি, ঋষি! তুমি ঋষি যে!

শৃঙ্গী। [ইতস্তত ভাবে] না—না—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও--

সম্মুখে জরৎকারু আসিয়া দাঁড়াইল।

মা!

কারু। দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা।

শৃঙ্গী। কর কি মা! তুমি কর কি ? বাসুকী তক্ষক এরা ত শুধু আমার আশ্রিত নয়—তোমারও যে সহোদর ভাই ; যাদের বংশরক্ষায় তুমি আত্মবলি দিয়েছ!

কারু। উপায় কি ? এখন ভ্রাতার মুখ চাইতে গেলে যে শিষ্য যায়! যে ভ্রাতৃ-বংশ রক্ষায় আমি আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছি—আজ তোমার রক্ষায়, ঋষি রক্ষায়, ক্রোধ-জয়-শিক্ষার্থী আমার প্রাণোপম শিষ্যরক্ষায় সেই

ভ্রাতায় উৎসর্গ কর্‌ছি। বল শৃঙ্গী—বল ঋষি—বল ক্রোধাক্রান্ত বিপন্ন! সে দিনকার সেই কাতর কণ্ঠে ক্রোধরূপী মহিষাসুর বিনাশিনী—দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা।

শৃঙ্গী। [তন্ভাবে] দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা।

কারু। কি দেখ্‌ছো?

শৃঙ্গী। [ইতস্তত: দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন]

কারু। অনুভূতিতে দেখ্‌তে হবে এবার।

শৃঙ্গী। [আত্মস্থ হইয়া মুদিত নেত্রে] সর্ব্ব-প্রহরণ-পরিত্যাক্তা, সহাস্য-মুখী, শান্তিময়ী দুর্গা।

কারু। নিম্নে? পদতলে?

শৃঙ্গী। ছিন্নমুণ্ড, কবন্ধ-তনু, ভূলুণ্ঠিত, গতাসু মহিষাসুর।

কারু। দশদিকে?

শৃঙ্গী। কৃতাঞ্জলি কর দেবতা স্তুতি—দেবী প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ।

কারু। শান্তি! শান্তি! শান্তি। এইবার দেবীমুখে মধুর গম্ভীর অভয় বাণী শোন—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ং।

[প্রস্থান।

শৃঙ্গী। [উতঙ্কের প্রতি] ব্রাহ্মণ! তুমি খুব রেখেছ আমায়! তুমি আমায় বাধা দিয়েছ পরীক্ষিত-ধ্বংশের পুনরভিনয়ে—আমার ক্রোধ মুখে! তোমার প্রতি আমি সন্তুষ্ট; তুমি কি চাও?

উতঙ্ক। [আনন্দভরে ইতস্তত: করিতেছিলেন]

শৃঙ্গী। বল, কি চাও? ইতস্তত: কিসের!

উতঙ্ক। দেবেন ঋষি? প্রতিশ্রুত?

শৃঙ্গী। প্রতিশ্রুত।

উতঙ্ক। যা চাইবো?

শৃঙ্গী। যা চাইবে। তুমি আমার ঋষিত্ব রক্ষা ক'রেছ,—যা-ই দিই—তোমার ঋণ পরিশোধের নয়।

উতঙ্ক। নমস্কার; উপস্থিত আমার মধ্যে তেমন কোন কিছুর অসদ্ভাব নাই; যদি প্রয়োজন হয়—প্রার্থনা করবো। স্মরণ রাখবেন—প্রতিশ্রুত! যা চাইবো! বিদায়।

[প্রস্থান।

শৃঙ্গী। [স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া] দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

অগ্নিহোত্র-গৃহ

অগ্নি মূর্ত্তিমান—পার্শ্বে তক্ষকসহ বাসুকী।

অগ্নি। নাগরাজ! আক্রান্ত এ শমীক আশ্রম
অসংখ্য সেনা-নিকরে, অলঙ্ঘ্য বেষ্টনে;
আসে জন্মেজয় মুক্ত-অস্ত্র পাণি
রাক্ষস প্রচণ্ড রোষে, অগ্নিহোত্র-গৃহে—
তোমাদের অন্বেষণে।
দিয়াছিনু আদরে আশ্রয়,
ইচ্ছা ছিল রাখিব আশ্রিতে

বৈশ্বানর আমি, সৃষ্টির বিরুদ্ধে ;—
কিন্তু আর দেখি না উপায় ;
ত্যজ মোর আশা।
অন্য পন্থা থাকে যদি আপন রক্ষার
কর চিন্তা ; করি আমি অন্তর্দ্ধান।

বাসুকী। একি নিদারুণ বাণী, ভগবন্!
আশ্বাস প্রদান করি কাতর আশ্রিতে—
এই অসময়ে,
এই ঘোর অরাতি বেষ্টনে,
নিশ্চিৎ মৃত্যুর মুখে কর প্রত্যাখ্যান
অম্লান-বদনে, অকম্প ভাষায়,—
এ যে আকস্মিক বজ্রাঘাত হ'তেও ভীষণ !

অগ্নি। কি করিব নাগমণি ! নিরুপায় আমি,
নাহি শক্তি বিন্দুমাত্র রাখিতে তোমায়।

বাসুকী। প্রতারণা করিয়ো না প্রভু
পদাশ্রিত সেবকের সনে ;
মৃত্যু সেও সহনীয়—
কিন্তু এ অলীক উক্তি দেব তব মুখে
মৃত্যুর অধিক।
সর্ব্বভক্ষ্য পাবক আপনি
শক্তিহীন আমার রক্ষায় !

অগ্নি। সত্য নাগরায় ! নহে প্রতারণা—
পাবক, পবন, মিত্র, ইন্দ্র কি বরুণ
যতেক দেবতা মোরা—মিথ্যা, অমূলক ;

ঋষিদের মানস কল্পিত,
সৃজিত, পরিচালিত,
তাঁদের সময়োচিত কার্য্যের নিয়োগে ;
নিজস্ব পৃথক্ স্বত্ত্বা নাই আমাদের।
মূর্ত্ত মোরা তাঁদের ইচ্ছায়
সঞ্জীবিত মোরা তাঁদের বৈদিক মন্ত্রে
শক্তিমান মোরা তাঁদের শক্তিতে ;
তাঁদেরই প্রতীক মোরা
সর্ব্বকালে—সর্ব্বকার্য্যে—সর্ব্ব অবস্থায়।
দিয়াছেন শৃঙ্গী ঋষি তোমারে আশ্রয়
আমিও পরমাদরে পাতিয়াছি কোল,
ক্রোধোন্মত্ত ছিলেন মহর্ষি
জন্মেজয় প্রতি—
আমিও প্রস্তুত ছিনু প্রলয় জ্বলনে ;
এবে ঋষি—শান্ত, নির্ব্বাপিত,
দিয়াছেন তোমাদের দৈবের অধীনে,—
আমিও অসার পঙ্গু, আমারও তথাস্তু।
পরিহর মোর আশা
তেজোহীন এবে আমি,
অন্য পন্থা চিন্ত, নাগরাজ!

বাসুকী। জীবন রক্ষার আর অন্য পন্থা নাই ;
চাই না জীবন, দেব!
আছে পন্থা সম্মান রক্ষার—
যদি তুমি দয়া কর।

অগ্নি। কি—সে পন্থা ?

বাসুকী। আমাদের প্রাণ দানে না থাকে শকতি—
এ শকতি আছে—অবশ্যই
আমাদের প্রাণ নিতে।
তাই কর, দেব ! দগ্ধ ক'রে যাও।

অগ্নি। অভিমান করিয়ো না, রাজা !
ঋষি শৃঙ্গীর ইচ্ছায়
আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই আমি—
হও মুক্ত দৈব অনুগ্রহে ;
দৈব অনুগ্রহ লভ—
সেই মহর্ষির ইচ্ছাশক্তি বলে।
কাজ কি আমারে ?
স্থূল অগ্নিমূর্ত্তি হ'তে—আশ্রিত উদ্ধারে
সমধিক উগ্রতেজ ঋষির ইচ্ছাই।

[অন্তর্দ্ধান।

বাসুকী। [অভিমানভরে]
নাহি চাই আশীর্ব্বাদ,
না করি বিশ্বাস আর
জগতের কোন সততায় ;
প্রতারিত আমি দেবতা, ঋষির।
তক্ষক ! উপায় ?

তক্ষক। আছে দাদা—এক প্রকৃষ্ট উপায়
পন্নগ বংশের আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষায়।

বাসুকী। শুনি ?

তক্ষক। জন্মেজয়ে না দিয়ে জীবন্তে মোরে,
এই অবসরে—
নিজ হস্তে হত্যা কর তুমি ;
ল'য়ে যাক্ জন্মেজয় মৃত দেহ মোর।

বাসুকী। তার চেয়ে আর একটা উপায় ছিল, তক্ষক! দু-দিকই বজায় থাকে।

তক্ষক। কি ?

বাসুকী। তুই আমায় হত্যা ক'রে জনমেজয়কে ধরা দে ; আমিও অকৃতকার্য্যতার অপমান হ'তে লুকিয়ে পড়ি—অথচ জনমেজয়েরও যখন এত আগ্রহ—তারও আশা পূর্ণ হ'ক্।

তক্ষক। তা'হ'লে আমায় আত্মহত্যা কর্‌তে হ'ল দাদা, উপায় নাই।
[আত্মহত্যায় উদ্যত]

বাসুকী। [ধরিয়া] তক্ষক! তক্ষক!

নয়ননীলা উপস্থিত।

নীলা। ছেড়ে দেন্, নাগেন্দ্র! তাই হ'ক্।

তক্ষক। নীলা! তুমি এ সময় এখানে কি মনে ক'রে ?

নীলা। সহমরণে, স্বামী! পত্নী-ধর্ম্ম প্রতিপালনে।

তক্ষক। এতদিন তোমার এ পত্নীধর্ম্ম কোথায় ছিল, নীলা ? তুমি যে মাতৃধর্ম্ম নিয়ে উন্মত্ত—

নীলা। সত্য ; তা ব'লে কিসে দেখ্‌লে স্বামী—আমার পত্নীধর্ম্ম বিলুপ্ত ? মন্দির-প্রাঙ্গন তীব্র আলোক মালায় উদ্ভাসিত হ'লে, তার অভ্যন্তরস্থ ঘৃতের প্রদীপ ম্রিয়মাণ, ক্ষীণ-রশ্মি হয় মাত্র—নিভে ত যায় না ? আমি অপত্য-স্নেহে আকুল হ'য়ে তোমাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ কর্‌তে বহু-

পরিকর,—তা ব'লে কি তুমি বল্‌তে চাও—আমার সে রাক্ষসী উদ্যম—স্বামীকে সরিয়ে দিয়ে সন্তান নিয়ে সুখে সংসার কর্‌বার জন্য? তা নয়; সন্তানদের নিরাপদ ক'রে স্বামীর সঙ্গে এইরূপ সহমরণেই যাবার জন্য।

তক্ষক। নীলা! আমি তোমায় সহমরণে বরণ কর্‌তে পারি—যদি তুমি আজ একটা দিনের জন্য বিশ্বাসঘাতিনী হও!

নীলা। কি ক'রে?

তক্ষক। আমায় এই আসন্ন-মৃত্যু হ'তে নিরাপদ ক'রে! পার তুমি—যদি ইচ্ছা কর; তোমায় শত্রুপক্ষে কেউ অবিশ্বাস করে না যখন!

নীলা। তাতে লাভ? বংশ যাবে, স্বামী!

তক্ষক। চাই না বংশ, চাই না জলপিণ্ড, চাই না স্বর্গ; আমি চাই—আমার অগ্রজের অগ্রজত্ব রক্ষা; চাই—তাঁর এ কনিষ্ঠ পরিত্রাণে অদ্ভুত আত্মত্যাগ—আজ এভাবে নিষ্ফল না হ'য়ে, জগতের অগ্রজ-ইতিহাসে তাঁর শ্রেষ্ঠতম এক কীর্ত্তি স্থাপনা।

বাসুকী। চাই না—চাই না তক্ষক—ও কলঙ্কিত কীর্ত্তি; আমি তোর জন্য সব কর্‌তে পারি, কিন্তু আমি আমার জন্য আমার কুলবধূ ভ্রাতৃজায়াকে বিশ্বাসঘাতিনী প্রতারিকা হ'তে দিতে পারি না।

তক্ষক। ভাব্‌ছো কি, নীলা! মুক্ত কর, আমি তোমায় সহমরণে সাদরে বরণ ক'র্‌ব, তোমায় জন্ম জন্মান্তরে স্ত্রী পাবার কামনা ক'র্‌ব।

নীলা। [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] আচ্ছা স্বামী, আমার দশায় যা হয় হ'ক—আমি তোমায় মুক্ত কর্‌ব।

বাসুকী। [বিচলিত হইলেন]

নীলা। প্রতারণা ক'রে নয়—কুলধর্ম্ম রক্ষা করেই। এতদিন মাতৃধর্ম্ম নিয়ে পুত্র মুখ লক্ষ্য ক'রে ছুটে এসেছি,—আজ সেই পুত্রবলি দিয়ে,

সতীধর্ম্ম নিয়ে এক লক্ষ্যে মহাসতীর পদপ্রান্তে মিশ্‌বো; যদি তার ইচ্ছাশক্তিতে জগত পরিচালিত সত্য হয়—নির্ভয় স্বামী, তুমি মুক্ত।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে কোলাহল।]

বাসুকী। কিসের কোলাহল—ওদিকে?

রক্তাক্ত কলেবর রণশ্রান্ত মুমূর্ষু হিরণ্যবাহু উপস্থিত।

কে! হিরণ্যবাহু!

হিরণ্য। নাগরাজ! আমায় মার্জ্জনা কর; আমি তোমার সর্ব্বনাশের জন্য এই পাপ আশ্রয়ে এনে ফেলেছি! আমি ধারণা কর্‌তে পারি নাই রাজা—ঋষি জাতি এমন প্রতারক, আশ্রয় দিয়ে অসময়ে মৌনব্রত নেয়! কিন্তু আমি প্রতারক নই, রাজা! তোমাদের জন্য জীবন দিয়েছি; —জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও দেখে গেলাম—আমার আশ্রিত শত্রু কবলিত নয়! [প্রস্থানোদ্যম]

বাসুকী। কোথা যাও আশ্রয়দাতা—দাঁড়াও; আমার ভ্রাতৃময় স্বার্থপর জীবনীতে মসী ত ঢেলে দিয়েইছ, তবু এস—এ সময় অশ্রুজলে একটু তোমার শুশ্রূষা করি—যদি তার কিয়দংশও ধোয়া যায়! [শুশ্রূষা]

হিরণ্য। বৃথা—বৃথা; শবের শুশ্রূষা ক'রে—আর কি ফল, নাগরাজ! আমি ত আর জীবন্ত নাই; আমায় পৌষ্য মহারাজের ব্যূহ ভেদ ক'রে আস্‌তে হ'য়েছে—আমার প্রাণ বহুক্ষণ বহির্গত; এসেছি শুধু প্রাণের টানে, প্রাণের অবশিষ্ট গোটাকতক স্পন্দনের জোরে। তোমার শুশ্রূষা নেবার আর আমার সময় নাই—আমি এ সময় একবার মহর্ষি শৃঙ্গিকে চাই—তাঁকে দেখিয়ে যাই—ক্ষত্রিয় বংশের আশ্রিত পালন—আশ্রিত রক্ষা ত্যাগের ভূমিকা। [উত্থানোদ্যম]

জনমেজয় উপস্থিত।

জনমেজয়। [উল্লাসে] পেয়েছি, আর যাবে কোথা? তক্ষক! যে শৃঙ্গী ঋষির অভিশাপ প্ররোচনায় মহারাজ পরীক্ষিতের শিরে দংশন করেছ তুমি—আজ সে শৃঙ্গী কোথায়?

হিরণ্য। সাবধান, জন্মেজয়! এখনও তক্ষক নিরাশ্রয় নয়, এখনও সে তার আশ্রয় দাতার পশ্চাতে; এখনও তোমার ও তার মধ্যে পর্ব্বতের ব্যবধান। [অস্ত্র ধরিয়া উত্থানোদ্যম]

জনমেজয়। [অস্ত্র বর্থ করিয়া, হিরণ্যবাহুর বক্ষে পদচাপে] বিলীন হোক সে ব্যবধান বুদবুদের মত [হত্যা করিয়া] তক্ষক—[অস্ত্র উত্তোলন]

বেগে সুবর্ণবর্ম্মা উপস্থিত।

সুবর্ণ। আমায় অগ্রে। [অস্ত্রমুখে বুক দিয়া দাঁড়াইলেন]

পশ্চাৎ পশ্চাৎ পৌষ্য আসিতেছিলেন।

পৌষ্য। এ আবার কি, কাশীরাজ! আমি তোমায় অবাধে দ্বার ছেড়ে দিলাম—তুমি যে নিরপেক্ষ থাকবার সম্মতি জানিয়ে স্বদেশ যাত্রা কর্‌লে?

সুবর্ণ। পার্‌লুম না, পৌষ্য মহারাজ! প্রথমটায় আমি সেই সিদ্ধান্তই করেছিলুম; কিন্তু তারপর ভেবে দেখ্‌লুম—নিরপেক্ষ থাকলে আমার কর্ত্তব্য প্রতিপালন ঠিক হয় না, বাধ্য হ'য়ে আমায় মধ্য পথ হ'তে ফিরে আস্‌তে হলো! হস্তিনাপতির সঙ্গে বর্ত্তমানে তক্ষক ও আমার উভয়েরই যখন এক সম্বন্ধ—তখন একজন বধ্য, আর একজন নিরপেক্ষ থাকে কি ক'রে? হস্তিনাপতির হস্তে আমাদের উভয়েরই এক গতিই ন্যায় সঙ্গত।

জনমেজয়। তাতেও জনমেজয় তিলমাত্র পশ্চাৎপদ নয়; তার এ উদ্দাম গতি পথে পর্ব্বতের বাধা পড়্‌লেও—চুরমার ক'রে যাবে, স'রে যেতে বল্‌বে না। [ভল্লাঘাতে উদ্যত]

পৌষ্য। আমি সরিয়ে নিতে চাই, মহারাজ! [সুবর্ণবর্ম্মাকে বক্ষে ধরিয়া জোর পূর্ব্বক জনমেজয়ের উদ্যত ভল্ল হইতে সরাইয়া লইলেন]

জনমেজয়। [উচ্চকণ্ঠে] আর কেউ তক্ষকের আত্মীয়, বন্ধু, আশ্রয়-দাতা রক্ষাকারী আছ?

অন্তরীক্ষ হইতে ইন্দ্র নামিলেন।

ইন্দ্র। আছি।

বাসুকী। [সাগ্রহে] দেবরাজ!

ইন্দ্র। নির্ভয়! এস তক্ষক।

[তক্ষককে লইয়া স্বর্গে উঠিতে লাগিলেন]

জনমেজয়। [ক্ষোভে—অভিমানে—অন্তর্দাহে—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়]

বেগে নয়ননীলা উপস্থিত।

নীলা। স্বামী! তুমি মুক্ত?

তক্ষক। মুক্ত।

নীলা। আমি তোমার স্ত্রী?

তক্ষক। তুমি আমার স্ত্রী।

নীলা। বংশ রইল না স্বামী!

তক্ষক। না থাক—তবু তুমি আমার স্ত্রী; বংশরক্ষা করতে হ'বে না—তুমি আমার দাদাকে রক্ষা ক'রো।

[নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শমীক আশ্রম

শৃঙ্গী।

শৃঙ্গী। [উদ্দেশে]

ইচ্ছাময়ী! করেছিনু তোমারে আশ্রয়,—
করিয়াছ রিপুজয়ী—
শান্ত, শুদ্ধ, সুন্দর আমায়।
এবার আশ্রয় নয়—
আত্ম সমর্পণ করি,
আমিত্ব কাড়িয়া লও—ইচ্ছায় ভাসাও।

উতঙ্ক উপস্থিত।

তঙ্ক। রক্ষা কর, ঋষি—এইবার তোমার সেই প্রতিশ্রুতি আমার প্রয়োজন হয়েছে ; আমি প্রার্থনা কর্‌ছি।

শৃঙ্গী। বল, তুমি কি চাও?

উতঙ্ক। এক ছত্র মন্ত্র।

শৃঙ্গী। কিসের?

উতঙ্ক। নাগযজ্ঞের।

শৃঙ্গী। নাগযজ্ঞের! নাগযজ্ঞের বিধান ত কোথাও নাই—মন্ত্র পাব কোথায়?

উতঙ্ক। রচনা ক'রে দাও ; বিধান কোথাও থাকলে আর তোমার কাছে আসবো কেন ? তুমি বিধান দাও—মন্ত্র সৃষ্টি কর।

শৃঙ্গী। আমি সৃষ্টি করবো—মন্ত্র !

উতঙ্ক। মন্ত্র জিনিষটা কি ? ঋষি বাক্য। তুমি বাক্‌সিদ্ধ ঋষি—তোমার বাক্যই মন্ত্র ; তুমি যা হয় একটা ব'লে দাও নাগযজ্ঞের উদ্দেশে—তাতেই আমার হবে।

শৃঙ্গী। তুমি ব্রাহ্মণ ?

উতঙ্ক। ছিলাম না—এতদিনে হয়েছি ; পরমুখ-প্রত্যাশা ছেড়ে, ব্রাহ্মণের কার্য্য যা—যজ্ঞ করতে চলেছি।

শৃঙ্গী। এ তোমার যজ্ঞ—না প্রতিহিংসা ?

উতঙ্ক। শাসন, সৃষ্টির শৃঙ্খলা স্থাপন ; অন্যায় অপমান হ'তে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষা। আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আসি নাই—মন্ত্র নিতে এসেছি ; দেবে কি না বল ?

শৃঙ্গী। যদি না দিই ?

উতঙ্ক। তা হ'লে আর ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষারও কোন আবশ্যক হবে না ; ঋষিরাই যদি হয় সত্য-অপলাপী, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক—ব্রাহ্মণও খুব থাকতে পারবে—পদাঘাতে মাথা পেতে, স্বচ্ছন্দে—হাস্য মুখেই।

জরৎকারু উপস্থিত।

কারু। মন্ত্র রচনা ক'রে দাও, ঋষি !

শৃঙ্গী। [সবিস্ময়ে] কে তুই ! কে তুই !

কারু। আমি আমার পুত্রের দীক্ষাদাতার শিক্ষাদাত্রী।

শৃঙ্গী। স'রে যা, স'রে যা ! আর আমি চাই না তোকে ! আমার শিক্ষা ত হ'য়ে গেছে—আবার কি শিক্ষা দিবি তুই ?

কারু। আমিত্ব-বর্জ্জন, আত্ম-সমর্পণ, ইচ্ছায় ভাসা; এই মাত্র তুমি যা চাচ্ছিলে—ইচ্ছাময়ীর উদ্দেশে, ঊর্দ্ধনেত্রে।

শৃঙ্গী। [সবিস্ময়ে] কে এ!

কারু। কি দেখ্‌ছো ঋষি, এক দৃষ্টিতে আমার পানে? আমায় নিয়ে ভেবো না; আমি অন্য কিছু নই—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চার যুগের দীর্ঘ বিচারের এক সত্য উপলব্ধি। মন্ত্র রচনা ক'রে দাও, আমিত্ব বর্জ্জন কর—ইচ্ছায় ভাস। এ সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা।

শৃঙ্গী। এ ইচ্ছার অনুসরণ কর্‌তে গেলে যে তোর ভ্রাতৃবংশ যায়!

কারু। তবে আর ইচ্ছায় ভাসা কি? আমার ভ্রাতৃবংশ—এ জ্ঞান রাখ্‌তে গেলে, তোমায় আমিত্ব-বর্জ্জন শিক্ষা দেব কি ক'রে? শিক্ষার শেষ কর, ঋষি! মন্ত্র রচনা ক'রে দাও!

শৃঙ্গী। [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] আচ্ছা—আচ্ছা—নিয়ে আয় লিখন-অনুষ্ঠান

উতঙ্ক। আমি সব প্রস্তুত ক'রে নিয়ে এসেছি ঋষি—ধর।

শৃঙ্গী। [লেখনী আদি লইয়া মন্ত্র রচনা করিয়া] স্বাহা।

উতঙ্ক। [সাগ্রহে] হয়েছে? দাও।

শৃঙ্গী। থাম; শুধু মন্ত্র নিয়ে কি কর্‌বে? মন্ত্রের পুরশ্চরণ চাই। পুরশ্চরণ বিহীন মন্ত্র অসিদ্ধ। আস্তিক—

আস্তিক উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া করপুটে দাঁড়াইলেন।

এই মন্ত্রটা পুরশ্চরণ ক'রে দাও।

আস্তিক। [মন্ত্র দেখিয়া চম্‌কিয়া] একি! এ যে নাগবংশ ধ্বংসের মন্ত্র

শৃঙ্গী। হাঁ তো ার মাতুল বংশ নির্ব্বংশের মহাবীজ; যার রক্ষার জন্য তোমার জন্ম। পুরশ্চরণ ক'রে দাও, এতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর—একে

সঞ্জীবিত কর,—তোমার মাতুল বংশ ধ্বংস কর। [কারুর প্রতি] আমি তোর অস্ত্রেই তোকে বিদ্ধ ক'র্‌বো।

আস্তিক। মা!

কারু। কি পুত্র?

আস্তিক। নাগবংশ রক্ষার জন্য তুমি আমায় গর্ভে ধরেছ?

কারু। শুধু তাই নয়—আর সেই শক্তি সংগ্রহে তোমায় মহর্ষি শৃঙ্গীর সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত রেখেছি।

আস্তিক। গুরুদেব! আমি আপনার মন্ত্র পুরশ্চরণ ক'রে দেব—সর্ব্বান্তঃকরণে; গুরু সেবাই আমার কর্ম্ম, গুরু বাক্য রক্ষা—গুরু প্রসন্নতাই আমার বর্ত্তমান ব্রত। যাও ব্রাহ্মণ, আজ হ'তে নব রাত্রি গতে সাক্ষাৎ ক'রো।

[প্রস্থান।

উতঙ্ক। তক্ষক! ইন্দ্রলোকে আশ্রয় নিয়েছ? আর গোলোক, ব্রহ্মলোক কোথাও দাঁড়াতে হবে না।

শৃঙ্গী। [চিন্তামগ্ন] একটা শিক্ষয়িত্রী বটে। মুখে উপমা দিয়ে শিক্ষা নয়—কার্য্যতঃ—হাতে হাতে দেখিয়ে।

আস্তিক পুনঃ উপস্থিত।

আস্তিক! ফির্‌লে যে?

আস্তিক। ফিরি নাই, গুরুদেব! একটু ভুল হ'য়ে গিয়েছিল আমার; আমিও এক ছত্র মন্ত্র রচনা ক'রে যাই, আপনিও তার পুরশ্চরণ ক'রে দেন। [মন্ত্র রচনা করিয়া] তিষ্ঠ।

শৃঙ্গী। দেখি? [দেখিয়া উল্লাসে] এ যে নাগবংশ রক্ষার মন্ত্র!

আস্তিক। হাঁ, পুরশ্চরণ ক'রে দেন?

কারু। কি দেখ্‌ছো? তোমার উদ্যত অস্ত্র কুসুমস্তবক হ'য়ে গেল, দস্যু! তার ইচ্ছাই এইরূপ। ইচ্ছায় ভাসবে, ঋষি! কর্তৃত্বাভিমান বর্জ্জন কর।

[প্রস্থান।

শৃঙ্গী। তোমার মন্ত্র পুরশ্চরণে প্রাণ ঢাল্‌লুম আস্তিক, তবে তোমার মত সময় নির্দ্দেশ ক'রে দিতে পার্‌লুম না—আমি সেই ইচ্ছাস্রোতের তৃণ।

[প্রস্থান।

আস্তিক। জয় গুরু।

[বিভিন্নমুখে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হস্তিনা অন্তঃপুর

সখিগণ ও মেঘনা সহ কুসুমতন্বী।

তন্বী। আজ আমার মহলে মদন উৎসব; বসন্তের হদ্দ চূড়ান্ত, ফাগুনের বেড়া আগুন, দোল লীলার লালে লাল; হাসি, তামাসা, নাচ, গান, রঙ্গরস—যে যা পারিস্—আজ আমার ঢালোয়া হুকুম।

মেঘনা। [সখিদের প্রতি] বুঝ্‌তে পেরেছো ত সব ব্যাপারটা? আজ সুয়োরাণীর সাবিত্রী-ব্রত, কাজেই দুয়োরাণীর মদন-উৎসব না হ'য়ে আর যায় কোথা! ঠিক পাল্টা জবাব চাইতো! সাদা কথা—এ হচ্ছে সতা-সতীনের বাদাবাদি;—বুঝেছো?

তন্বী। আচ্ছা, তোদের মধ্যে কেউ বল্‌তে পারিস্—এই সতীন সরাই কি ক'রে ?

মেঘনা। সতীন আবার সরাবে কি ? ও ত সরানোই ; এ সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা যখন তুমি।

তন্বী। প্রথমটায় আমি মনে করেছিলুম তাই ;—থাক্ না সতীন, স্বামী-ভোগে ভাগ্ না বসাতে পেলেই ত হলো ! কিন্তু এখন দেখ্‌ছি—সে সর্ব্বেসর্ব্বা হ'য়েও শান্তি নাই; সতীনের গন্ধে বাস করাও যেন নিশ্বাস বন্ধ।

মেঘনা। তা হ'লে বনবাস দাও—সুরুচির মত সুনীতিকে।

তন্বী। তাতে আমার জ্বালা ঘুচ্‌বে না ; বনবাস দিয়ে ফল ত—স্বামীকে চোখেও না দেখতে দেওয়া ? কিন্তু যেখানেই থাক্—মুখেও ত বল্‌বে—আমার স্বামী ? সেও আমার অসহ্য।

মেঘনা। তবে বিষ খাইয়ে মার ; তা ছাড়া আর উপায় কি ?

তন্বী। উঁহুঁ, তাতে আবার উল্টো বিপত্তি ; দেবরাজের বর শুনিস্ নাই ? ও যদি ঠিক খাঁটী থেকে, অনন্যমনে স্বামী চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে মর্‌তে পায়—ওকে আর অপ্সরা দেহ ধর্‌তে হবে না, মানবী হয়েই জন্মাবে ; তাহ'লে জন্ম জন্ম আমাকে এই রকম জ্বালাতন করবে। আমি দিন-দুয়ের জন্য সে সরানো সরাতে চাই না ; আমি—ও যেখানকার পেত্নী ওকে সেই সেওড়া গাছে তুলে দিয়ে—জন্ম জন্মান্তরের মত নিশ্বেস ফেল্‌তে চাই।

মেঘনা। তা বোধ হয় আর ঘ'টে ওঠে না ; সেকি আর স্বামী হ'তে আনমনা হবে ? যা তার সাবিত্রী ব্রতের শাঁখ ঘণ্টার ঘটা দেখে এলুম।

তন্বী। তোরাও বাজা আমার মদন পূজার কাড়া নাকড়া; দেখা যাক্—সাবিত্রী ব্রতের শাঁখ ঘণ্টা বেসুর বলে কিনা ?

সখিগণ।— গীত।

ওহো জ্বলেছে মদন যাগ।
হোতা কোথা ওলো ডাকলো—
দেখি—কত বড় তার পাগ।
কলসে কলসে উথলে হবি
আয় কে সাহসী আহুতি লবি ;
ভুলবে না তেল সিঁদুরে ভবি—
সে বুঝে নেবে তার ভাগ।

বপুষ্টমা উপস্থিত হইল।

বপুষ্টমা। তন্বী!

তন্বী। [স্বগত] এই মরেছে! [প্রকাশ্যে] কেন ?

বপুষ্টমা। আমি সাবিত্রী দেবীর আরাধনা ক'রবো—এ অন্তঃপুর সীমানায় আজ আমার একটু নীরবতার প্রয়োজন ; পাবো না কি ?

তন্বী। [গম্ভীর ভাবে] তা কি ক'রে পেতে পার ? প্রয়োজন ত সকলকারই সমান। তোমার যেমনি নীরবতার প্রয়োজন, আমারও যে তেমনি আজ একটু আনন্দ উৎসবের প্রয়োজন।

বপুষ্টমা। আনন্দ উৎসবটা কি এক দিন পরে কর্‌লে চল্‌তো না ?

তন্বী। সাবিত্রী ব্রতটাই বা একদিন পিছিয়ে দিলে কি ক্ষতি ছিল ?

বপুষ্টমা। দেখ্‌ তন্বী! আমি তোমায় ঠিক কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত দেখি।

তন্বী। তা তুমি কি ক'রে দেখ বল্‌তে পারি না ; আমার চোখে কিন্তু ও রকম বেয়াড়া চাউনি নাই ; আমি তোমায় সোজাসুজি ঠিক সতীনই দেখি।

বপুষ্টমা। তা তুমি জীবন ভোর দেখ—তাতে আমার কোন দুঃখ নাই ; আমি ত তোমার স্বামী সম্ভোগে ভাগ বসাতে যাচ্ছি না! প্রতিজ্ঞা

কর্‌ছি—এ জীবনে তা যাবোও না ;—কিন্তু আমি মনে মনে স্বামী চিন্তা কর্‌বো—তাতে তোমার আপত্তি কি ?

তন্বী। ষোল আনা। তুমি এ জীবনে ভাগ না বসাও, পর জীবনের জন্ম যে ফাঁদ তৈরী কর্‌ছো—আমি সে ঘুঘুর বাসা রাখ্‌বো না।

বপুষ্টমা! পর জন্মের কথা এখন কেন? পরজন্মে তুমি কোথায় থাকবে, আমি কোথা যাব—কে বল্‌তে পারে ?

তন্বী। পর জন্ম সত্য—এ ধারণা নিয়ে যদি তুমি কাজে লাগতে পার, পূর্ব্ব জন্মের এ সংযোগও পর জন্মে নিঃসন্দেহ—আমিও জোর গলায় বল্‌তে পারি।

বপুষ্টমা। তাহ'লে আমার প্রার্থনা নিষ্ফল ?

তন্বী। নিস্ফল। অন্ত কেউ হ'লে হয় ত আমার এত আপত্তি হ'তো না; কিন্তু আমি একজন অপ্সরাকে সপত্নী পদে স্থান দিতে পারি না। ইচ্ছা হয়—আমার স্বামীর রক্ষিতা হিসাবে জন্ম জন্ম থাক্‌ ; কথা নাই।

বপুষ্টমা। আচ্ছা বোন্‌, বোঝা যাবে সে সম্বন্ধে ; তোমার যা অভি-রুচি কর—আমার পূজার সময় উপস্থিত। [গমনোদ্যতা]

কুসুমতন্বী।— গীত।

মিছে—বাঁধগো ধনি, কাত্যায়ণী ব্রতের ডুরি।
প্রাণে তোমার শ্যামের বাঁশী
হাসিয়ো না আর ব্রজপুরী।
কালী নাম জপ বাসনা
কালা ব'লে ফেলে রসনা
হবেনা ভাবা সবাসনা—
হবে শুধু তোমার বসন চুরী।

বপুষ্টমা। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উদাস নেত্রে]

[প্রস্থান।

সুবর্ণবর্ম্মা উপস্থিত।

সুবর্ণ। বালিকা! তুমি আমায় বিশ্বাস কর? আমি তোমার সপত্নীর পিতা।

তন্বী। সপত্নী সম্বন্ধে যাই থাক আমার—কিন্তু তুমি তার পিতা, তুমি আমার পিতার অধিক ; কন্যার প্রণাম নাও, বাবা!

সুবর্ণ। তুমি কি আনন্দে উন্মত্তা হ'য়ে আছ, বুদ্ধিহীনা? সংসারের জঞ্জালে লক্ষ্য হারিয়ে ব'সে আছ? মনে পড়ে—তুমি এ অন্তঃপুরে কি জন্য?

তন্বী। জন্মদাতা পিতার জন্য! সে আমার অন্তরে অহরহ জাগন্ত, বাবা!

সুবর্ণ। কই—সে জন্মদাতা পিতা এখন কোথায়, কি অবস্থায়, সংবাদ রাখ?

তন্বী। রাখি বই কি! তিনি বর্ত্তমানে দেবরাজ ইন্দ্রের আশ্রয়ে! তাঁর সম্বন্ধে ত আর চিন্তা নিষ্প্রয়োজন—মহারাজ ইন্দ্র-প্রতিযোগিতা জানেন না যখন!

সুবর্ণ। জানেন না—কিন্তু জান্‌তে কতক্ষণ—তা জান না, বালিকা? কৃপাচার্য্য ইন্দ্র-প্রতিযোগিতার সমস্ত কৌশল লিপিবদ্ধ ক'রে আমার কন্যার কাছে রেখে গেছে; পথিমধ্যে আচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'তে, তাঁর মুখে আশ্বাস পেয়ে—জনমেজয় ক্ষোভে, অভিমানে নীরব অন্তর্দাহে উধাও হ'য়ে ছুটে আস্‌ছে। যতদূর দেখা যাচ্ছে—বপুষ্টমা তার সাক্ষাৎ মাত্রেই তদ্দণ্ডেই দিয়ে দেবে। তুমি যদি তোমার জন্মদাতার রক্ষা চাও—ঐ লিপি-

বদ্ধ ইন্দ্র-প্রতিযোগিতা যেথায় থাক—যে প্রকারে পার, হস্তগত কর। আমার দাঁড়াবার উপায় নাই—জনমেজয় এলো ব'লে! আমি অন্তরালে রইলুম্।

[প্রস্থান।

তন্বী। [মেঘনার প্রতি] পার্‌বি সন্ধান কর্‌তে? বক্‌শিস্ কর্‌বো, মোটা রকম!

চন্দনের বেশে ডুণ্ডুভ উপস্থিত।

ডুণ্ডুভ। ও বখ্‌শিসটা আমায় পেতে হবে, মহারাণী! আমি জানি ওর খবর।

তন্বী। তুই জানিস্? কোথায়?

ডুণ্ডুভ। বড়রাণী মায়ের ঘরে একটা গুম্‌টী আছে, তাতে আচার্য্যি-ঠাকুরের একটা আংরাখা আছে,—ও চিঠি ওর ভিতর।

তন্বী। তুই কি ক'রে দেখ্‌লি?

ডুণ্ডুভ। বড় রাণীমা—আচার্য্যি ঠাকুরের ঐ আংরাখার রোজ পূজো করেন কি না! আমি দেখেছি ঐ সময়।

তন্বী। দেখিয়ে দিতে পার্‌বি?

ডুণ্ডুভ। হাঁ, তা আর পার্‌বো না!

তন্বী। বখ্‌শিস পাবি তুই—যা চাইবি! চ, আমায় দেখিয়ে দিবি।

ডুণ্ডুভ। চুপি চুপি এস—পা টিপে!

তন্বী। চুপি—চুপি! চুরী! চুরি-দাগাবাজীর ধার আমি ধারিনা; চোখের ওপর, হাত মুচ্‌ড়ে টেনে ছিনিয়ে নেব; তোরাও আয়—আমার সঙ্গে।

[সকলের সহিত প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পূজা গৃহ

পূজাসনে বপুষ্টমা উপবিষ্টা।

বপুষ্টমা। মা সতীকুল-পূজিতা মহাদেবী সাবিত্রী! আমি তোমার পূজার অধিকারিণী কি না জানি না। তবে আমার সাহস—আত্মা চির বিশুদ্ধ,—অপবিত্র হয় নশ্বর দেহই। আমি যখন সে অস্পর্শীয় অপ্সরা-দেহ পরিত্যাগ ক'রে এই পূতঃ পবিত্র কুলাঙ্গনা নারী দেহে—তখন আমি অনধিকারিণী কিসে? সেই সাহসেই—আমি তোমার পবিত্র মূর্ত্তির ধ্যানে, পবিত্র স্তব পাঠে—পবিত্র, শুদ্ধ, শক্তিময় বীজ উচ্চারণে অগ্রসর; বিচারে আমি বর প্রাপ্তির যোগ্যা হই,—আবির্ভূতা হও—দর্শন দাও—আশা পূর্ণ কর।

তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভাং জ্বলন্তীং ব্রহ্মতেজসা
গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-সহস্র-সম সন্নিভাম্
ঈষদ্ধাস্য-প্রসন্নাস্যাং রত্নভূষণভূষিতাম্
বহ্নিশুদ্ধাংশুকধানাং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্।

সাবিত্রী দেবীর আবির্ভাব।

সাবিত্রী। কহ কুরুকুল বধূ!
কি হেতু স্মরণ মোরে?
ব্রহ্মলোক বাসিনী সাবিত্রী আমি—
আবিভূ তা আকর্ষণে তব।

বপুষ্টমা। আসিয়াছ দেবী!
শতকোটী প্রণাম চরণে।
দাও মা অভয় তনয়ায়
মনোদুঃখ নিবেদি জননী পদে।

সাবিত্রী। সাধ্যমত প্রতীকার করিব দুঃখের।
দিলাম অভয়; কহ মনোভাব।

বপুষ্টমা। জান মাতা --কেবা আমি?
কিবা মোর জন্মের বারতা?

সাবিত্রী। জানি—স্বর্গ সুশোভনা রম্ভাবতী ভূমি,
বপুষ্টমা দেহে এবে দেব অভিশাপে।

বপুষ্টমা। অভিশাপে নহে মাতা, দেবতার বরে;
অভিশাপ পতন কারণ,
কিন্তু মোর কোথায় পতন?
ছিলাম অপ্সরা—বার-বিলাসিনী—
কাম ক্রীড়ার পুত্তলী,—
হইয়াছি কুলবধূ প্রেমের আধার;—
অভিশাপ উচ্চগতি দিয়াছে আমায়।
মাতা! আকাঙ্ক্ষা আমার তাই,—
আর আমি যাব না গো সে কদর্য্য দেহে
অভিশাপ অবসানে;
চাই না সে কলঙ্কিত অমরতা।
মরিব, জন্মিব আমি কল্পান্ত ব্যাপিয়া
এইরূপ কুলাঙ্গনা হ'য়ে
এই জন্ম-মৃত্যুশীলা কর্ম্মের ধরায়।

নিবেদিতে এই বাঞ্ছা বাসবের পায়,
দিয়াছেন তিনি এই অভয় আমায়—
যদি আমি আজীবন অনন্য মানসে
স্বামীপদে স্থির মতি রাখি
অক্ষুণ্ণ সতীত্বে—
দেহত্যাগ করিবারে পারি,—
পূরিবে বাসনা—
হবে না ধরিতে আর
সে অশুদ্ধ দেহ অপ্সরার।
অতঃপর কি উপায় আর,
শক্তিময়ী! তোমার শরণ বিনা?
যদিও সঙ্কল্প মম অটল, অনন্ত—
তবু মাত! নারী-চিত্ত—স্বভাব দুর্ব্বল,
কখন কি হয়!
কর আশীর্ব্বাদ—
দাও দেবী বর,—
দাও মাতা, কন্যায় অভয়—
নাহি হয় যেন এ জনমে
কোনরূপ চিত্তের বিক্ষোভ,
মরি যেন পতিপদে অচঞ্চলা থাকি;
হই যেন সতী আমি অনন্য-মানসা।

সাবিত্রী। অসম্ভব আশা, বৎসে!
পূরণে অশক্তা আমি।

বপুষ্টমা। পূরণে অশক্তা তুমি

সতীকুল-পূজিতা সাবিত্রী
নারীর সতীত্ব বাঞ্ছা !

সাবিত্রী । পূর্ব্বজন্ম সংস্কার যে
তোমার বিরুদ্ধে, মনস্বিনী !
তদুপরি কলিযুগ এবে ।
এই কলিযুগে—
এই বিরুদ্ধ সংস্কার ল'য়ে—
যে যতই করুক সাধনা,
কেহ না পারিবে
হেন অনন্যমানসা মহাসতী হ'তে ।
অন্য বর মাগ, প্রিয়তমা !

বপুষ্টমা । অন্য বাঞ্ছা কিছু নাই আর ;
অক্ষুণ্ণ সতীত্ব,
দেহত্যাগ—অনন্য মানসে
স্বামী চিন্তা করিতে করিতে ;—
দিতে পার তুমি- দাও ।

সাবিত্রী । পারিব না ; ভ্রান্ত এ ধারণা তব,
অন্তর্দ্ধান করিলাম আমি ।

[অন্তর্দ্ধান

বপুষ্টমা । সর্ব্বসম্পৎ স্বরূপাঞ্চ প্রদাত্রীং সর্ব্বসম্পদাম্
শুভদাং মুক্তিদাং শান্তাং কান্তাঞ্চ জগতাং

সাবিত্রীর পুনরাবির্ভাব ।

সাবিত্রী । অন্য বর মাগ, শশিমুখী !
ধন, পুত্র, যশ, মান,

অনন্য-মানস স্বামীর আদর—
যেবা ইচ্ছা।

বপুষ্টমা। কোন ইচ্ছা নাই।
ধন, পুত্র, যশ, মান, স্বামীর সোহাগ
হ'ত যদি উদ্দেশ্য দাসীর,
ছিল অন্য বহু দেবদেবী।
লয়েছি সাবিত্রীব্রত,
সতীত্বের দেবা ;
পাতিব্রত্য-বিধায়িনী যিনি,
পড়িয়াছি তাঁর রাঙ্গা পায়—
নহে তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষায় ;
ভুলায়ো না ছলনায়—
দাও মোরে অক্ষুণ্ণ সতীত্ব,
কর সতী অনন্য মানসা।

সাবিত্রী। অশক্তা কল্যাণি আমি,
চলিলাম ব্রহ্মলোক—
গমনে দিয়ো না বাধা,
ডাকিয়ো না মোরে যেন আর।

[অন্তর্দ্ধান।

বপুষ্টমা। বেদাধিষ্ঠাতৃ দেবীঞ্চ বেদশাস্ত্র স্বরূপিনীম্
বেদ বীজ স্বরূপাঞ্চ ভজতাং বেদ মাতরম্।

সাবিত্রীর পুনরাবির্ভাব।

সাবিত্রী। আবার আহ্বান ?

বপুষ্টমা। দাও মোরে অক্ষুণ্ণ সতীত্ব,
কর সতী অনন্য মানসা।

সাবিত্রী। বপুষ্টমা !
তুষ্টা আমি তব দৃঢ়ব্রতে ;
কিন্তু কি করিব, দেবী !
কলিযুগ—তদুপরি বিরুদ্ধ সংস্কার ;—
মুক্ত কণ্ঠে পারিব না দিতে হেন বর,
পার ত প্রকারান্তরে
হও তুমি অনন্য মানসা।
যে যে স্থানে উপজে আসক্তি,
অণুমাত্র বিকারের
যেখানে সন্দেহ হয়,
অভয় প্রার্থনা কর।

বপুষ্টমা। [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া]
আচ্ছা তাই হোক।
দাও বর, মাতা—
দেব প্রলোভনে যেন না জন্মে বিকার।

সাবিত্রী। তথাস্তু।

বপুষ্টমা। দাও মা অভয়—
দৈত্য হ'তে যেন মোর নাহি থাকে ভয়।

সাবিত্রী। তথাস্তু।

বপুষ্টমা। কর মা নিস্তার—
নাগ, নর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
যক্ষ, রক্ষ—জগতের সর্ব্বজাতি মোহে।

সাবিত্রী। তাই হবে।
আর কিছু আছে চাহিবার?

বপুষ্টমা [পুনঃ চিন্তা করিয়া]
জীবন্ত যে কোন জন্তু—
ভূচর, খেচর, জলচর
লঙ্ঘিতে নারিবে কেহ আমার সতীত্ব।

সাবিত্রী। তথাস্তু—তথাস্তু—তাই হবে সুভাষিণী!
এবে বিদায় লইতে পারি?

বপুষ্টমা। চরণে প্রণাম করি। [প্রণাম।

সাবিত্রী। এক কথা বলে যাই, বালা!
যদিও নিশ্চিন্ত তুমি সর্ব্ব বিষয়েই,—
তবু সাবধান!
বিধান-বিরুদ্ধ অবৈদিক কর্ম্মে
করিয়ো না হস্তক্ষেপ কভু,
পতিরেও করিতে দিয়ো না।
অবৈদিক কার্য্যে হন বাসব কুপিত;
কলিযুগে ইন্দ্র সহ বাদ—
সর্ব্ব অসিদ্ধির হেতু—সাবধান! [অন্তর্দ্ধান।

জনমেজয় উপস্থিত হইলেন।

নমেজয়। বপুষ্টমা!

বপুষ্টমা। [সাগ্রহে]
সফল সাবিত্রী-পূজা। [প্রণাম]
একি নাথ! বদন মলিন কেন?

জনমেজয়। বপুষ্টমা—

বপুষ্টমা। বল, নাথ! বুক ফেটে যায়—

জনমেজয়। পরাজিত হইয়াছি আমি।

বপুষ্টমা। পরাজিত হইয়াছ তুমি!
কার সহ রণে ?

জনমেজয়। বিনা রণে দেবী, বাসব হুঙ্কারে।

বপুষ্টমা। বাসবের হুঙ্কারের হেতু কিবা, নাথ!

জনমেজয়। মুখ্য হেতু—তুমি বপুষ্টমা।

বপুষ্টমা। বাসব কি সে আক্রোশে রাজ্য-ধ্বংসকাম

জনমেজয়। রাজ্যধ্বংসকামী হ'লে
কোন দুঃখ ছিল না, কল্যাণী!
দিতাম হস্তিনা অর্চ্চনায় উপহার।
কিন্তু এ অসহ্য, দেবী!
বাসব আমার অপমানকামী;—
হস্তগত তক্ষকেরে লয়েছে কাড়িয়া।

বপুষ্টমা। ভালোই হয়েছে সে ত!
তক্ষকের নির্যাতন—
বর্ত্তমানে আর শ্লাঘ্য নয় তব।

জনমেজয়। সাবধান, বপুষ্টমা!
বিবাহের সুখে
কভু না ভুলিব আমি
জন্মদাতা জনকের মরণ-যন্ত্রণা।

বপুষ্টমা। কিন্তু কি উপায়, প্রভু!
বাসব আশ্রিত তক্ষকে পাবার ?

জনমেজয়। আছে তব পাশে বাসব বিজয়-বিদ্যা
লিপিবদ্ধ আচার্য্যের,
দাও, আমি করিব অভ্যাস।

বপুষ্টমা। [সভয়ে]
সর্ব্বনাশ! শান্ত হও, প্রভু!
পরিহর ইন্দ্রসহ বাদ।

জনমেজয়। সর্ব্বনাশী! কি বলিস্ তুই!
ইন্দ্রসহ বাদ সে ত তোরই কারণ!
তোরই রক্ষক আমি
সেই পূর্ব্ব বৈরতা স্মরণে,
দিয়াছে বাসব তক্ষকে আশ্রয়;
তুই সে বিবাদে প্রতিবাদী!
এ আবার কি কুহক তোর?
শুনিব না,
বল্ কোথা বাসব-বিজয়-বিদ্যা?

বপুষ্টমা। হত্যা কর মোরে,
মৃত্যুকণ্ঠে দিয়ে যাই লিপির সন্ধান—
আনন্দে উৎফুল্ল প্রাণে!
ক্ষমা কর, প্রভু!
[illegible] না পারিব বলিভে।

জনমেজয়। দুর্বিনীতে!
এই তোর পতি সেবা!
এই তোর সতীত্ব-সাধনা!
পতনের দ্বার কেন খুলিস্ স্বকরে

পতি বাক্য করিয়া হেলন ?
দে রে পতি-পূজা—বাসব-বিজয় বিদ্যা ।

বপুষ্টমা । রক্ষা কর, স্বামী !
তুমি ভিন্ন এ দাসীর
রক্ষাকর্ত্তা কেউ নাই আর ।
আশ্বাস দেছেন মোরে ইষ্টদেবী ;—
ত্যজিবে জীবন তুমি অক্ষুণ্ণ সতীত্বে—
করিয়ো না হস্তক্ষেপ
অবৈদিক কর্ম্মে কভু,
করিয়ো না ইন্দ্র সনে বাদ ;
তাই প্রভু করি প্রতিবাদ—
বিফল ক'রোনা মোর সকল সাধনা ।
কলিযুগে পুরন্দর পাইলে বেদনা
অসিদ্ধ হইবে সব ;—
ঘটিবে পতন মোর,
ধরিতে হইবে পুনঃ অপ্সরার দেহ ।

তন্বী ভুর্জ্জপত্রিকা হস্তে উপস্থিত হইল ।

তন্বী । আমি দিব স্বামী তোমা সে বিদ্যা তাহ'লে,
এই সেই বাসব-বিজয় বিদ্যা । [পত্রিকা প্রদান]

বপুষ্টমা । তন্বী ! সর্ব্বনাশী ! কোথা পেলি তুই ?
এ কোথায় পেলি তুই ?

তন্বী । ওই দেবী সাবিত্রীরই পাশে—
বিনা সাধনায় ।

সুবর্ণবর্ম্মা উপস্থিত।

সুবর্ণ। নাগকন্যা! একি ব্যবহার তব!
পিতায় চাও না?

তন্বী। কি করিব বল—
পিতায় রাখিতে গেলে,
এ দিকে যে স্বামী যায়!

সুবর্ণ। মিথ্যা কথা ;—
স্বামীর মঙ্গল মগ্না নহ কভু তুমি ;
ক্ষিপ্তা তুমি সপত্নী হিংসায়।

তন্বী। তাই যদি হয়—কি অন্যায় তায়?

সুবর্ণ। সপত্নী-হিংসায়—দিবে পিতৃবলি!

তন্বী। সপত্নী জান না তুমি ;
পিতা ত সামান্য কথা,
সপত্নী হিংসায়—
যারে ল'য়ে সপত্নী সম্বন্ধ,
সেই স্বামীকেই দিতে ইচ্ছা যায়।

সুবর্ণ। [উদ্দেশে]
তক্ষক! নিবৃত্ত হও জীবন আশায় ;
কাঠুরিয়া বঞ্চিয়া কি ফল?
তোমার কোঠর জাত
বজ্র-কীটে মূল কাটা যায়।

[প্রস্থান।

জনমেজয়। [নিবিষ্টমনে লিপি পাঠ করিতেছিলেন]
প্রথমতঃ—বিশুদ্ধ নিবিষ্ট চিত্তে

নবরাত্র ব্রত অনুষ্ঠানে—
মহাশক্তি দশভূজা অম্বিকার পূজা ;
প্রসাদ লভিয়া তাঁর—
তৎপরে অস্ত্রের অভ্যাস,
নিম্ন লিখিত প্রকারে।
অস্ত্রের অভ্যাস—
শারীরিক ক্ষিপ্রতার কথা—নাহি ভয় ;
চিন্তার বিষয়—দেবীর প্রসাদ লাভ !
পাব না কি আমি ? অবশ্যই পাব.
পিতৃভক্ত জন্মেজয়।
রামচন্দ্র যদি পান দেবীর প্রসাদ
পত্নীর উদ্ধারে,—
পিতার নিস্তারে—
কেন নাহি পাবে জন্মেজয়।

[প্রস্থান।

বপুষ্টমা। তন্বী ! সতীন দেখিয়েই আস্‌ছিস্—সতীন দেখিস্ নাই এখনও ; এইবার দেখ্‌বি তাহ'লে ?

তন্বী। আগে যা দেখ্‌লে তাই সাম্‌লাও, তারপর থাকো—তখন দেখা যাবে।

প্রস্থান।

বপুষ্টমা। আচ্ছা ; তাহ'লে শুধু ও পিতায় দেওয়া দেখে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না—তোর পিতৃবংশ এক শ্মশানে দেখ্‌তে চাই।

প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

হস্তিনা অন্তঃপুর

বিচলিত অবস্থায় কুসুম তন্বী।

তন্বী। কি কর্‌লুম! তাইতো—একি কর্‌লুম আমি! কি কর্‌তে এলুম—কি ক'রে বস্‌লুম! এলুম পিতার রক্ষা করতে—দিলুম নিজের হাতে সেই পিতার মৃত্যুপথ পরিষ্কার ক'রে! সতীন! থাক্‌তোই বা সতীন! এমন ত কত জনের থাকে! সতীনের পরকাল খেতে যে নিজের ইহকাল পরকাল দুই-ই খেলুম! কি কর্‌লুম! আমি কি কর্‌লুম!

চন্দন বেশী ডুণ্ডুভ উপস্থিত হইল।

ডুণ্ডুভ। নাগকন্যা! তুমি সে ইন্দ্র-জয়-বিদ্যা রাজার হাতে দিয়ে দিয়েছ?

তন্বী। [কৃত্রিম দর্পে] বেশ করেছি; তোর কি তাতে?

ডুণ্ডুভ। বল কি? তোমার বাবা গেল যে!

তন্বী। আমার বাবা গেল—আমার গেল, তোর বাবার কি? তুই বল্‌বার কে?

ডুণ্ডুভ। আমার বল্‌বার অধিকার আছে; আমি তাদের নেমকের চাকর; তাদের জন্য আমি নরকে নেমেছি; চন্দন সিংকে মেরে তার বেশ ধরে এখানে পড়ে আছি; আমি একশো বার বল্‌বো—তুমি কখনও তক্ষকের মেয়ে নও; আর শুধু মুখে বলা নয়, আমি এর শোধ নেব।

তন্বী। [সভয়ে] শোধ নিবি! কি কর্‌বি তুই?

ডুণ্ডুভ   যে সোয়ামীর জন্য তুমি আমার পিতৃতুল্য মনিবকে ধরিয়ে দিতে বসেছ—তোমার সেই সোয়ামীকে সাবাড়,—তোমায় বিধবা।

তন্বী। আমি চেঁচাব—ধরিয়ে দেব তোকে—ওগো—

ডুণ্ডুভ। খবরদার; তাহ'লে তোমাকেও এইখানে মেরে রেখে যাব।

তন্বী। ডুণ্ডুভ! তোর হাতে ধর্‌ছি—তাই কর, আমায় আগে মার—তারপর তোরা যা কর্‌বি করিস।

ডুণ্ডুভ। তুমি সোয়ামী ছাড়তে পার্‌বে না—নাগের মেয়ে!

তন্বী। যারই মেয়ে হই—মেয়ে ত! মেয়ে জাত সব ছাড়তে পারে ঐটী পারে না; ছাড়া ত দূরের কথা, আমি ওতে ভাগ দিতে হবে ব'লে এই কাণ্ড ক'রে বসে আছি।

ডুণ্ডুভ। বেশ করেছ; আমার ঝকমারি হয়েছে তোমার সঙ্গে এসে; আর থেকে কি কর্‌বো—আমি দেশে চল্লুম; তোমায় শাপ দিয়ে চল্লুম—যে সোয়ামীর জন্য তুমি আমার মনিবকে মার্‌তে বসেছ, তুমি সে সোয়ামী পাবে না—তোমায় ঐ সতীনের দাসী গিরি কর্‌তে হবে—সিঁদূর নোয়া সজীব নিয়ে তোমায় বিধবা হ'য়ে থাক্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

তন্বী। [কপালে করাঘাত করিয়া] কি কর্‌লুম—আমি কি কর্‌লুম।

মেঘনা উপস্থিত হইল।

মেঘনা। বলি হাতের ঢিল ছেড়ে দিয়ে আর এ রকম ছটফটিয়ে বেড়ালে কি হবে!

তন্বী। খবরদার—তুই আর আমার সাম্‌নে আসিস্‌ না ব'লে দিচ্ছি। তোকে দেখ্‌লে আমার হাড় জ'লে যাচ্ছে।

মেঘনা। কেন গো, আমি ত আর তোমার সতীন নই!

তন্বী। তুই-ই আমার এ সর্ব্বনাশের মূল।

মেঘনা। ওমা! আমি তার কি কর্‌বো? তুমি বাপের আমোদে আটখানা হ'য়ে পত্তর খানা গোপন কর্‌তে নিয়ে এলে,আবার তুমিই সতীন হিংসেয় ফুটী ফাটা হ'য়ে ছুটে গিয়ে রাজার হাতে দিয়ে দিলে! আমার কি দোষ! আমি না হয় সঙ্গেই ছিলুম!

তন্বী। সেই জন্যই ত তোর মাথা খেতে ইচ্ছে যাচ্ছে; তুই সঙ্গে ছিলি —কেন আমার হাতটা চেপে ধর্‌লি না সে সময়?

মেঘনা। ওরে বাপ্‌রে! আমার ঘাড়ে এত রক্ত! আমি তোমার মন্থরা হ'লেও আমার পিঠে কুঁজের অভাব আছে—কিলের ভয় রাখি।

তন্বী। মেঘনা! এখন আর কোন উপায় আছে—বাবাকে বাঁচাবার?

মেঘনা। তা নাই ত কি; সে ত তোমার হাতে।

তন্বী। তোর হাতে ধর্‌ছি মেঘনা—বল্, কি উপায়?

মেঘনা। রাজা নবরাত্র ব্রত নিয়ে চোখ বুজে ধ্যান কর্‌ছে—এই সময় তুমি তোমার সেই আইবুড়ো বেলার মত আস্তে আস্তে গিয়ে আর একবার তাঁর কোলটী জুড়ে বস গে না; সে ত তোমার বেশ সাধা আছে।

তন্বী। ছি—আর তা হয় না। স্বামী লাভ কর্‌বার জন্য যাই ক'রে থাকি, স্বামীর সঙ্গে আর সে প্রতারণা কর্‌তে পার্‌বো না। বিশেষতঃ সে তখন ক'রেছিলুম—তাঁর শত্রু অবরোধের লক্ষ্যভঙ্গ,—এখন এ তাঁর ইষ্ট সাধনার ধ্যান ভঙ্গ; যাই হোক্ আমার দশায়, তা পার্‌বো না—আমি তাঁর সহধর্ম্মিনী।

মেঘনা। তবে আর এক কাজ কর—তোমার সতীনের সঙ্গে আপোষ কর; দুজনেরই ত সমান ক্ষতি! তাকেই পাঠাও; সে অপ্সরা—সে পার্‌বে।

বপুষ্টমা অন্তরালে ছিল এইবার উপস্থিত হইল।

বপুষ্টমা। পার্‌লেও আর সে তা কর্‌বে না।

তন্বী। দিদি!

বপুষ্টমা। চুপ্—সতীন।

তন্বী। তাতে কিন্তু তোমারই সমূহ ক্ষতি; আমার না হয় বাবা যাবে; বাপ-মা চিরদিন কারও থাকে না: তোমার যে এত ব্রত-সাধনা, তোমাকে যে আবার সেই অপ্সরা দেহ ধর্‌তে হবে!

বপুষ্টমা। হোক্; আমি অপ্সরাই থাক্‌তে চাই; আমার এক-পতি কুলাঙ্গনার তৃপ্তি সুখে ঘৃণা এসেছে। তার মধ্যে এত স্বার্থ? এত স্বামী কাড়া কাড়ি! এমন আত্মপরায়ণ ভোগেচ্ছা! সে দেহটা পবিত্র রাখ্‌লে কি হবে—তার অন্তর কাম-কাদর্য্যতায় বোঝাই। অপ্সরার দেহখানা অশুদ্ধ হ'লেও—তার পতি বিচার নাই, তার মনের ভিতরও প্রতিহত লালসা-স্রোতের অবিরাম এ উদ্দাম তরঙ্গ ভঙ্গও নাই। নিষ্পাপ কে? পবিত্র জীবন কার? আত্মার বিকাশ—দেহ শুদ্ধিতে নয়, চিত্ত শুদ্ধিতে।

তন্বী। [ক্ষণেক নীরব থাকিয়া] তোমার জয় হয়েছে, আমি অনুতপ্তা; সপত্নী বিদ্বেষে পিতার বিনাশ কর্‌তে বসেছি ব'লে নয়, সপত্নীকে এখানকার এক-পতি কুলাঙ্গনা দেখানো হয় নাই ব'লে। কুলাঙ্গনার পরিচয় ভোগে নয়, কুলাঙ্গনা পূজ্যা ত্যাগেই। আমার ভুল হয়েছে, আমি তোমায় কুলাঙ্গনা দেখাতে চাই; তুমি থাক—স্বামীর তপস্যা ভঙ্গ কর।

বপুষ্টমা। [সবিস্ময়ে] তন্বী—

তন্বী। সত্য বল্‌তে কি—তোমার থাকা আমার ঠিক বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু তোমায় এরূপভাবে কুলাঙ্গনা চরিত্রে কলঙ্ক চাপিয়ে চ'লে যেতে দিতে আমি একান্ত নারাজ। তুমি কুলাঙ্গনা দেখে যাও; স্বামীর ব্রত ভঙ্গ কর।

বপুষ্টমা। আমার দ্বারা স্বামীর ব্রত ভঙ্গ হ'তে হ'লে—তোকে কিন্তু স্বামী ছেড়ে দিতে হবে?

তন্বী। দেব ; সতী বেদবতী কুষ্ঠ স্বামীকে মাথায় ক'রে বেশ্যা গৃহে নিয়ে গিয়েছিল।

বপুষ্টমা। একদিনের জন্য নয়—জীবনের মত! আমি অপ্সরা, কাম-কলায় সুনিপুণা; আমার স্পর্শ-সুখের আস্বাদ একবার পেলে, তুই কেন—জগতের কোন রমণীতে আর তাঁর স্পৃহা আস্‌বে না; খুব বুঝে দেখ্।

তন্বী। কিছু দেখ্‌তে হবে না; স্বামী-অবহেলার শেষ পরিণতি পাতাল প্রবেশ—আমাদের এখানে বিধি আছে। ব্রত ভঙ্গ কর।

বপুষ্টমা। আচ্ছা তন্বী! আমি স্বীকার; দেখ্‌তে এসেছি, দেখেই যাই—কুলাঙ্গনার ধর্ম্ম শেষ পর্য্যন্ত—যতদূর তার প্রসার।

[প্রস্থান।

মেঘনা। কর্‌লে কি? ওগো—কর্‌লে কি এ আবার! এত কাণ্ড ক'রে এসে—শেষে সোয়ামীকেই ছেড়ে দিলে? বাপ না হয় যেতোই! তুমি কর্‌লে কি!

তন্বী। ঠিক করেছি; এতদিন যা কর্‌ছিলুম—উল্টো। স্বামী হ'তে আনমনা কর্‌তে হ'লে—ওকে ও স্বামী হ'তে সরিয়ে রাখ্‌তে গেলে হবে না; অহোরাত্র স্বামীতে সংশ্লিষ্ট রাখ্‌তে হবে। বস্তুর অভাব—বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা, প্রীতি বলবতী করে—ঘনিষ্ঠতা ঘৃণা আনে।

[মেঘনাসহ প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ব্রত-গৃহ

ব্রতাসনে জনমেজয় উপবিষ্ট।

জনমেজয়। শেষরাত্রি আজি মোর নবরাত্রি ব্রতে।
কাটায়েছি অষ্ট নিশা
অনাহার অনিদ্রায়,
সংযম দৃঢ়তা পূর্ণ একান্ত চিন্তায়।
পারি যদি উত্তরিতে
এই ভাবে আজি এই নবম রজনী—
পাইব শক্তির কৃপা,
করিব তক্ষক-রক্ষী ইন্দ্র দর্প চূর;
পাপিষ্ঠ পন্নগে বধি
প্রতিশোধ ল'য়ে পিতৃ-হননের
দিব বিশ্বে আত্মজের পরিচয়।
হৃদয়! সুদৃঢ় হও আজিকার মত,
তৃতীয় প্রহর গত—
আর ত কয়েক দণ্ড;
সাবধান! আসিয়াছ সমুদ্র লঙ্ঘিয়া,
তীরে যেন ডোবে না তরণী।

রম্ভামূর্ত্তিতে বপুষ্টমা উপস্থিত।

কে—কে!

বপুষ্টমা। বপুষ্টমা।

জনমেজয়। বপুষ্টমা! একি মূর্ত্তি!

বপুষ্টমা। এই আমার যথার্থ স্বরূপ মূর্ত্তি ; জান ত—আমি অপ্সরা-বরা রম্ভাবতী ?

জনমেজয়। তুমি এ প্রহরীরক্ষিত রুদ্ধ-গৃহমধ্যে প্রবেশ কর্‌লে কি ক'রে ?

বপুষ্টমা। কামচারিণী শক্তি বলে ; অপ্সরায় নরচক্ষের অলক্ষ্যে ইচ্ছা-মত গমনাগমন করতে পারে।

জনমেজয়। তোমার এরূপভাবে এ সময় এখানে আসার উদ্দেশ্য ?

বপুষ্টমা। তুমি আমার রূপ দেখে নাও।

জনমেজয়। মায়াবিনী! দূর হ—দূর হ—

বপুষ্টমা। দূর হ'ব ব'লেই বল্‌ছি ; আমার অভিশাপ ভোগের নির্দ্দিষ্টকাল শেষ হ'য়ে এসেছে ; আজ তোমার এই ইন্দ্র-প্রতিযোগিতা সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আমায় এ স্থানচ্যুত হ'তে হবে ; আর আমার সময় নাই, এই সময়—তুমি আমার রূপ দেখে নাও।

জনমেজয়। চুপ চুপ্! বলিস্ কি কামকলা!

বপুষ্টমা। আমি আমার জন্য বলি নাই, পুরুষ! আমি কামকলা অপ্সরা হ'লেও বর্ত্তমান জীবনে তুমি আমার স্বামী—তোমার প্রতি আমার এতটুকু কাম ভাব নাই, আমি বল্‌ছি তোমারই জন্য ; তুমি আমায় বিবাহ করেছ—বহু উচ্চে স্থান দিয়েছ,—আমি সাধ্যমত তোমার সে ঋণ পরিশোধ ক'রে যেতে চাই। আর তুমি আমার সাক্ষাৎ পাবে না—তুমি এই একটা দিনের জন্য অপ্সরা মূর্ত্তি দেখে নাও।

জনমেজয়। যাদুকরী! টলাস না আমায়! আমি শক্তি সাধনায় নবরাত্র ব্রতে ব্রতী ; আর এই আমার শেষ রাত্রি।

বপুষ্টমা। নবরাত্র-ব্রত—তুমি ইচ্ছা কর্‌লে—এই রজনী প্রভাত

হ'তেই আবার অনুষ্ঠান করতে পারবে ; রাজর্ষি বিশ্বামিত্র—মেনকা সংসর্গে বহুদিন যাপন ক'রেও পুনরায় তপস্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন শক্তি সাধনা—পুরুষ! তোমার ইচ্ছাসাপেক্ষ ; কিন্তু অপ্সরা সন্দর্শন, এই কলিযুগে—মানব! আর তোমার ভাগ্যে ঘটবে না।

জনমেজয়। [ক্ষণেক মুগ্ধনেত্রে থাকিয়া লালসাজড়িত কণ্ঠে]

সুন্দর অপ্সরা মূর্ত্তি !

সুন্দর নয়নে তার প্রেম-আবাহন !

সুন্দর অধরপুটে অমিয় প্রবাহ !

[আসন ত্যাগ করিয়া]

রম্ভাবতী ! না—না বপুষ্টমা !

না—না—তাই বা কিরূপে ?

কোন্ নামে সম্ভাষি—তোমারে ; প্রিয়ে ?

বপুষ্টমা। রম্ভা নামে ডাক, প্রিয়তম !

স্বকীয়া হইতে

সমধিক রসাস্বাদ পরকীয়া ভাবে।

জনমেজয়। রম্ভাবতী—[তন্ময় হইয়া হস্ত ধারণ]

বহির্ভাগে পৌষ্য উপস্থিত।

পৌষ্য। মহারাজ ! রজনী প্রভাতা।

জনমেজয়। রজনী প্রভাতা !

[চমকিত হইয়া উঠিলেন]

হায়—হায়—কি করিনু ওরে !

ব্রত ভঙ্গ হ'লো মোর রূপ লালসায়।

পৌষ্য। রজনী প্রভাতা, মহারাজ !

জনমেজয়। পালাও—পালাও, রম্ভা!
করেছ ত সর্ব্বনাশ—পালাও এখন ;
আসিছেন পৌষ্য মহারাজ।

বপুষ্টমা : আর ত যাবার শক্তি নাই স্বামী মোর
সেরূপ অলক্ষ্যভাবে।
শক্তা আমি—নিজ মূর্ত্তি ধরি
ইচ্ছামত গমনাগমনে—
শুধু রাত্রি যোগে ;
রজনী প্রভাত হ'লে রয় না সে শক্তি।

[জনমেজয় দেখিলেন—রম্ভামূর্ত্তি বপুষ্টমামূর্ত্তিতে রূপান্তরিত।]

জনমেজয় : সর্ব্বনাশী! কি করিলি এ আবার!
করিলি যা—করিবার নয়—
তদুপরি হাস্যাস্পদ করিলি আমায়!
আসিছেন পৌষ্য মহারাজ—
কেমনে দাঁড়াব আমি,
কি উত্তর দিব তাঁরে!
তাই যদি জানিস অন্তরে—
কেন না পলালি তুই রজনী থাকিতে?

পৌষ্য। [দ্বারে করাঘাত]
মহারাজ—

জনমেজয়। কোথা যাই আমি! কোথায় লুকাই!
কেমনে নিস্তার পাই এই লজ্জা হ'তে!
পাপিষ্ঠার কেশমুষ্টি ধরি—
ফেলে দিই গবাক্ষের পথে।

পৌষ্য। [দ্বারে করাঘাতসহ]
উত্তর করুন, বড়ই উদ্বিগ্ন আমি।

জনমেজয়। না-না-না-না, আছে নিম্নে অসংখ্য প্রহরী
রহিবে না অপ্রকাশ;
নারীহত্যা হবে মাত্র তায়।
আত্মহত্যা করি—
জনমের মত লুকাই বদন।

বপুষ্টমা। ছি—পুরুষ! কি হেতু এ আত্মগ্লানি?
আমি পত্নী তব।

জনমেজয়। পত্নী! বেশ—পত্নী!
পত্নী করে পতির তপস্যা ভঙ্গ!
আচ্ছা থাক্—যা হবার হ'য়ে গেছে,
পাপে আবরণ দিতে
করিব না আর পাপ অনুষ্ঠান;
দাঁড়াব সম্মুখে—
পরাজিত, অবনত সত্যের সগর্ব্বে।
[দ্বার উন্মোচন করিয়া]
আসুন, উন্মুক্ত দ্বার।

পৌষ্য প্রবেশ করিলেন।

পৌষ্য। [সাগ্রহে]
মঙ্গল ত, মহারাজ!
হয়েছে ত কার্য্য সিদ্ধি?
পেয়েছেন দেবীর প্রসাদ?
সাধু! সাধু! পরীক্ষিত নন্দন আপনি

কুরুবংশ অবতংস।

কোন বাধা বিঘ্ন ঘটে নাই ?

জনমেজয়। [হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক বপুষ্টমায় দেখাইলেন]

পৌষ্য। [সর্পদর্শনবৎ] এ কে !

জনমেজয়। বাধা।

পৌষ্য। করেছিস্ কি, সর্ব্বনাশী! আমার জীবনব্যাপি উদ্যম, প্রাণপাত সাধনা, সব এক মুহূর্ত্তে লণ্ডভণ্ড ক'রে দিয়েছিস্ ? আমি কোথা আজ এই নয় দিবারাত্রি অনাহার অনিদ্রায় অনিমেষ নয়নে এই গৃহ পানে চেয়ে, বিপুল আগ্রহে অপেক্ষা করছি,—আর তুই মায়িবিনী, তার মাঝে কোন ফাঁকে—তোকে দণ্ড নিতে হবে ; এ আশা ভঙ্গের মার্জ্জনা নাই পাপিষ্ঠা— [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

কুসুমতন্বী ছুটিয়া আসিয়া বুক পাতিল।

তন্বী। আমায় হত্যা করুন—অপরাধিনী আমি ; এ প্ররোচনা আমার।

পৌষ্য। [হতাশভাবে] ও—ঠিকই হয়েছে ; আমিই এনেছিলাম—আদরে বরণ ক'রে— এই অলক্ষ্মী, মহামারী, যুগল প্রতিমায়—

জনমেজয়। শান্ত হোন্, অমাত্যবর ! আমি দেখতে পেয়েছি—এতে কারো দোষ নাই।

পৌষ্য। কারও দোষ নাই ? আপনি একথা স্থির ভাবে, উন্নত মুখে বল্‌তে পারছেন, মহারাজ ! আপনি একবার এই রমণী মোহে আমার পাশাবদ্ধ শীকার অপসরণের সুযোগ দিয়েছেন—আমি গায়ে মেখে নিয়েছিলাম ; আবার তাই ! আপনি কখনও পরীক্ষিতের আত্মজ নন্—আপনি কোন ছদ্মবেশী, আমার মন্ত্রঃপুত সে ব্রহ্মাস্ত্র অপহরণ ক'রে, তার মূর্ত্তি ধ'রে তূণীর শোভা বর্দ্ধন করছেন।

জনমেজয়। বৃথা তিরস্কার—কারও দোষ নাই, অমাত্যবর! এ আমার প্রতি ইন্দ্র-অভিশাপ—নারী মুখ আমার পদে পদে সর্ব্বনাশ করবে; তাই এই বিচ্যুতি—আমার অজ্ঞাতে। আচ্ছা—দেখা যাক; আপনি অনুমতি করুন—আমি পুনরায় ব্রত অনুষ্ঠান করবো।

পৌষ্য। আপনি! আবার! কি বিশ্বাস আপনাকে? পৃথিবী হ'তে নারী সৃষ্টি ত লোপ পায় নাই! তার চেয়ে আপনি আমায় দেন, আচার্য্যের সে ইন্দ্র-প্রতিযোগিতা লিপি—আমি সাধনা করবো সে বিদ্যার—এই প্রৌঢ় বয়সেই। পরীক্ষিত-হননের প্রতিশোধ—পরীক্ষিতের রক্তজাত পুত্র হ'তে হ'ল না, দেখুন—তাঁর সপ্রমাণ সখা হ'তে হয় কি না? দেন—আমি ও ব্রতের অনুষ্ঠান করবো।

উতঙ্ক উপস্থিত—পশ্চাতে সুবর্ণবর্ম্মা।

উতঙ্ক। না—না, আর কাকেও কোন ব্রতের অনুষ্ঠান করতে হবে না; আপনারা আমায় যজ্ঞের আয়োজন ক'রে দেন?

পৌষ্য। যজ্ঞের আয়োজন!

উতঙ্ক। নাগযজ্ঞের; আপনি মহারাজ পরীক্ষিতের মৃত্যুর প্রতিশোধে শুধু তক্ষককে চাচ্ছিলেন—আমি তাকে সবংশে আপনার সমক্ষে যজ্ঞানলে দগ্ধ করবো; যজ্ঞের আয়োজন ক'রে দেন।

পৌষ্য। ব্রাহ্মণ! নাগযজ্ঞের বিধি আছে?

উতঙ্ক। ছিল না, আমি বিধি সৃষ্টি করিয়ে এনেছি; এই আমার সেই ব্রহ্মাস্ত্র। যজ্ঞের আয়োজন ক'রে দেন।

জনমেজয়। না—না, আমি ইন্দ্র-প্রতিযোগিতা অভ্যাস ক'রে—তক্ষককে ধরবো; এই ইন্দ্রকে আমার শাসন করা চাই।

উতঙ্ক। এতে ইন্দ্রও শাসিত হবে, মহারাজ! তবে আপনি স্বহস্তে সে অপমানের প্রতিশোধ নিতে চান—সে ত আর পলায় নাই, অন্যক্ষেত্রে ক'রবেন—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা। এ ক্ষেত্রে ইন্দ্র আপনার শত্রু, না তক্ষক আপনার শত্রু?

জনমেজয়। তক্ষকই; কিন্তু এই ইন্দ্রকে ধর্‌তে পার্‌লে—ইন্দ্র, তক্ষক দুজনকেই এক সঙ্গে পাওয়া যাবে।

উতঙ্ক। তার এমন কি নিশ্চয়তা? হিরণ্যবাহুকে ত ধর্‌লেন—তক্ষককে পেলেন কি? সে শৃঙ্গী ঋষির আশ্রয় নিলে; তাঁর আশ্রম অবরোধ কর্‌লেন—তক্ষক ধরা পড়্‌লো না—ইন্দ্রের আশ্রয়ে গেল; আবার এই ইন্দ্রকে ধর্‌লে—সে যে ব্রহ্মলোকে গিয়ে না উঠ্‌বে, তাই কে বল্‌তে পারে? আপনার ও ইন্দ্র-প্রতিযোগী বিদ্যা- শুদ্ধ ইন্দ্র শাসনে, এ তক্ষক দমনে কার্য্যকরী হবে না, মহারাজ! তক্ষক দমনে আমার এই মহাবিদ্যা,—এর আকর্ষণে—ব্রহ্মলোক, শিবলোক, গোলোক কোথাও দাঁড়াবার স্থান নাই। যজ্ঞের আয়োজন ক'রে দেন—আমি তক্ষক বংশকে বিনা আয়াসে আপনার সাম্‌নে বলি দিচ্ছি।

সুবর্ণ। তা হয় না, ব্রাহ্মণ! একজনের অপরাধে একটা বংশের ধ্বংস—এ বিধান রাক্ষসের, মানবের নয়।

বপুষ্টমা। অতিমানবের; এক কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অপরাধে ধরণী ত্রিসপ্তবার নিঃক্ষত্রিয়া হ'য়ে গেছে—অতিমানব রামের কুঠারে; অবতার তালিকায় যিনি ষষ্ঠ।

সুবর্ণ। মহারাজ পৌষ্য! তুমিও কি এই জিঘাংসা স্থিরচিত্তে অনুমোদন কর?

পৌষ্য। উপায় কি? কর্ত্তব্য।

সুবর্ণ। কর্ত্তব্যানুরোধে অধর্ম্মে সম্মতি দেবে?

পৌষ্য। অধর্ম্ম স্পষ্টাক্ষরে জেনেও, মহামতি ভীষ্ম কুরুপক্ষে অস্ত্র ধ'রে গেছেন।

সুবর্ণ। মহারাজ জনমেজয়—

জনমেজয়। আমার মধ্যে এখনও স্বতন্ত্র পৃথক স্বত্বার উন্মেষ হয় নাই, কাশীরাজ!

সুবর্ণ। নাগকন্যা! তোমার কিছু বল্‌বার নাই?

তন্বী। [ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া] না, বাবা! আমার আর কিছু বল্‌বার নাই; এখন স্বামীর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আমি কুলাঙ্গনা।

উতঙ্ক। [সাগ্রহে] নাগযজ্ঞ?

পৌষ্য। নাগযজ্ঞ।

জনমেজয়। আমি কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গেই অশ্বমেধ চাই, ব্রাহ্মণ!

উতঙ্ক। অবশ্য পাবেন; অশ্বমেধ—নরমেধ—এই উতঙ্কমেধ পর্য্যন্ত।

[নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নাগপুরী

বাসুকী ও এলাপত্র।

বাসুকী। এলাপত্র! এত চেষ্টা—সকলি বিফল।
এত যত্ন—সব পণ্ডশ্রম।
পড়িল পুরুষকার দৈব পদতলে
মূর্চ্ছিত, নিস্তেজ, নির্ব্বাক্‌, অসাড়।
জ্বলিল রে যজ্ঞানল,
জ্বলিল রে মাতৃ শাপানল,
জ্বলিল এ পন্নগ বংশের
ধ্বংসকারী চিতা;
হোতা সেই উতঙ্ক ব্রাহ্মণ
চিতা পার্শ্বে শ্মশান-চণ্ডাল।
এলাপত্র! কুলাঙ্গার আমি—
নাগবংশ নারিনু রাখিতে।

এলাপত্র। কুলের ভূষণ তুমি,
করিয়াছ চেষ্টা বিধি মতে—
জীবের সাধ্যের যাহা;
অদৃষ্টের গতিরোধে—দায়ী নও তুমি।

ত্যজ দাদা—বৃথা ও আক্ষেপ,
দূর কর—অকৃতকার্য্যের দুঃখ,
মরিতে দাঁড়াই এস—
বীর-ভাবে, স্ফীতবক্ষে
সমগ্র পন্নগ বংশ।

বাসুকী। এখন' উপায় ছিল
এ অনল নিবারণে, ভাই!
যদি যাই তক্ষকে লইয়া—বলি দিতে,
জন্মেজয় উতঙ্কের প্রতিহিংসা যূপে।
এলাপত্র! রাখিব পন্নগ বংশ?
দিব রে তক্ষকে?

এলাপত্র। কখন' না।
ভস্ম হোক্ নাগ বংশ—ক্রোধযজ্ঞে,
প্রতিহিংসা মন্ত্র আকর্ষণে;
নাগরাজ বাসুকীর অবনত শির
দেখিব না কিছুতেই মোরা;
দিব না তক্ষকে দিতে
নাগবংশে এক প্রাণী জীবিত থাকিতে।

[ভীষণ আর্ত্তনাদে নাগগণ আসিয়া বাসুকীর পদপ্রান্তে পড়িল।]

নাগগণ। নাগরাজ! ভীষণ অনল!
মহা আকর্ষণ! কেমনে নিস্তার পাই?

বাসুকী। এলাপত্র! এখনও বুঝে দেখ, ভাই!
এই সব নাগগণ—
সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী,

সম্পদ-সহায়, বিপদ বান্ধব,
বাসুকীর বক্ষ অস্থি;
এখনও পারিবে রাখিতে;—
কি করি রে—বল্? দিয়ে দি তক্ষকে।

এলাপত্র। নাগগণ!
আদর্শ জীবন তোমাদের প্রত্যেকের
জানি আমি ভাল মতে;
রাজভক্ত সকলে তোমরা,
রাজার সম্মান কল্পে—
দেখি নি রাখিতে তুচ্ছ জীবনে মমতা
তোমাদের কাকেও কখন'।
কিন্তু আজ—তোমাদের স্নেহে—
নাগরাজ বাসুকীর শির নত হয়;
পারিবে না তাঁহারে রাখিতে?
পারিবে না অনলে পুড়িতে?
পারিবে না মরণে বরিতে
স্বেচ্ছায় সাগ্রহে?

নাগগণ। [দৃঢ় হইয়া]
চাই না নিস্তার—বীর বংশধর মোরা—
মরিব স্বেচ্ছায়—বিদায়—বিদায়—
[বাসুকীকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

বাসুকী। [উন্মত্তভাবে]
জ্বল্ রে প্রলয়ানল দাউ—দাউ—দাউ—
বিশ্বগ্রাসী বদন বিস্তারি,

তোল্ রে ধ্বংসের চিতা পন্নগ-বংশের
চৌদিকে সহস্র শিখা—
নহি ভীত ভ্রূকুটীতে তোর
পশিব সে জ্বালার গহ্বরে ;
পাষাণে বাঁধিনু হিয়া—
দিব না তক্ষকে শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত।

বাসুকী-পুত্রগণ ছুটিয়া আসিল।

বাসুকীপুত্র। পিতা! পিতা! কি ভীষণ মন্ত্র আবাহন!
দাঁড়াতে পারি না আর—
মরণের মহা আকর্ষণ।

বাসুকী। [মুখ ফিরাইয়া]
চ'লে যারে—চ'লে যারে—
অবোধ আত্মজগণ!
সতৃষ্ণ নয়ন—সকরুণ ভাষা—
সব বৃথা হেথা ;
বাসুকী এখন প্রস্তর মূরতি ;—
নাই প্রাণ—নাই হৃদি—
নাই তায় কোন অনুভূতি ;
আছে শুদ্ধ এক অটল প্রতিজ্ঞা—
পুত্র, মিত্র, বন্ধু, জায়া সব দেব—
দেব না তক্ষকে।

বাসুকীপুত্র। ধন্য মোরা দৃঢ়ব্রত বাসুকী আত্মজ।
চলিলাম—বিদায় শ্রীপায়,

শেষ দেখা পিতা জনমের মত ;
জীবনের শোধ প্রণাম চরণে।

[বাসুকীকে প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান।

বাসুকী। বাসুকী! বাসুকী! কি কর? কি কর?
দৃঢ় পদে দাঁড়াও ভূপৃষ্ঠে,
রুদ্ধ কর—স্নেহ দ্বার
রক্ত চক্ষু বিস্ফারিত করি ;
নিবার রে মায়ার কম্পন
দন্তে দন্ত চাপি।

আর্ত্তভাবে বক্র উপস্থিত।

বক্র। জ্যেষ্ঠ তাত—

বাসুকী। বক্র!

বক্র। আর যে তিষ্ঠিতে নারি!
কেশমুষ্টি ধরি মন্ত্র করে আকর্ষণ!
ওই শোন ঘন ঘন হয় উচ্চারণ—
স্বাহা—স্বাহা—তক্ষকাত্মজ বক্রের নামে!
বন্ বন্ ঘূর্ণ্যমান ধরা,
অন্ধকার হেরি চারিদিক ;
অগ্নিশিখা—আপাদ মস্তকে।
জ্বলে গেল—জ্বলে গেল সব—
জ্যেষ্ঠ তাত—

বাসুকী [বক্ষে ধরিয়া]
বাবা—বাবা—

বক্র। কি ভীষণ রুদ্র যজ্ঞানল!
পার্শ্বে তার অগ্নিমুখ কি চণ্ড ব্রাহ্মণ!
কি তীব্র জীবন্ত তার
লহ লহ রসনায়
স্বাহা—স্বাহা উচ্চারণ!
পারিব না—পারিব না পুড়িতে অনলে,
পারিব না জীবন্তে দহিতে;
রক্ষা কর—রক্ষা কর—জ্যেষ্ঠ তাত!
রাখ গো লুকায়ে মোরে!

বাসুকী। [শিথিলভাবে]
এলাপত্র!
আর পারিনু না, ভাই!
ভেঙ্গে গেল ধৈর্য্য বাঁধ.
মানিল না রক্তচক্ষু—মায়া;
সহিল না হৃদয় দৃঢ়তা।
প্রতিজ্ঞা করিনু ভঙ্গ—দিব রে তক্ষকে।

এলাপত্র। দাদা—

বাসুকী। দিব রে তক্ষকে,
কোন কথা শুনিব না আর;
কুসীদ অধিক প্রিয় মূলধন হ'তে;—
যাক্ ভ্রাতা—
ভ্রাতুষ্পুত্র বক্ষে থাক মোর।
যারে তুই এই দণ্ডে হস্তিনায়,
ব'লে আয় রাজা জন্মেজয়ে—

যজ্ঞানল—করুন বারণ
যথা ইচ্ছা করিবেন, দিবরে তক্ষকে।

নয়ননীলা উপস্থিত।

নীলা। নাগরাজ! একি হেরি আজ!

বাসুকী। দিব মা তক্ষকে ;
নহি আর নাগরাজ আমি।

নীলা। এর জন্য সেধেছিনু কাতর বিনয়ে
ওই দৃঢ় পদ প্রান্তে কত,
হয় কি স্মরণ?

বাসুকী। তখন বুঝি নি, মাতা—
ভ্রাতা হ'তে ভ্রাতুষ্পুত্র এত বুকভরা ;

নীলা। বক্র! তোমার আবার একি?
কোথা গেল সে দৃঢ়তা?
তুমি না পিতার পুত্র?

বক্র। মাতা—

নীলা। চুপ্—নহি মাতা,
পুত্র মুণ্ড বিঘাতিনী
আমি সে কক্রুর বধূ ;
ধরিয়াছি নিজ মূর্ত্তি আজ।
এসেছিস্ কোথায় লুকাতে, মূঢ়!
কলঙ্কের কদর্য্য আঁধারে?
এত প্রাণ ভয়?
যজ্ঞানলে এত বিভীষিকা?
ডেকেছিনু কত ত তখন—

আয় রে লুকায়ে রাখি
জননীর স্নেহভরা বুকে !
এলি কি ? এলি কি ওরে !
এখন হয় না আর,
রোধিয়াছি হৃদিদ্বার
লৌহময় পত্নীত্ব কবাটে !
এখন শ্রবণ রুদ্ধ,
এখন নয়নে উল্কা,
এখন জ্বলন্ত ভাষা—
হোস্ যদি তক্ষক আত্মজ
ছেড়ে দে অঞ্চল,
ছুটে যা রে যজ্ঞভূমে,
ঝাঁপ দে রে সহাস্যে সে যজ্ঞ-চিতানলে ;
হ' তুই পিতার পুত্র—
আমিও স্বামীর স্ত্রী—জগতে দেখাই।

বক্র। [বাসুকীকে ছাড়িয়া]
যাই—যাই—ঠিক—ঠিক
আমি যে পিতার পুত্র !
নাগরাজ ! বিদায় চরণে। [প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যত]

বাসুকী। কোথা যাস্—কোথা যাস্ প্রাণাধিক ?

বক্র। যজ্ঞানলে—জীবন প্রদানে,
পুত্রত্ব প্রতিপালনে ;
মহানন্দে শান্তির আলয়ে।

[প্রস্থান।

বাসুকী। ওহো! কি করিলি—কি করিলি—
পুত্রহন্ত্রী পিশাচী রাক্ষসী ?

নীলা। রক্ষা— রক্ষা—পতিবাক্য রক্ষা—
করিনু তোমায় রক্ষা—
করিনু তোমার—উদ্‌যাপন প্রায়
ভ্রাতৃত্ব ব্রতের রক্ষা ;—
নিজ বক্ষ চূরমার ক'রে
নিজরক্ত নিজে পান ক'রে
অভিনব ছিন্নমস্তা হ'য়ে।

[প্রস্থান।

বাসুকী। কোথা মাত কদ্রু দেবী !
কোন্ মহাশূন্যে তুমি আজ ?
যেথা থাক,—কর আশীর্ব্বাদ—
করিনু সফল তব অভিশাপ বাণী ;—
পোড়াইনু দাঁড়ায়ে সহাস্যে
তোমার আত্মজগণে।
যেমন জননী তুমি—
পুত্র আমি ঠিক সেই মত।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

সুবর্ণবর্ম্মার হাত ধরিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে কুসুমতন্বী।

তন্বী। বাবা! তুমি এইখানটীতে ব'স, বেশ স্থির হ'য়ে ব'স; আমি একখানি গান শোনাব তোমায়! ভারী সুন্দর এ গানটা! এর রাগিণী হ'চ্ছে—তাইতো কি রাগিণী! মনে আস্‌ছে না তো! আশাবরী? না না—নিরাশায় ভরা; ইমন কল্যাণ? তাই বা কি ক'রে? অকল্যাণে ছাওয়া যে! জয় জয়ন্তী? দূর—পরাজয়ের ভগ্ন-কণ্ঠে গাওয়া। যাক্ গে—রাগিণী; তালটা হচ্ছে—দূর ছাই তাও তো এলোমেলো দেখ্‌ছি! চুলোয় যাক্—রাগিণী, তাল; গানটা গেয়েছিল—মনে আছে—দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষণা কুরুবংশ ধ্বংসের সময় যদুবংশের অন্তঃপুরে ব'সে; আমার বর্ত্তমানের সঙ্গে এর বেশ চমৎকার মিল। শোন—[গীতোদ্যম]

প্রতিহিংসা পিপাসু মূর্ত্তিতে দ্রুতপদে বপুষ্টমা উপস্থিত।

বপুষ্টমা। তন্বী! তন্বী! এখানে কি কর্‌ছিস্? যজ্ঞ দেখ্‌বি না? মহারাজ জনমেজয়ের নাগযজ্ঞ! মহারাজের আদরিণী রাণী! আয়—আয়—

সুবর্ণ। দূর হ, দূর হ—সর্ব্বনাশী।

বপুষ্টমা। এ যজ্ঞ দেখবার! চক্ষু সার্থক হবে তোর! এক পার্শ্বে দেশের যত রাজা, মহারাজা—অন্য পার্শ্বে ঋষি, তপস্বী, সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতি মাঝখানে মন্ত্রঃপূত বিরাট্ অগ্নিকুণ্ড; সেই আগুনের আশে, পাশে, উর্দ্ধে দশদিকে নাগবংশ—তোর পিতৃবংশ পরিত্রাহি চীৎকার কর্‌ছে, আগুনে

পড়্‌ছে— আর সঙ্গে সঙ্গে হা-হা-হা—ভারী মজা ; দেখ্‌বার এমন মনোহর দৃশ্য আর পাবি না ! দেখ্‌বি আয়—দেখ্‌বি আয়—

[প্রস্থান ।

সুবর্ণ। রাক্ষসী ! রাক্ষসী ! [তন্বীর প্রতি সস্নেহে] মা—মা—

তন্বী থাক্ বাবা—আর গান শুনে কাজ নাই। গানে অনেক ঝঞ্ঝাট্, রাগিণী—তাল ; তার চেয়ে একটু নৃত্য দেখাই তোমায়। তৃতীয় পাণ্ডব পার্থ যখন বৃহন্নলারূপে বিরাট গৃহে ছিল, এই নৃত্য একদিন আত্মহারা হ'য়ে উত্তরাকে দেখিয়ে ফেলেছিল ;—লজ্জা, গ্লানি, অনুতাপ, অবসাদের সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রতিহিংসার উত্তেজনায় মাখামাখি। দেখ—[নৃত্যোদ্যম]

বপুষ্টমার পুনঃ প্রবেশ ।

বপুষ্টমা। তন্বী ! তন্বী ! বক্র কে হয় তোর ? বক্র—

সুবর্ণ। আবার ! আবার, কুহকিনী !

বপুষ্টমা। ভাই হয়—সহোদর—না ? কর্‌ছিস কি ? দেখ্‌বি আয়—সে এসেছে যে এইবার ! চোখে শতধারা ! মুখে অজস্র কাকুতি—রক্ষা কর—রক্ষা কর—[কৃত্রিম দুঃখে] আহা—হা—মরে যাই ! দেখা কর্‌বি না একবার ? ভাই বোনে ? শেষের দেখা ? দেখা কর্‌তে হয় ! আয়—আয়—

[প্রস্থান ।

সুবর্ণ। জিব উপ্‌ড়ে নেব ; কোথা যাবি কালামুখী—[অনুসরণোদ্যত]

তন্বী। [হাত ধরিয়া] থাক্, বাবা ! আর নৃত্য দেখেও কাজ নাই ; যা নৃত্য দেখ্‌ছো—ওর চেয়ে নৃত্যকলা আমার শিক্ষা নাই। তুমি ব'স, তোমার পাশটীতে আমিও বসি,—একটা গল্প বলি শোন ;—ভারী মজার গল্প। কান্না হাসি, প্রতিহিংসা-আত্মবলি সব পাবে এ গল্পে। আমি ব'লে যাই—তুমি মাঝে মাঝে হুঁ দিয়ে যেয়ো। এক ছিল—

বপুষ্টমা পুনঃ উপস্থিত ।

বপুষ্টমা। একবার থাম তম্বী—গল্প আরম্ভ কর্‌বি তুই—আমার গল্পটার আর এক ছত্র বাকী আছে—আগে শুনে নে। [দৃঢ় কণ্ঠে] এইবার তোর তক্ষকের নামে পূর্ণাহুতির উদ্যোগ হ'চ্ছে। বাস —শেষ।

তম্বী। বাবা—বাবা—[আর সহ্য করিতে পারিল না, সুবর্ণবর্ম্মার বুকে ঢলিয়া পড়িল।]

সুবর্ণ। কি কর্‌লি? কি কর্‌লি, কুলনাশিনী!

বপুষ্টমা। প্রতিহিংসা সাধন।

সুবর্ণ। প্রতিহিংসা সাধন এ নাগ যজ্ঞের অধ্যায়েই শেষ হবে না— এর পর যে জনমেজয়ের অশ্বমেধ আস্‌ছে!

বপুষ্টমা। জানি—আমি থাকতে পাব না; আমি গোড়ায় ভুল করেছি;—সাবিত্রী দেবীর পাশে প্রকারান্তরে অনন্যমানসা সতীত্বের বর নিয়ে ফেলেছি। হিরণ্যকাশপুও প্রকারান্তরে অমর হয়েছিল, রাবণও তাই,—কিন্তু কেউ নাই. যেখানকার জয়-বিজয় সেইখানেই। আমিও থাকতে পাবো না· যে কটা দিন থাকি, ফণা নুইয়ে নীচের প'ড়ে থাকি কেন? কেমন তম্বী! আমি সতীন—আমি অপ্সরা—আমি রক্ষিতা!

[প্রস্থান।

তম্বী। [দৃঢ় হইয়া] বাবা! বাবা! আর আমি এখানে থাকবো না; আমি তীর্থে যাব। তোমার কাশী না কি পরম পুণ্য তীর্থ! আমি আগে সেইখানেই যাব; আমায় নিয়ে চল—এখনই। কি ভাবছো? সম্রাটের বিনা সম্মতিতে?—তার জন্য সম্রাট আমায় যা দণ্ড দিতে চান— দেবেন; তুমি এক মুঠো খেতে দিতে পার্‌বে না আমায়? না পার—পাতাল প্রবেশ আমার হাতে। আমি কুলাঙ্গনা—আমি সহধর্ম্মিনী—আমি স্ত্রী।

[সুবর্ণবর্ম্মাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

যজ্ঞাগার

[একপার্শ্বে হস্তিনার করদ মিত্র রাজগণ, অন্য পার্শ্বে ঋষি, তপস্বী, ব্রাহ্মণ সদস্যগণ, মধ্যস্থলে যজ্ঞকুণ্ড, তাহাতে আহুতিদান-নিরত ঋত্বিকগণ, তাঁহাদের নেতা উতঙ্ক ; যজ্ঞকর্ত্তার আসনে জনমেজয় ও তৎসন্নিহিত পৃথক্ আসনে পৌষ্য।]

উতঙ্ক। এইবার আহুতি দাও, ঋত্বিকগণ! অস্মিন্ নাগধ্বংস মহাযজ্ঞে তক্ষকম্ দহ দহ—

ঋত্বিকগণ। স্বাহা। [আহুতি প্রদান]

জনমেজয়। কই ব্রাহ্মণ! তক্ষক কই? এই আপনার মন্ত্রশক্তি? এই সাহসে আপনি আমায় ইন্দ্র-প্রতিযোগিতা বিদ্যাভ্যাসে বাধা দিলেন?

উতঙ্ক। ও—ভুল হ'য়ে গেছে মহারাজ! তক্ষক ইন্দ্রের আশ্রয়ে! এইবার দেখুন ;—আহুতি দাও, ঋত্বিকগণ! অস্মিন্ নাগধ্বংস মহাযজ্ঞে সহ ইন্দ্র তক্ষকম্ দহ দহ—

ঋত্বিকগণ। [আহুতি প্রদানে উদ্যত]

উর্দ্ধে সিংহাসনসহ ইন্দ্রের আবির্ভাব তৎসংলগ্ন তক্ষক।

ইন্দ্র। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—কি কর, তক্ষক!
রাখিয়াছি যতদূর সাধ্য ছিল মোর,
আর এবে ক্ষমতা অতীত ;
ইন্দ্রপাত হয়—সৃষ্টি যায়—ছেড়ে দাও।

তক্ষক। [সিংহাসন ছাড়িয়া]
যাও ; কিন্তু বুঝিনু না—
তক্ষকে রাখিতে
অসমর্থ আজ বজ্রও পর্য্যন্ত !

ইন্দ্র। বজ্র যে জাতির অস্থিতে নির্ম্মিত
সেই যে বিরুদ্ধে !
কি করিতে পারি আমি আর ?
শুধু জনমেজয় যদি হ'তো বাদী—
দিয়াছিনু অযাচিত আদরে আশ্রয়,—
পরিচয় দিতাম বজ্রের ;
দেখাতাম জন্মেজয়ে
দিক্‌পালপতি ইন্দ্রের মূরতি।
কিন্তু হ'লো বিপরীত ;
অন্তরাল করি তারে
পুরোভাগে দাঁড়াল ব্রাহ্মণ।
আয়ুধ—ঋষির সিদ্ধ মন্ত্র ধরি ;
রোধিতে তাহার গতি
বজ্রে কোথা সে শকতি !
ধরিয়ো না ত্রুটী বাসবের ;
জানি আমি আত্মত্যাগ আশ্রিত রক্ষায়,
কিন্তু কি ফল এ আত্মত্যাগে ?
রাখিতে ত পারিব না তোমারে, ধীমান্ !
বৃথা কার্য্যে আত্মত্যাগ—
সেও যে নীতি-বিরুদ্ধ !

আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই—
পাও পরিত্রাণ—মহাশক্তি অনুগ্রহে।

[স্বর্গে গমন।

উতঙ্ক। হা—হা—হা—হা—মন্ত্রশক্তি দেখ্ছেন, মহারাজ! ঐ সেই তক্ষক— আপনার পিতৃ হন্তা ; নিরাশ্রয়, নিশ্চল, নির্নিমেষ—

জনমেজয়। তক্ষক! স্মরণ হয়—মহারাজ পরীক্ষিতের শিরে দংশন?

উতঙ্ক। কুণ্ডল অপহরণ—তক্ষক! উতঙ্কের কুণ্ডল? তার উপর তিরস্কার—

তক্ষক। [উদ্দেশে] দাদা! আর রক্ষা নাই—
দুঃখ নাই তাতে ;
আমার জীবনপাতে ভ্রূক্ষেপ করি না।
তোমার সে আত্মত্যাগ,
তোমার সে অভিনব সাধুর প্রয়াস
বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে কনিষ্ঠ নিস্তারে—
হইল বিফল,
হ'ল উপেক্ষিত প্রকৃতির পাশে,—
এই মহা আক্ষেপ আমার।

জনমেজয়। [উদ্দেশে] পিতা! পিতা! কোন্ উদ্ভ্রান্ত-ভ্রমণশীল বায়বীয় সূক্ষ্মদেহে আপনি? একবার স্থূলদেহ নিয়ে মূর্ত্তিমান হ'য়ে আস্তে পারেন, দেব! আমার বড় ইচ্ছা—আপনাকে প্রত্যক্ষ দেখাই—সেই পাপিষ্ঠ তক্ষকের পরিণতি। আহুতি দান করুন ব্রাহ্মণ! আর ও পাপ-মূর্ত্তি চক্ষের সমক্ষে অসহ্য।

উতঙ্ক। আমারও তাই, মহারাজ! আহুতি দাও, ঋত্বিকগণ! অস্মিন্ নাগধ্বংস মহা যজ্ঞে তক্ষকম্ দহ দহ—

সবেগে নয়ননীলা উপস্থিত।

নীলা। মহারাজ জনমেজয়—

জনমেজয়। কি চাও ?

নীলা। সিঁথীর সিঁদুর।

জনমেজয়। পাবে না।

নীলা। তুমি আমার পুত্রদের নিয়েছ—প্রাণখানা মরুভূমি ক'রেছ—সে মহা ধূ ধূ কারের একটী শিশিরবিন্দু, একমাত্র সান্ত্বনা—স্বামী ;—আর নিয়ো না।

জনমেজয়। শ্মশানে দুঃখ নিবেদনে কোন ফল নাই, পতিপ্রার্থিনী! সে বক্ষ-পঞ্জর কি সিঁদুর নোয়া সর্ব্ব বিষয়েই সমান বধির। সর্ব্ব ত্যাগিনী! তোমার পাতিব্রত্য অতুলনীয়—কিন্তু উপায় নাই ; পিতৃহারার দাহন।

নীলা। পিতৃহারার প্রতিহিংসা কি এখনও পূর্ণ হয় নি, রাজা? আমার প্রাণের মধ্যে খুঁজে দেখ—সব পুড়ে গেছে ; আর পোড়াবার এক গাছি তৃণও নাই।

জনমেজয়। তবুও আমার প্রাণে দেখ, পতিব্রতে—এখনও সে অনল যা ছিল তাই।

নীলা। রমণীর অশ্রুতে যে দাবানল নিভে যায়, রাজা!

জনমেজয়। এ বাড়বানল, রমণী! জলেও জ্বলে।

নীলা। পায়ে ধরি—পায়ে ধরি—[পতন]

জনমেজয়। পাবে না। দেন্ ব্রাহ্মণ, আহুতি।

নীলা। রাজা! ওঃ—কি তুমি ?

জনমেজয়। রাক্ষস। ব্রাহ্মণ—

নীলা। স্বামী! স্বামী! তোমার রক্ষায় পুত্রদের দিয়েছি ; আর পারলুম না— নিজেকেও দিলুম। [যজ্ঞকুণ্ডে ঝম্পপ্রদান]

তক্ষক। নীলা—নীলা—

পৌষ্য। [চমকিত হইয়া] কি করলুম! কি করলুম! জীবনব্যাপি সাধনা ক'রে এসে সে ব্রত উজ্জাপন করলুম— পতিব্রতা রমণী হত্যায়! মহারাজ জনমেজয়! আমি না হয় পরীক্ষিতের মৃত্যু চক্ষে দেখেছি— সেই দৃশ্যেই মগ্ন ছিলাম ; আপনি করলেন কি—কানে মাত্র শুনে!

জনমেজয়। আহুতি দিয়ে দেন, ব্রাহ্মণ! দেখ্‌ছেন কি ? মন্দ কি হয়েছে ; পতি-পত্নী এক সঙ্গেই—

উতঙ্ক। অগ্নিন—

পৌষ্য। আহুতি রাখ, ব্রাহ্মণ! আর আহুতির আবশ্যক নাই।

জনমেজয়। অত্যাবশ্যক এই আহুতির, ব্রাহ্মণ! এতক্ষণ ত যা হ'লো পণ্ডশ্রম ; এইবার আমার পিতৃহন্তা তক্ষক—স্বচ্ছন্দে আহুতি দেন্। [পৌষ্যের প্রতি] কেন বিচলিত হচ্ছেন আপনি ? আপনি না এ যজ্ঞের সম্মতি দাতা ?

পৌষ্য। আমি কল্পনা করতে পারি নাই, মহারাজ—এ নিষ্ঠুর হত্যা-কাণ্ডের বীভৎস দৃশ্য।

জনমেজয়। হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতায় বিচলিত—আপনি, ক্ষত্রিয়!

পৌষ্য। ক্ষত্রিয়ের হত্যাকাণ্ডে আর এ হত্যাকাণ্ডে অনেক প্রভেদ, মহারাজ! ক্ষত্রিয় আমরা, হত্যা করি—হাতে অস্ত্র দিয়ে, পলায়নের সুযোগ দিয়ে, আর্ত্ত শারণাগত বিচার ক'রে ; কিন্তু এ হত্যা— নিরস্ত্র পলায়িতের কেশাকর্ষণে আর্ত্ত শরণাগতের অশ্রুজল উপেক্ষায়, শিশু—বৃদ্ধ— রমণী নির্ব্বিশেষে। নৃশংসতায় ব্রাহ্মণ হ'তে ক্ষত্রিয় অনেক গুণে কম।

রক্ষা করুন, মহারাজ! আর ব্রাহ্মণের প্রতিহিংসার পোষকতা ক'রে ক্ষত্রিয়ত্বে কলঙ্ক নেবেন না; যজ্ঞ বন্ধ করুন।

জনমেজয়। এখন! এ আপনি কি বল্ছেন? আপনি না মহারাজ পরীক্ষিতের শোচনীয় মৃত্যু স্বচক্ষে দেখেছেন? সেই প্রতিহিংসায় আমায় বাল্যাবধি দৃঢ়তা একাগ্রতার বীজ দিয়ে তৈরী ক'রে আস্ছেন? তার শিথিলতায়, আমি আপনার কাছে তিরস্কৃত পর্য্যন্ত হয়েছি? এখন সেই তক্ষক সম্মুখে--যজ্ঞ বন্ধ করুন! আপনি মহারাজ পরীক্ষিতের সমপ্রাণ সখা?

পৌষ্য। এ আর দেখা যায় না, মহারাজ! নাগ জাতির রক্ত মেদে যজ্ঞকুণ্ড হ'তে নদী নির্গত হ'চ্ছে, অস্থি-কঙ্কালের ভস্ম স্তূপে পর্ব্বতের আকার ধারণ ক'রেছে--গগন বিদারী হাহাকারে বায়ুর গতি রুদ্ধ; তাতেও আমি বিচলিত হই নাই;—কিন্তু ঐ রমণী—ওর কাছে আমি অপরাধী। আমি সন্ধি করেছিলাম—ওর সন্তানদের বুকে ক'রে রাখ্‌বো; আমি সে সন্ধির অপলাপ করেছি;—ওর পুত্রদের আজ্ঞা দিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছি;-একমাত্র কন্যায় বুকে নিয়েছিলাম—সেও আজ ভাগ্যদোষে স্থানচ্যুতা—তীর্থ-বাসিনী। অবশেষে নিজে—এই চোখের ওপর-- ওঃ আর না, মহারাজ! আমি আমার এ প্রবঞ্চনার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই—আমার চির-পোষিত ব্রত ভঙ্গ ক'রে। জীবন্তে হয় নাই, মৃতার ইচ্ছা পূর্ণ করুন—পতিব্রতার পতিকে পরিত্রাণ দেন; সে স্বর্গ হ'তেও দেখুক্—তার স্বামী মুক্ত। এর জন্য যদি আমার পরীক্ষিত-সখ্যের অপলাপ হয়—আমি জন্ম-জন্মান্তর নরকে বাস কর্‌বো; আহুতি বন্ধ করুন।

জনমেজয়। আহুতি দান করুন, ব্রাহ্মণ! আমি মহারাজ পরীক্ষিতের আত্মজ—আমি সে আত্মজত্বের অপলাপ ক'রে নরকস্থ হ'তে পার্‌বো না।

উতঙ্ক। অগ্নিন—

পৌষ্য। [ক্রুদ্ধ হইয়া] সাবধান, উতঙ্ক !

জনমেজয়। নির্ভয়, ব্রাহ্মণ !

উতঙ্ক। অস্মিন নাগ ধ্বংস মহাযজ্ঞে—

পৌষ্য। তুমি ব্রাহ্মণ নও—শ্মশান চণ্ডালেরও অধম ; চণ্ডাল শব দাহ করে—তুমি জীবন্তে পোড়াও ; তোমার হত্যায় পাপ নাই। তোমার মুণ্ড এই যজ্ঞকুণ্ডের পূর্ণাহুতি'; [হননোদ্যত]

জনমেজয়। [অস্ত্রে বাধা দিয়া] আপনার গতিরোধেও আমার ইতস্ততঃ নাই। আপনিও মহারাজ পরীক্ষিতের সে সমপ্রাণ সখা নন্ ; আপনি কোন ছদ্মবেশী—তাঁকে হত্যা ক'রে তাঁর মূর্ত্তি ধ'রে তাঁর চির-পোষিত সঙ্কল্পে বাধা দিতে এসেছেন।

পৌষ্য। [হতাশভাবে] মহারাজ জনমেজয় ! তা হ'লে বিদায়—জন্মের মত। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান অন্য কোথাও আছে কি না দেখি।

[প্রস্থান।

জনমেজয়। [ক্ষণেক বিচলিত হইয়া পুনঃ দৃঢ়ভাবে] আহুতি দেন, ব্রাহ্মণ !

উতঙ্ক। অস্মিন নাগধ্বংস মহাযজ্ঞে তক্ষকম্ দহ দহ—

বাসুকী ছুটিয়া আসিলেন

বাসুকী। ব্রাহ্মণ ! ভিক্ষা

উতঙ্ক। তক্ষকের জীবন ?

বাসুকী। না ; একটী শব্দের পরিবর্ত্তন ;—ঐ তোমার তক্ষকম্ দহ-র পরিবর্ত্তে বাসুকীং দহ—এই মাত্র।

উতঙ্ক। এ আহুতি তক্ষকের নামেই গ্রহণ করা হয়েছে, নাগরাজ! পরিবর্ত্তন হয় না।

বাসুকী। হয়, ব্রাহ্মণ! তুমি ইচ্ছা করলেই; এতে এমন কিছু তোমার যজ্ঞ অশুদ্ধ হবে না। আমি ত তক্ষককে চাচ্ছি না! আমি বল্‌ছি—আগে আমায় আহুতি দাও,—তারপর তক্ষক।

উতঙ্ক। নাগরাজ বাসুকী! তোমায় জীবিত রাখা আমাদের একান্ত ইচ্ছা; কেন আপনা হ'তে বিপন্ন কর্‌তে আস্‌ছো নিজের অমূল্য জীবনটা?

বাসুকী। নিজের জীবন! ব্রাহ্মণ! ও কঙ্কাল-স্তূপ কাদের জানো? ও সমুদ্র প্রমাণ রক্তধারা? বাসুকীর জীবনের চেয়েও যারা—তাদের। ওদের তুলনায় আমার কাছে নিজের জীবন অনেক নীচে। ও অনুগ্রহ আর কর্‌তে হ'বে না তোমাদের; তুমি অসঙ্কোচে গ্রহণ কর আমায়।

উতঙ্ক। যাও রাজা এখান হ'তে—আত্মীয় বিচ্ছেদে তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত; নিজের জীবন চাও না—তুমি উন্মাদ।

বাসুকী হাঁ, ব্রাহ্মণ! সত্যই আমি উন্মাদ; তবে আত্মীয় বিচ্ছেদে নয়—ব্রাহ্মণের প্রতিহিংসা দেখে। অনুগ্রহ কর, আমায় প্রকৃতিস্থ কর; ব্রাহ্মণের সেই শান্ত শুদ্ধ ক্ষমা গুণ দেখাও;—আমি কৃতাঞ্জলি।

উতঙ্ক। কিছুতে কোন ফল হবে না, রাজা! তুমি তোমার মঙ্গল না বুঝ্‌লেও—আমরা তোমায় রাখ্‌বো।

বাসুকী। তা পার্‌বে না, ব্রাহ্মণ! তোমরা রাখ্‌তে এলেও—থাকা না থাকা—সে আমার ইচ্ছা-সাপেক্ষ। বরণ কর্‌বে না—আমি তোমার অযাচিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর্‌লাম। তক্ষক! আক্ষেপ করিস্ না—আমার জ্যেষ্ঠত্ব রক্ষা—আমি তোর আগে চল্লাম। [যজ্ঞানলে ঝম্পোদ্যত]

তক্ষক। দাদা—দাদা—

জনমেজয়। [বাহুপাশে বাসুকীকে ধরিয়া] স্থির হও, উন্মাদ!

উতঙ্ক। এই অবসর, আহুতি দিয়ে দাও ঋত্বিকগণ—অস্মিন নাগধ্বংস মহাযজ্ঞে তক্ষকম্ দহ—দহ—

ঋত্বিকগণ। স্বাহা। [আহুতি দান]

তক্ষক। দাদা! শেষ! প্রণাম চরণে। [অগ্নিকুণ্ডে পতনোদ্যত]

আস্তিক উপস্থিত—তৎপশ্চাৎ জরৎকারু।

আস্তিক। [তক্ষকের প্রতি] তিষ্ঠ।

[তক্ষকের শূন্যে অবস্থিতি]

উতঙ্ক। [বিস্মিত হইয়া] কে!

আস্তিক। আস্তিক।

জনমেজয়। এ আবার কি অদ্ভুত মহান্ শক্তি! আকর্ষিত তক্ষককে শূন্যমার্গে রক্ষা করে!

আস্তিক। মহারাজ জনমেজয়! আমি ব্রাহ্মণ কুমার—আপনার স্তব করি;—প্রয়াগে সোম বরুণ ও প্রজাপতির যেরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, আপনার এ যজ্ঞও সেইরূপ; প্রার্থনা করি—আমার প্রিয়বর্গের মঙ্গল হোক্। দশরথ তনয় রাজা রামচন্দ্র যেরূপ যজ্ঞ করেছিলেন, আপনার এ যজ্ঞও সেইরূপ; প্রার্থনা করি—আমার প্রিয়বর্গের মঙ্গল হোক্। সত্যবতী-নন্দন কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন স্বয়ং সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক যে যজ্ঞ করেছিলেন, আপনার এ যজ্ঞও সেইরূপ; প্রার্থনা করি—আমার প্রিয়বর্গের মঙ্গল হোক্।

জনমেজয়। সুন্দর! সেই মহান্ শক্তির সঙ্গে আবার এমন মধুর বিনয় —সমভাবে! অলৌকিক! [প্রীত হইয়া রাজাগণ প্রতি] রাজন্যবর্গ!

আমি এ বালকের তেজঃপুঞ্জ কান্তি—অলৌকিক শক্তি—বৃদ্ধোচিত বাগ্‌বিন্যাসে মুগ্ধ হয়েছি; আমার ইচ্ছা—এ বালকের অভিলষিত বর দান করি।

রাজাগণ। আমাদেরও সেই ইচ্ছা, মহারাজ! বালক পূজার যোগ্য।

উতঙ্ক। মহাশক্তিমান্ এই শিশু, বাক্যেঙ্গিতে মন্ত্র ব্যর্থ করে!

জনমেজয়। [বর দানোদ্যত]

উতঙ্ক। [বাধা দিয়া] থামুন, মহারাজ! আগে আপনার পিতৃহন্তা তক্ষকের দণ্ড বিধান হ'য়ে যাক্। পুনরাহুতি দাও, ঋত্বিকগণ! অস্মিন নাগধ্বংস মহাযজ্ঞে তক্ষকম্ দহ—দহ—

ঋত্বিকগণ। স্বাহা। [আহুতি দান]

[তক্ষক পতনোদ্যত]

আস্তিক। তিষ্ঠ। [তক্ষকের শূন্যে অবস্থান] হে রাজন্! অবনীমণ্ডলে আপনার তুল্য প্রজাপালক রাজা আর দ্বিতীয় নাই; আপনার ধৈর্য্য দর্শনে আমি পরম প্রীত। আপনি তেজে সূর্য্য, দৃঢ়-ব্রতে ভীষ্ম, ধর্ম্মরাজ যমের তুল্য নিয়ন্তা; আপনার বীর্য্য বাল্মীকির ন্যায় গুপ্ত, আপনার কোপ বশিষ্ঠের ন্যায় বশীকৃত, আপনার প্রভুত্ব ইন্দ্র সদৃশ, আপনার দ্যুতি নারায়ণের ন্যায় দীপ্ত, আপনি শ্রীকৃষ্ণ তুল্য সর্ব্বগুণসম্পন্ন; প্রার্থনা করি—আমার প্রিয়বর্গের মঙ্গল হোক্

জনমেজয়। [সমধিক প্রীত হইয়া] সদস্যগণ! আপনারা অনুমোদন করুন, আমি এ বালককে বর দান করি।

উতঙ্ক। একটু ধৈর্য্য ধরুন, মহারাজ! আমি শেষ আহুতি দিই। আহুতি দাও—ঋত্বিকগণ, অস্মিন নাগধ্বংস মহাযজ্ঞে তক্ষকম্ দহ দহ—

ঋত্বিকগণ। স্বাহা। [আহুতি দান]

[তক্ষক পতনোদ্যত]

আস্তিক। তিষ্ঠ। [তক্ষকের শূন্যে অবস্থান] সদস্যগণ! হোতা, উদ্গাতা, ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু, ঋত্বিকগণ! দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে যেরূপ হোতাদি সদস্যগণ ছিলেন—আপনারাও সেইরূপ প্রত্যেকেই সূর্য্যতেজে এই যজ্ঞে অধ্যাসীন। আপনাদের মহতী শক্তিতে হুতভুক্ অগ্নি প্রদীপ্ত—সমগ্র দেবদেবী পরিতৃপ্ত ;—আমি অবনত শিরে আপনাদের প্রত্যেকের স্তব করি ; প্রার্থনা করি—আমার প্রিয়বর্গের মঙ্গল হোক্।

উতঙ্ক। [প্রীত হইয়া] দান করুন, মহারাজ! ব্রাহ্মণ কুমারের অভিলষিত বর ;—আমিও আপনার তুল্যই মুগ্ধ! শক্তির সঙ্গে সমভাবে একি বিনয়! এ অভূতপূর্ব্ব—অদ্ভুত!

সদস্যগণ। আমরাও একবাক্যে তাই অনুমোদন করি।

জনমেজয়। বলুন—ব্রাহ্মণ-কুমার! আমি আপনার প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌বো ; কি চান আপনি ? কারা আপনার প্রিয়বর্গ ?

আস্তিক। আমার প্রিয়বর্গ এই পন্নগকুল ; আমি তাদের এই মঙ্গল প্রার্থনা করি—মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্র বারিত হোক, সর্পগণ আর অগ্নিকুণ্ডে পতিত না হ'য়ে নির্ভয় হোক ; মহারাজের অনুকম্পায় নাগবংশ রক্ষা হোক।

জনমেজয়। [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] আপনি সুবর্ণ, রজত, গো, ভূমি অথবা যা ইচ্ছা—অন্য প্রার্থনা করুন, ব্রাহ্মণ-কুমার! শুদ্ধ এইটী ছাড়া

আস্তিক। আমি সুবর্ণ-রজতাদির প্রার্থী নই, মহারাজ! এই পন্নগ-কুল আমার মাতৃকুল ; আমি এই কুলের মঙ্গলপ্রার্থী। যজ্ঞ নিবৃত্ত হোক্, আমার মাতুল বংশের নিস্তার হোক্ ; ভূতলে মহারাজ জনমেজয়ের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত হোক্।

সভাস্থ সকলে। তাই হোক্, মহারাজ! আপনার দানশীলতায় বিশ্বজগৎ চমৎকৃত হোক্।

জনমেজয়। ব্রাহ্মণকুমার! কে আপনি? এত বড় একটা বিরাট্ আয়োজন এক মুহূর্ত্তে পণ্ড ক'রে দিলেন—এত দিনের সঞ্চিত প্রতিহিংসানল এক কথায় জল ক'রে দিলেন—আমার জীবনব্যাপী উদ্যমে এক ইঙ্গিতে অবসাদ ঢেলে দিলেন—কে আপনি? যিনিই হোন—আর উপায় নাই। আপনার মূর্ত্তি দর্শনে আমি লক্ষ্য হারিয়েছি, আপনার শক্তি দর্শনে তর্ক যুক্তি বিস্মৃত হয়েছি; আপনার বিনয়-নম্র স্তুতিবাদে আমার মরু-হৃদয় স্নেহ-সিক্ত, উচ্ছ্বসিত আপনার চরণে প্রণাম; আপনার ইচ্ছা পূর্ণ।

আস্তিক। যজ্ঞ নিবৃত্ত?

জনমেজয়। নিবৃত্ত।

আস্তিক। নাগবংশ নির্ভয়?

জনমেজয়। নির্ভয়।

আস্তিক। তক্ষক মুক্ত?

জনমেজয়। মুক্ত।

আস্তিক। জয় হোক্ মহারাজের। ভূতল অবতীর্ণ হও, তক্ষক।

বাসুকী। আস্তিক! তুমি কি বর চাও আমার কাছে? যদিও তুমি ব্রাহ্মণ কুমার—আমার পূজার্হ, তবু তুমি আমার ভাগিনেয়,—সম্বন্ধ-হিসাবে আমি তোমায় আশীর্ব্বাদের অধিকার রাখি। তুমি কি চাও? তুমি আমার বংশ রক্ষা ক'রেছ—তোমাকে অদেয় আমার কিছু নাই।

আস্তিক। তা হ'লে, নাগেন্দ্র! আপনি আমার এক অভিলাষ পূরণ করুন—মহারাজ জনমেজয় সংক্রান্ত আমার এই নাগযজ্ঞ নিবারণ বৃত্তান্ত—যে ব্যক্তি প্রাতঃ অথবা সন্ধ্যায় স্মরণ কর্‌বে, সর্পজাতি হ'তে যেন তার কোন ভয় না থাকে।

বাসুকী। তথাস্তু, যদি কোন সর্প তার অন্যথায় উদ্যত হয়, আমার অভিশাপ—তদ্দণ্ডে তার মস্তক শিংশপাবৃন্ত-ফলের মত শতধা ভিন্ন হ'য়ে যাবে।

আস্তিক। জয় হোক্ নাগেন্দ্রের।

বাসুকী। আর ভগ্নী! তুমি কি চাও?

কারু। আমি আর কিছু চাই না, দাদা! আমার ভ্রাতৃবংশের নিস্তার, আমার ভগ্নীব্রতের উদ্‌যাপন—এইখানেই আমার সকল প্রার্থনার পূর্ণচ্ছেদ।

বাসুকী। ও—ভুল হ'য়ে গেছে, ভগ্নী! আমি ক্ষমা চাই। বহু পুরাণ আখ্যায়িকায়, কবি কল্পনায়—বহু পিতৃব্রত, মাতৃব্রত, পুত্রব্রত, পত্নীব্রত, ভ্রাতৃব্রত, বন্ধুব্রত, বহু ব্রত বহুপ্রকারে—বিচিত্রভাবে গান্নেখিত দেখ্‌তে পাই; কিন্তু এ ভগ্নিব্রত পরিস্ফুট আজ পর্য্যন্ত কোথাও নাই—এ এই জগতে নূতন। যে ভগ্নী ভ্রাতৃবংশের কল্যাণে চতুর্ব্বর্গ অনূঢ়া থাকে, কামিনী-জীবনের প্রধান কাম্য—স্বামী, তার বিচ্ছেদ অম্লানে সহ্য করে, তার ব্রত সকল ব্রতের শীর্ষ। আমি ভুল ক'রেছি, সে মহান্ আত্মদান আত্মত্যাগকে কি কামনা দিয়ে পরিতৃপ্ত কর্‌বো? সে ভগ্নী বর প্রার্থনা কর্‌বে কি? সে যে নিজে বরদা; সে আশীর্ব্বাদের নয়—পূজার। আমি তোমার পূজা করি ভগ্নী—করপুটে—অবনত শিরে—মানস উপচারে।

কারু। [বাধা দিয়া] দাদা! তুমি জ্যেষ্ঠ আমি কনিষ্ঠা—

বাসুকী। না—না; এখানে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের দ্বন্দ্ব নাই; এখানে আমি ভ্রাতা—তুমি ভগ্নী। এ প্রণাম—ভ্রাতার—ভগ্নী পায়ে নয়, এ প্রণাম—নাগরাজ বাসুকীর নব-আবিষ্কৃত ভগ্নীব্রতের পায়ে। [পূজা]

তক্ষকের অবতরণ।

তক্ষক। দাদা! দাদা!

বাসুকী। তক্ষক! ভাই— [বক্ষে ধারণ]

[যবনিকা]

সংঘটনকারীগণ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র বি, এ	প্রোপ্রাইটার।
,, রমেন্দ্রনাথ ঘোষ	বিঃ ম্যানেজার।
,, অহীন্দ্র চৌধুরী	প্রযোজক ও অধ্যক্ষ।
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ	সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।
,, ভূতনাথ দাস	সুর-সংযোজক।
,, সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়	নৃত্য শিক্ষক।
,, লালবিহারী ঘোষ	বংশীবাদক।
,, বিদ্যাভূষণ পাল	হারমোনিয়ম বাদক।
,, নুটবিহারী মিত্র	সঙ্গত।
,, জ্ঞানরঞ্জন বসু	স্মারক।
,, শ্যামাচরণ দে	ষ্টেজ ম্যানেজার।

অভিনেতা, অভিনেত্রীগণ

বাসুকী	শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী।
জনমেজয়	,, শরৎ চট্টোপাধ্যায়।
কৃপাচার্য্য	,, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
ইন্দ্র	,, প্রভাত সিংহ।
সুবর্ণবর্ম্মা	,, জীতেন ঘোষ।
শৃঙ্গী	,, ব্রজেন সরকার।
পৌষ্য	,, নরেন্দ্র সিংহ।
হিরণ্যবাহু	,, বঙ্কিম দত্ত।
এলাপত্র	,, যুগল দে।
সূর্য্য ও তক্ষক	,, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
ডুণ্ডুভ	,, রঞ্জিত রায়।
বিধাতা ও বক্র	,, নির্ম্মল বসু।
ঋষি জরৎকারু ও অগ্নি	,, সন্তোষ বন্দোপাধ্যায়।
উতঙ্ক	,, গণেশ গোস্বামী।
আস্তিক	শ্রীমতী রেণুবালা। [সুখ]
সেনাপতি ও মন্ত্রী	শ্রীযুক্ত নবকুমার ঘোষ।
নাগগণ	,, অশ্বিনী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি
বাসুকী পুত্র	,, নলিনী রায়।
নয়ননীলা	শ্রীমতী চারুশীলা।
কুসুমতন্বী	,, সুবাসিনী।
বপুষ্টমা	,, আশমানতারা।
মেঘনা	,, রাণীবালা।
সন্ধ্যা	,, হেনা।
সাবিত্রী	,, উমাশশী।
উর্ব্বশী	,, রাণী সুন্দরী।